আদিল মুহাম্মদ খলিল
তাদাব্বুরে
কুরআন
কুরআন বোঝার রাজপথে
আপনার প্রথম স্বপ্নযাত্রা

নাজরানা

যুগে যুগে কুরআনের খিদমতে জীবন কুরবান করে
যাঁরা ধন্য হয়েছেন।

যাঁরা কুরআনকে ভালোবাসেন, আল্লাহর জমিনে
আল্লাহর দ্বীন কায়িমের স্বপ্ন দেখেন।

আমরা স্বপ্ন দেখি। একটি আলোকিত ভোরের স্বপ্ন। হৃদয়ের রুপালি পর্দায় একটি দৃশ্যই কেবল দেখতে পাই—পুবাকাশে উঁকি দিচ্ছে তাওহিদের রক্তলাল সূর্য। বাংলার সবুজ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে ইসলামের শুভ্র নরম আলো। কালিমাখচিত একটি ঝান্ডা দোল খাচ্ছে ইনসাফের মৃদুমন্দ হাওয়ায়। কুরআন ও সুন্নাহর জান্নাতি সৌরভে আমোদিত চারপাশ। ইমান, ইখলাস, তাওবা ও তাকওয়ার বাহারি ফুল ফুটেছে বাংলার পথে-প্রান্তরে। এখানে-ওখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের আকাশছোঁয়া মিনার। আর ওদিকে জাবালে নুরের পাদদেশে দারুল আরকাম কিংবা সুফফাওয়ালাদের ডেরা। সারাক্ষণ শোনা যায়, ক্বালাল্লাহ ক্বালা রাসুলুল্লাহর সুমধুর গুঞ্জন...

ইস! কত পবিত্র কত নয়নাভিরাম এই দৃশ্য! যতই দেখি মন ভরে না। আমরা বিশ্বাস করি—আল্লাহর ইচ্ছায় আলোকিত ভোরের স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হবে; যুগ যুগ ধরে হাজারো মুসলিম তরুণের অন্তরে আঁকা এই দৃশ্যে একদিন বাস্তবতার রং লাগবে। এই আমাদের প্রত্যয়—আমাদের প্রত্যাশা...

শুধু স্বপ্ন আর কল্পনা নিয়েই পড়ে থাকার পাত্র আমরা নই। বাংলার তরুণদের হৃদয়ে আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই তাওহিদের বিপ্লবী চেতনা। সময়ের পথ পরিক্রমায় নতুন ভোরের আয়োজনে কাজ করছে হাজারো প্রতিভাদীপ্ত তরুণ। 'রুহামা' এই স্বাপ্নিক আয়োজকদেরই একটি ছোট্ট পরিবার। বই, কালি ও কলম নিয়েই কাটে আমাদের বেলা। এই মুবারক সফরে আপনিও সাদর আমন্ত্রিত...

দুআ ও অভিমত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

কুরআন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কালাম, মানবজাতির জন্য আল্লাহর নাজিলকৃত একমাত্র জীবনবিধান। নিঃসন্দেহে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তাআলার প্রিয় আমলগুলোর অন্যতম। তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, ফাহম ও তাদাব্বুর বিহীন তিলাওয়াত সঠিক পদ্ধতি নয়। এটি তিলাওয়াতের বৃহত্তর যে লক্ষ্য তার পরিপন্থী। আর তা হলো, কুরআনের তাদাব্বুর এবং কুরআনের হিকমাহ ও রহস্যের সাগরে অবগাহন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমের তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

'এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

যারা তাদাব্বুর করে না, কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে ফিকির করে না, তাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾

'তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[২]

কুরআনের ফাহম ও তাদাব্বুরের মুবারক পথে একটি সুন্দর পদক্ষেপ হলো, শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল হাফিজাহুল্লাহ রচিত মূল্যবান গ্রন্থ (أول مرة أتدبر القرآن)। এটি তাদাব্বুরে কুরআনের প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যও খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মাধ্যমে এর লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাইকে উপকৃত করুন।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

দুআ কামনায়

শাইখ মুহাম্মাদ হামুদ আন-নাজদি

প্রধান, আল-লাজনাতুল ইলমিয়্যাহ, ইহয়াউত তুরাসিল ইসলামি।

---

২. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।

দুআ
ও অভিমত

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه أجمعين.

শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল রচিত (أول مرة أتدبر القرآن) শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থটি আমি দেখেছি।

আমি মনে করি, বইটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও উপকারী। এতে প্রতিটি সুরার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ফজিলত ও মর্যাদা, আলোচ্য বিষয়াদি, আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য এবং কোথাও কোথাও শানে নুজুলও উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচনাগুলো পাঠকের জন্য কুরআন বোঝার পথ সুগম করবে, সুরাসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সাহায্য করবে, আয়াতসমূহের পারস্পরিক বন্ধন, সম্পর্ক ও আলোচনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা দেবে। ফলে কুরআন বোঝা ও হিফজ করার ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আর লেখক এটি এত সহজ ভাষা ও সরল বিন্যাসে সংকলন করেছেন যে, যেকোনো স্তরের পাঠকই এটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

তাই কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার্থীরই উচিত কোনো সুরা পড়ার পূর্বে প্রথমে এই বইটি থেকে ওই সুরা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে নেওয়া। এরপর পার্থক্যটি সে নিজেই দেখতে পাবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

দুআ কামনায়

ড. আব্দুল মুহসিন জাবান আল-মুতাইরি

প্রধান, পরিচালনা পরিষদ, আয়াতুল খাইরিয়া সংস্থা।

অধ্যাপক, তাফসির বিভাগ, শরিয়াহ অনুষদ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর ওপর।

বাংলাভাষায় কুরআনবিষয়ক যেকোনো কাজ হয়েছে শুনলেই আনন্দিত হই। আল্লাহর কালাম নিয়ে; বিশেষ করে তাদাব্বুর তথা কুরআনের বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা ও কুরআন থেকে উপদেশ-শিক্ষা গ্রহণ করার চর্চা আমাদের দেশে খুব কমই হয়ে থাকে। এর পেছনে প্রথম কারণ তো হলো, আমাদের দেশের মানুষের মুখের ভাষা আরবি নয়। তাদেরকে এর মানে বুঝতে হলে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু সেই পথে খুব কম মানুষই হাঁটতে চায়। যেখানে তিলাওয়াত করার মানুষই কম, সেখানে তিলাওয়াতকৃত অংশের আবার অর্থ পড়া ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা তো আরও দূরের বিষয়। ফলে কুরআন তাদের কাছে কেবলই একটি তিলাওয়াতের গ্রন্থ।

দ্বিতীয়ত এই বিষয়ে মানুষকে উৎসাহী ও আগ্রহী করার উদ্যোগের অভাব। বাংলাভাষায় কুরআনের অনুবাদ যে নেই, তা নয়। আজকাল তো বিভিন্ন জনের করা অনুবাদ খুবই সহজলভ্য। কিন্তু এর জন্য আলাদা সময় ব্যয় করার যে ফায়দা ও ফজিলত, তা না জানার কারণে লোকে আগ্রহী হয় না। কোনোমতে তিলাওয়াত করেই কুরআনটা গিলাফে মুড়ে তাকে তুলে রাখে।

আশার কথা হচ্ছে, এই অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটছে। যদিও গতিটা খুব ধীর, তবুও তো হচ্ছে। মানুষ কুরআনের আরও কাছে আসছে। কুরআনকে

নিবিড়ভাবে আপন করে নিচ্ছে। এরচেয়ে বেশি সুখের কথা আর কী হতে পারে! এ ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা পালন করছে কুরআনের তাদাব্বুরবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থগুলো।

পাঠকের হাতে থাকা এই বইটির সফটকপি থেকে শুরুর কিছু অংশ আমি অধম দেখেছি। ব্যস্ততার কারণে পুরোটা পড়তে না পারলেও দৃঢ় ইচ্ছা আছে, ছাপার হরফে হাতে আসার পর পড়ে নেব ইনশাআল্লাহ। তবে যতটুকু পড়েছি, তাতে এর ধারাবিন্যাস ও আলোচনা-পদ্ধতি অসাধারণ ও অনন্য মনে হয়েছে। যেসব বই একবার নয়; বারবার পাঠ করার, নিঃসন্দেহে এটি তার তালিকায় স্থান পাওয়ার হকদার। প্রিয় পাঠক, এটি যেন থাকে আপনার পড়ার টেবিলে কিংবা শিথানের পাশে। যখন তখন মন চাইলেই হাত বাড়িয়ে যাকে ধরা যায় এবং কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলা যায়।

বইটি বাংলাভাষী কুরআনপ্রেমী মানুষদের জন্য চিত্তাকর্ষক একটি উপহার হবে ইনশাআল্লাহ। যা সহজেই মিটাবে তৃষিত অন্তরের তৃষ্ণা এবং জ্বালাবে বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে ওহির আলো। বইটির অনুবাদক ও প্রকাশকের জন্য রইল অন্তরের অন্তস্তল থেকে নির্মল দুআ ও শুভকামনা। ওয়াস-সালাম।

দুআ কামনায়

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, নূরুল কুরআন একাডেমি।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن إماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن؛ وخير من تدبر القرآن؛ ومن كان خلقه القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

আমরা যারা আরবি ভাষা নিয়ে টুটাফাটা কিছু মেহনত করেছি, তাদের অনেকেই কুরআনের অর্থ মোটামুটি বুঝি। কিন্তু কেন জানি, পুরো কুরআন নিয়ে মেহনত করা আমাদের হয়ে ওঠে না। কুরআনের ফাহম ও তাদাব্বুর নিয়ে আমাদের মাঝে একধরনের অনীহা ও অলসতা কাজ করে। কখনো তিলাওয়াত করতে গিয়ে কোনো আয়াত হয়তো আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয়, কোনো সুরা হয়তো ভালো লেগে যায়; কিন্তু পুরো কুরআনের সঙ্গে আমাদের বন্ধন বরাবরই প্রাণহীন থেকে যায়। ১১৪টি সুরায় বিন্যস্ত ৩০ পারা কুরআনকে আমাদের কাছে অধরা রহস্য মনে হয়। পুরো কুরআনকে কিংবা প্রতিটি সুরায় আলোচিত বিষয়বস্তুগুলোকে আমরা একনজরে দেখতে পারি না বলেই এমন হয়। আমরা কুরআনের ভেতরে বিশৃঙ্খলভাবে কখনো এদিকে কখনো ওদিকে পায়চারি করি বলেই এমন হয়। আমাদের উচিত প্রতিটি সুরার ওপর স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা এবং খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিটি সুরার ওপর একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বুলানো : প্রতিটি সুরার নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়াদি, আলোচনার ব্যাপ্তি এবং আলোচনার বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র স্মৃতিতে ধারণ করা। আলোচনার সুবিধার্থে এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে এখানে আমরা ফাহমে কুরআন বলতে পারি।

আরেকটি বিষয় হলো, তাদাব্বুরে কুরআন। আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তিলাওয়াতই হয় প্রাণহীন। তাই কুরআন আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না, আমাদের মনোজগতে সাড়া ফেলে না, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের নুর সৃষ্টি করে না। অথচ আমাদের সালাফগণ যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তারা অঝোর নয়নে কাঁদতেন; প্রতিটি আয়াত তাদেরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেত; কুরআনের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো তাদের জীবনকে সুরভিত করে রাখত। কুরআনুল হাকিমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাঁদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে যাঁদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা কেবল তাদের রবের ওপরই তাওয়াক্কুল করে।'[৩]

সালাফের সঙ্গে আমাদের তিলাওয়াতের এই পার্থক্যের কারণ হলো, তারা আমাদের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতেন না। তারা ফাহম ও তাদাব্বুর সহযোগে তিলাওয়াত করতেন, প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে ফিকির করতেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমতগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

❀❀❀
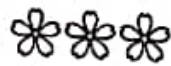
প্রিয় পাঠক,

আপনার হাতের বইটি এই দুটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সংকলিত হয়েছে : ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআন।

---

৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।

বইটির বিন্যাসরীতি, তথ্যসূত্র, অধ্যয়নের নিয়ম ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সব কথা মুহতারাম লেখক নিজেই ভূমিকায় বলেছেন। তাই আমরা এখানে একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করব না। কেবল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের দিকে সামান্য ইঙ্গিত করার চেষ্টা করব।

প্রতিটি সুরা নিয়ে মোট আটটি পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পয়েন্টে আপনি জানতে পারবেন, সুরাটির আয়াতসংখ্যা কত এবং এটি মাক্কি নাকি মাদানি। এখান থেকে আপনি সুরাটির আকার ও ধরন সম্পর্কে একটি ছোট্ট ধারণা পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় পয়েন্টে জানতে পারবেন, সুরার নাম। তৃতীয় পয়েন্টে নামকরণের কারণ। এই দুটি পয়েন্ট আপনার সঙ্গে সুরাটির একটি মোটামুটি পরিচয় গড়ে তুলবে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আপনাকে কিঞ্চিৎ ধারণা দেবে। তারপর চতুর্থ পয়েন্টে আসবে সুরার ফজিলত ও গুরুত্ব। এটি আপনার মনে সুরাটি সম্পর্কে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দেবে। আপনি সুরাটিকে আরও ভালোভাবে জানতে চাইবেন। পঞ্চম পয়েন্টে আসবে, সুরাটির শুরুর সঙ্গে শেষের মিল। এতে সুরাটি আরম্ভ করার পূর্বেই এর আপাদমস্তক আপনার একনজর দেখা হয়ে যাবে এবং সুরার সঙ্গে আপনার পরিচয় আরও একটু গাঢ় হবে। ষষ্ঠ পয়েন্টে আসবে, সুরাটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, যেটিকে ঘিরে পুরো সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। এটিকে সুরাটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বলা যায়। এটির মাধ্যমে পুরো সুরাটির বিষয়বস্তু আপনি কয়েকটি শব্দে জেনে নিতে পারবেন এবং মনে গেঁথে নিতে পারবেন। এরপর থেকে যখনই আপনি সুরাটির নাম শুনবেন, সুরাটির বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আপনার অন্তরে ভেসে উঠবে। সপ্তম পয়েন্টে আসবে, আয়াত নাম্বার উল্লেখ করে সুরাটির আলোচ্য বিষয়াদির ধারাবাহিক বিবরণ। এতে পুরো সুরাটির সবগুলো বিষয়বস্তু পয়েন্ট আকারে আপনার স্মৃতিতে ভাঁজে ভাঁজে বসে যাবে এবং আপনি চাইলে এই পয়েন্টগুলো ব্যবহার করে পুরো সুরাটির সারমর্ম গল্পের মতো অনায়াসে কাউকে বলে ফেলতে পারবেন কিংবা চাইলে লিখেও রাখতে পারবেন। এই পয়েন্টটি অধ্যয়ন করে আপনার মনে হবে, আপনি সুরাটি সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। একেবারে শেষে অষ্টম পয়েন্টে আসবে সুরাটি সম্পর্কে বিচিত্র সব তথ্য, তত্ত্ব, বিভিন্ন আয়াতের তাদাব্বুর, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা ও উপদেশ ইত্যাদি। এই পয়েন্টটি আপনার হৃদয়ে সুরাটি সম্পর্কে আপনার ধারণাই বদলে

দেবে। একটু আগে যে মনে হয়েছিল সুরাটি আপনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সেই ধারণাটিও উড়ে যাবে। আপনার মনে হবে, সুরাটির অর্থ ও মর্ম আয়ত্ত করা গেলেও এর রহস্যের কোনো কূল-কিনারা নেই, আয়াতগুলো নিয়ে যতই তাদাব্বুর করব, ততই নতুন রহস্য এসে ধরা দেবে। একটি মূর্তিমান কৌতূহল ও অতৃপ্তি আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

এককথায়, এই বইটি আপনার হৃদয়ে ১১৪ সুরার একটি সরল ও সহজ মানচিত্র তৈরি করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ৩০ পারা কুরআনকে আর আপনার অধরা রহস্য মনে হবে না। আপনার সঙ্গে কুরআনের সবগুলো সুরার সঙ্গে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠবে। তাই এই বইটি হতে পারে তাফসিরের জগতে প্রবেশের পূর্বে আপনার প্রস্তুতিমূলক কোর্স।

বইটি একনাগাড়ে পড়ে শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বস্তুত বইটি পড়ার নিয়মও এটি নয়। কুরআনের কোনো সুরা তিলাওয়াতের পূর্বে সেটি একনজর এই বই থেকে পড়ে নিন। আর পার্থক্যটি নিজেই দেখুন।

❀❀❀

প্রিয় ভাই ও বোন,

গতানুগতিক দায়সারা গোছের তিলাওয়াত আর নয়। এখন থেকে ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের পেছনেও কিছু কিছু মেহনত শুরু করে দিন। কুরআনের একেকটি সুরা ধরুন এবং আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, কুরআনের একেকটি আয়াত আমাদের জীবনের একেকটি দিককে আলোকিত করে। অনেক আয়াত আমাদেরকে তাকওয়া অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, অনেক আয়াত হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে, অনেক আয়াত গুনাহ পরিত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, অনেক আয়াত মুসিবতে সবর করতে উৎসাহ জোগায়। আপনি যখন ফাহম ও তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবেন, কুরআনের অনেক আয়াত আপনার হৃদয়ে রেখাপাত করবে, আয়াতগুলো আপনার চিন্তা-চেতনার অংশে পরিণত হবে এবং আপনাকে আপনার অজান্তেই আলোকিত জীবনের পথে ধাবিত করবে। তাই গতানুগতিক তিলাওয়াতের এই

অলসতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে হলেও ফাহম ও তাদাব্বুরের পেছনে মেহনত করুন।

বাংলা ভাষায় আমাদের জানামতে ফাহম ও তাদাব্বুর নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। যারা তাদাব্বুর নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে চান, তারা মাওলানা আতিকুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর কুরআনিয়াত সিরিজের বইগুলো পড়তে পারেন। ইতিমধ্যে 'আই লাভ কুরআন' এবং 'সুইটহার্ট কুরআন' নামে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। মুহতারাম মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ভাইয়ের 'কুরআন বোঝার মজা' বইটিও তালিকায় রাখতে পারেন। ছোট্ট পরিসরের বইটি আপনাকে মৌলিক কিছু দিকনির্দেশনা দেবে। সুরা ইউসুফের তাদাব্বুর নিয়ে আমাদের আরও একটি বই রুহামা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম, সুরা ইউসুফের পরশে। আশা করি, বাংলা ভাষায় কুরআন নিয়ে এভাবে সুন্দর সুন্দর কাজ আরও হতে থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই বইটি বাংলা ভাষায় ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের অঙ্গনে একটি নতুন সংযোজন।

❀❀❀

আমরা আর বেশি সময় নেব না, বইটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে বিদায় চাইব। বইটির মূল আরবি নাম (أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ)। কুরআনের অনুবাদে আমরা কোনো বিশেষ অনুবাদ-কে হুবহু তুলে দিইনি। আমাদের রুচিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় কুরআনের এমন বঙ্গানুবাদ আপাতত আমাদের সামনে নেই। তাই সরল ও প্রাঞ্জল একটি অনুবাদ আমরা পাঠকের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য কুরআনের সহজলভ্য অন্যসব বঙ্গানুবাদও আমাদের নজরে ছিল। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও ড. ফজলুর রহমানের অনুবাদ থেকে আমরা ভরপুর সাহায্য নিয়েছি। লেখকের উল্লেখিত টীকার পাশাপাশি আমরাও অনেকগুলো ব্যাখ্যামূলক টীকা ও উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি।

আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সচেতন পাঠক ভাইয়েরা

যদি কোনো ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত হন, তবে দয়া করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন; বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন; লেখক, পাঠক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবার জন্য এই বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

-ইফতেখার সিফাত

সূচিপত্র

প্রবেশিকা

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

'আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?'[৪]

প্রথমেই আপনার চোখে পড়ল এই আয়াতটি :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

সহজ ও সরলের যত অর্থ আপনার মনে আছে, এই আয়াতটি সবগুলো অর্থই ধারণ করে—

✓ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সহজ ও সরল।

✓ হিফজের ক্ষেত্রে সহজ ও সরল।

✓ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহজ ও সরল।

✓ আমল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ ও সরল।

আপনি কেবল আপনার মনটাকে খালি করুন, মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, ব্যস্ততা ও টেনশনগুলো ঝেড়ে ফেলুন। তারপর কুরআনের মহিমা ও মহত্ত্বের অনুভব নিয়ে তিলাওয়াত করুন—আল্লাহর শান ও আজমত সহযোগে তিলাওয়াত করুন।

৪. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১৭।

আপনার দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ ও শানিত করুন। একই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করুন। উদ্যম ও আগ্রহ ধরে রাখুন। আল্লাহ আপনার পথ সুগম করবেন; আপনাকে কল্যাণে ভরে তুলবেন; আপনার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দান করবেন।

ভূমিকা

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا﴾ [الكهف: ١]

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]

وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَهِدَايَةً لِّلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، سَيِّدِ وُلْدِ آدَمَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَعْدُ ...

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর হাবিব ও রাসুলকে প্রেরণ করে মানবজাতির ওপর ইহসান করেছেন। তিনিই আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন, যেটি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।

এই কিতাবকে তিনি মানবজাতির জন্য বানিয়েছেন : নুর, বরকত, হিদায়াত, রহমত, সত্যের দিশারি, বিবাদ মীমাংসাকারী, দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য ও কামিয়াবির অবিকল্প গাইডলাইন।

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে কত মর্যাদাবান এই উম্মাহ!

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পয়গাম মনে করতেন। তাঁরা রাতে সালাতে এটি তিলাওয়াত করতেন এবং দিনে এর আহকাম বাস্তবায়ন করতেন।

তাঁরা দশ-দশটি আয়াত ধরতেন। প্রথমে সেগুলো ভালো করে শিখতেন। তারপর এগুলোর অর্থ ও মর্ম আয়ত্ত করতেন। তারপর সেগুলোর ওপর আমল করতেন। এর পরেই অন্য দশ আয়াতে যেতেন। এভাবে তাঁরা ইলম ও আমল দুটোরই চর্চা করতেন। ইলম ও আমলের এই সমন্বিত প্রয়াস তাঁদেরকে পরিণত করেছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মে।

কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেননি। এটি উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতি তাঁর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। কুরআনে এসেছে :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ﴾

'আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম; এতে ছিল হিদায়াত ও নুর। আল্লাহর অনুগত নবি, দরবেশ ও আলিমগণ এই তাওরাত অনুসারে ইহুদিদেরকে ফায়সালা দিতেন। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষীও ছিল।'[৫]

কিন্তু তারা সংরক্ষণের এই দায়িত্ব পালন করেনি। উলটো আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে—আমানতের খিয়ানত করেছে :

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ لَعَنَّـٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَـٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ﴾

'অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি। তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত

---

৫. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৪৪।

করেছে এবং তাদেরকে যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তার একটি অংশ ভুলে গেছে। অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সবাইকেই আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবেন।'[৬]

তাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ﴾

'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।'[৭]

পৃথিবীর বুকে কুরআনই একমাত্র আসমানি কিতাব, কোনো ধরনের বিকৃতি বা পরিবর্তন যাকে স্পর্শও করতে পারেনি—

﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

'বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—না সামনে থেকে, না পেছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[৮]

বর্তমানে কুরআন ব্যতীত যত আসমানি কিতাব আছে সবগুলো ভ্রান্ত, বিকৃত ও বাতিল।

যুগে যুগে কুরআনের খিদমতে জীবন কুরবান করে ধন্য হয়েছেন অগণিত উলামায়ে কিরাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। উভয় জাহানে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন।

আজ মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকালে একটি বিষয় আপনার সহজেই চোখে পড়বে—তারা কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও শ্রবণে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। অবশ্যই এতে অগণিত কল্যাণ ও বরকত রয়েছে—তবে তা একটি

৬. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৩।
৭. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯।
৮. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২।

নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ। কারণ কুরআন নাজিলের মূল লক্ষ্য হলো, ফাহম[৯] ও তাদাব্বুর।[১০] আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

'এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি; যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১১]

- কুরআনকে ভালোবাসেন এমন অনেক মুসলিম ভাই মনে মনে ভাবেন, কুরআনের ইজাজ[১২] আমি কেন অনুধাবন করতে পারি না, কুরআন আমার অন্তরে কেন রেখাপাত করে না, কুরআনের অর্থ আমার মর্মে কেন মধুর হয়ে বাজে না। উক্ত আয়াতটি এসব প্রশ্নের একটি চমৎকার জবাব।

- এই প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়েই এমন একটি কিতাবের কথা মাথায় আসে, যেটি কুরআনপ্রেমী ভাইদের এই সমস্যাগুলোর সমাধান উপহার দেবে এবং কুরআন বোঝার পথের বাধাগুলো সরিয়ে দেবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, আমি আমার চিন্তাগুলো লিপিবদ্ধ করব, আমার কুরআন-পাঠের সারমর্ম তুলে ধরব এবং মুফাসসির ও বিশেষজ্ঞদের রচনাবলি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করব। তারপর সেগুলোকে এমন একটি সহজ বিন্যাসে সংকলন করব; যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে কষ্ট না হয়; আবার অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদেরও কাজে আসে।

- এই বইটি একটি চাবির মতো, যেটি আপনার সামনে খুলে দেবে একটি সম্ভাবনাময় দরোজা, যেটির ভেতর দিয়ে আপনি নির্ভয়ে তাফসিরজগতে পদার্পণ করতে পারবেন কিংবা বলতে পারেন এই বইটি কুরআনের

---

৯. (اَلْفَهْمُ) 'ফাহম' আরবি শব্দ। অর্থ : বোঝা বা অনুধাবন করা।
১০. তাদাব্বুর হলো, শিক্ষাগ্রহণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। আরও একটু খুলে বললে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করে প্রভাবিত হওয়া, কল্যাণ অর্জন ও অনুসরণ করার নাম তাদাব্বুর। বিস্তারিত জানতে পড়ুন : (مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم للشيخ د. محمد الربيعة)
১১. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।
১২. অলৌকিকতা।

তাদাব্বুরের পথে আপনার প্রথম পদক্ষেপ; অথবা বলতে পারেন, এটি কুরআনের সঙ্গে আপনার নতুন বন্ধন গড়ার একটি প্রয়াস।

প্রিয় পাঠক,

এই আমার পুঁজি—যদিও তা বড়ই নগণ্য—আপনার সামনে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো কুরআন নিয়ে আমার ফিকির ও মেহনতের সারনির্যাস, যা আপনার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আপনি যদি এগুলোকে কবুল করেন, তবে যথারীতি মূল্যায়ন করুন, অন্যথায় সদয়ভাবে এড়িয়ে যান। আমার এই ছোট্ট প্রকল্পে যা কিছু সঠিক ও বিশুদ্ধ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু ভুল ও ভ্রান্ত, সেগুলো আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে—আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমার এই মেহনতকে খালিস তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন এবং এই বইটিকে উম্মাহর কুরআন শিক্ষা ও গবেষণার সুবিশাল প্রাসাদের একটি যথোপযুক্ত ইট হিসেবে কবুল করেন।

আদিল মুহাম্মাদ খলিল

সংকলন

ও বিন্যাসের নীতি

আমি কিতাবটির আলোচনাকে আটটি পয়েন্টে বর্ণনা করেছি :

প্রথম পয়েন্ট : সুরার আয়াতসংখ্যা। এটি মাক্কি নাকি মাদানি? আর এটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি ইমাম বুরহানুদ্দিন বিকায়ি ﵀ ও তার সমমনা মুফাসসিরদের ধারা অনুসরণ করেছি। তাদের মতে, যেসব সুরা হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে, সেগুলো মাক্কি এবং যেগুলো পরে নাজিল হয়েছে, সেগুলো মাদানি বলে গণ্য হবে। কোন স্থানে নাজিল হয়েছে সেটি বিবেচনা করা হবে না।

দ্বিতীয় পয়েন্ট : সুরার নামসমূহ—নাম একটি হোক বা একাধিক, ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে আমি দুটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি :

১. আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ইমাম সুয়ুতি।

২. আত-তাহরির ওয়াত তানউয়ির, ইমাম ইবনে আশুর।

তৃতীয় পয়েন্ট : সুরার নামকরণের কারণ। এ ক্ষেত্রেও আমি পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটোর অনুসরণ করেছি।

চতুর্থ পয়েন্ট : সুরার নির্বাচিত কিছু ফজিলত, যেগুলো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থগুলোকে সামনে রেখেছি। যেমন : সহিহুল বুখারি, সহিহু মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানু ইবনি মাজাহ। আর সহিহ ও গাইরে সহিহ নির্ণয়ের

জন্য আমি মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের অভিমতের ওপর নির্ভর করেছি। যেমন : ইমাম জাহাবি ও শাইখ আলবানি ﵏।

পঞ্চম পয়েন্ট : সুরার ভূমিকার সঙ্গে উপসংহারের সামঞ্জস্য। তবে আমি ভূমিকা বলতে কেবল প্রথম আয়াত এবং উপসংহার বলতে কেবল শেষ আয়াত বুঝাইনি। বরং বিষয়টিকে আমি একটু ব্যাপক রেখেছি। আমি শুরু ও শেষের দিকের আয়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য দেখিয়েছি।

ষষ্ঠ পয়েন্ট : সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু কিংবা মৌলিক লক্ষ্য, যাকে ঘিরে পুরো সুরার আলোচনা আবর্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমি ইমাম বিকায়ির মাসায়িদুন নাজার এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ যেমন : তাফসিরে কুরতুবি, তাফসিরে ইবনে কাসির ইত্যাদিকে অনুসরণ করেছি।

সপ্তম পয়েন্ট : সুরার আলোচ্য বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করেছি এবং সংক্ষেপে প্রতিটি সুরার সারাংশ তুলে ধরেছি। প্রতিটি পয়েন্টেই আমি আয়াত নাম্বার উল্লেখ করেছি, যে আয়াতে সেই পয়েন্ট প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। তবে সুরা বালাদ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত এমনটি করা হয়নি। কারণ এসব সুরায় আয়াতসংখ্যা কম। আর এ ক্ষেত্রে আমি তিনটি গ্রন্থের অনুসরণ করেছি :

১. মাসায়িদুন নাজার, ইমাম বুরহানুদ্দিন বিকায়ি ﵀
২. আত-তাহরির ওয়াত তানউয়ির, ইমাম ইবনে আশুর
৩. আত-তাফসিরুল ওয়াজিহ, মুহাম্মাদ মাহমুদ হিজাজি

অষ্টম পয়েন্ট : সুরা সম্পর্কে নির্বাচিত কিছু প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য এবং সূক্ষ্ম বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে উৎসগ্রন্থের রেফারেন্সও সংযোজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআনের প্রতিটি আয়াতে লুকিয়ে আছে অসংখ্য হিকমত, সূক্ষ্মতা ও রহস্য, যার সবগুলো তুলে ধরা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। বরং সংক্ষেপে সহজ কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত করাই আমাদের লক্ষ্য। তাই প্রতিটি সুরা সম্পর্কে নির্বাচিত কিছু হিকমত ও সূক্ষ্ম মন্তব্য উল্লেখ করেই আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

বইটি যেভাবে অধ্যয়ন করবেন?

❋ আপনার লক্ষ্য যেন শেষ সুরা না হয়

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'কুরআনকে কবিতার মতো দ্রুত আবৃত্তি করো না, শুকনো খেজুর ছিটানোর মতো এলোমেলোভাবে তিলাওয়াত করো না; বরং কুরআনের বিস্ময়কর ইলম ও হিকমাহগুলো অনুধাবন করো; কুরআনের মর্মের অনুভবে তোমার হৃদয়কে আলোড়িত করো। শেষ সুরায় পৌঁছানোই যেন তোমার লক্ষ্য না হয়।'[১৩]

এই কিতাবটি আপনি একনাগাড়ে পড়ে শেষ করবেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং আপনি প্রতিদিন কুরআনের যে অংশটুকু তিলাওয়াত করেন, সেটি আগে এই বই থেকে পড়ে নিন। এবার পার্থক্যটা দেখুন!

❋ অগ্রসর হোন, বসে থাকবেন না

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, 'কোনো ইবাদতে যদি তুমি হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাও, তবে তাতে মনোনিবেশ করো, অবহেলা করে আমলটিকে পিছিয়ে দিয়ো না। কারণ তুমি জানো না, পরে আবার কোন ব্যস্ততা এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরে।'

১৩. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৮৭৩৩।

❋ উদ্যম ও অবসাদ

আপনার মনে যখন উদ্যম থাকে, বেশি করে তাদাব্বুরে কুরআনে সময় দিন—আপনার পূর্ণ শক্তি ও হিম্মত নিয়ে মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি সাগ্রহে সামনে অগ্রসর হন, তবে আল্লাহ আপনাকে আরও সামনে এগিয়ে দেবেন। আর অবসাদের সময় তাদাব্বুরে কুরআনে একটু কম সময় দিলেও সমস্যা নেই। তবে সাবধান, ইবাদতের যখন ভর মৌসুম চলে, যখন আল্লাহর বিশেষ রহমত বণ্টিত হয়, তখন যেন আপনাকে আলস্য পেয়ে না বসে। যেমন : মাহে রমাদান ও জিলহজের প্রথম দশ দিন।

❋ বৈচিত্র্য বিরক্তি নিরোধক

বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং কুরআনের যে সুরাটি আপনার পড়তে ভালো লাগে, সেটি দিয়ে শুরু করুন। তারপর যে সুরায় মন চায় চলে যান। এতে শয়তান সহজে আপনার মনে ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারবে না। আপনার মনে উদ্যম অটুট থাকবে।

সুরা আল-ফাতিহা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭।

নাম :

এই মুবারক সুরার ২০টিরও অধিক নাম রয়েছে—যেমনটি ইমাম সুয়ুতি ﵀ ইতকানে[১৪] বলেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করব :

১. (اَلْفَاتِحَةُ) 'সূচনা'।

২. (أُمُّ الْكِتَابِ) 'কিতাবের মূল'।

৩. (اَلْحَمْدُ) 'আল-হামদ'।

৪. (اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ) 'পুনরাবৃত্ত সপ্তক'।

৫. (اَلْكَافِيَةُ) 'যথেষ্ট'।

৬. (اَلشَّافِيَةُ) 'নিরাময়কারী'।

কেন এই নাম :

- (اَلْفَاتِحَةُ) 'সূচনা' : কুরআনের সূচনা এই সুরার মাধ্যমেই হয়েছে, তাই এই নাম।
- (أُمُّ الْكِتَابِ) 'কুরআনের মূল' : যেহেতু এই সুরা দ্বীনের সব 'মাকাসিদ' ও লক্ষ্যকে ধারণ করে।
- (اَلْحَمْدُ) 'আল-হামদ' : কারণ এটি আল-হামদ শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে।

১৪. 'আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন' উলুমুল কুরআন বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতির বিখ্যাত গ্রন্থ।

- (اَلسَّبۡعُ الۡمَثَانِيۡ) 'পুনরাবৃত্ত সপ্তক' : স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনই সুরাটিকে এই নাম দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে : ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ﴾ 'আমি আপনাকে পুনরাবৃত্ত সপ্তক এবং কুরআন দান করেছি।'[১৫] এখানে 'পুনরাবৃত্ত সপ্তক' মানে সুরা ফাতিহা। কারণ এই সুরার আয়াতসংখ্যা সাত এবং সালাতের প্রতিটি রাকআতে এই সাতটি আয়াত পুনরাবৃত্ত হয়।

  (اَلسَّبۡعُ الۡمَثَانِيۡ) নামকরণের আরও একটি কারণ হতে পারে। এই সুরা পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার (الثناء) তথা প্রশংসা করা হয়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন। অবশ্য তখন (اَلسَّبۡعُ الۡمَثَانِيۡ)-এর অর্থ হবে 'স্তুতিবাচক সপ্ত আয়াত।'

- (اَلۡكَافِيَةُ) 'যথেষ্ট' : কারণ সুরা ফাতিহা কুরআনের সব সুরার মর্ম ধারণ করে। তাই অন্যসব সুরার বিপরীতে এটিই যথেষ্ট। কিন্তু অন্য কোনো সুরা এটির বিপরীতে যথেষ্ট হয় না।[১৬]

- (اَلشَّافِيَةُ) 'নিরাময়কারী' : সুরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়া ও ঝাড়ফুঁক করলে রোগ নিরাময় হয়, তাই এই নাম। এক আরব গোত্রের সর্দারকে সাপ বা বিচ্ছুতে কামড় দিয়েছিল। জনৈক সাহাবি সুরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করে তার চিকিৎসা করলে সে আরোগ্য লাভ করে। এই ঘটনা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি ওই সাহাবিকে প্রশ্ন করেন, (وَمَا يُدۡرِيكَ أَنَّهَا رُقۡيَةٌ) 'তুমি কীভাবে জানলে এটি দিয়ে রুকইয়া ও ঝাড়ফুঁক করা হয়।'[১৭]

---

১৫. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৮৭।
১৬. যেমনটি হাদিসে এসেছে : (أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا عَنْهَا) 'সুরা ফাতিহা অন্য সুরার বিকল্প হতে পারে; কিন্তু অন্য কোনো সুরা ফাতিহার বিকল্প হতে পারে না।'— তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/১০১।
১৭. সহিহুল বুখারি : ২২৭৬।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু সায়িদ বিন মুআল্লাহ -কে বলেন :

«لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ : {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} «هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ»

'আমি তোমাকে এমন একটি সুরা শেখাব, যেটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা। আর তা হলো (الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ); এটি হলো, "পুনরাবৃত্ত সপ্তক" এবং "মহান কুরআন", যেটি আমাকে দান করা হয়েছে।'[১৮]

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ

'সেই মহান সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কি তাওরাত, কি ইনজিল, কি জাবুর, কি কুরআন কোথাও এই সুরার মতো অন্য কোনো সুরা নাজিল হয়নি। আর তা হলো "পুনরাবৃত্ত সপ্তক" এবং "মহান কুরআন", যেটি আমাকে দান করা হয়েছে।'[১৯]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

সুরা শুরু হয়েছে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা দিয়ে :

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।'[২০]

---

১৮. সহিহুল বুখারি : ৪৪৭৪।
১৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৮৭৫; হাদিসের মান : সহিহ।
২০. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ২।

আর শেষ হয়েছে দুআর মাধ্যমে :

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ - صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾

'আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাঁদের পথ, যাঁদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।'[২১]

এখানে সুরা শুরু ও শেষের মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ হামদ ও প্রশংসা হলো দুআ। হাদিসে এসেছে : (أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) 'উত্তম জিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর উত্তম দুআ হলো "আলহামদুলিল্লাহ"।'[২২]

হামদকে দুআ বলার কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্তুতি ও প্রশংসা দিয়ে দুআ শুরু করে, তার দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দ্বীনের রূপরেখা এবং মৌলিক ও শাখাগত বিষয়াদির সারমর্ম উপস্থাপন।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

সুরার শুরুতে এসেছে আকিদার কথা, তারপর ইবাদত এবং সবশেষে মানহাজের কথা এসেছে।

প্রথম আয়াত ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾-এ তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর[২৩] দিকে ইশারা করা হয়েছে, যেটি তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকেও[২৪] ধারণ করে।[২৫] কারণ

---

২১. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৬-৭।

২২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮০০।

২৩. তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ হলো, শরিয়াহ যত কিছুকেই ইবাদত মনে করে, সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা, এতে কাউকে শরিক না করা।

২৪. আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক—এই বিশ্বাসকেই তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ বলে।

২৫. তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকেও ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, সে নিশ্চয় আল্লাহকেই একমাত্র রব হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বলেই তাঁর ইবাদত করে। তাই তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর স্বীকৃতির মাঝে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহও নিহিত আছে।

হামদ বা স্তুতি বর্ণনা করা একটি ইবাদত। এখানে এই ইবাদতকে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত করার কথা বিবৃত হয়েছে—আর এটিই তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ।

﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ 'তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু'—এখানে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতের[২৬] দিকে ইশারা করা হয়েছে।

﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ 'কর্মফল দিবসের মালিক'—কিয়ামতের দিনে বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত।

তারপর এসেছে ইবাদতের কথা—﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

তারপর এসেছে মানহাজ ও কর্মপন্থা—

﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ - صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾

'আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাঁদের পথ, যাঁদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।'

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. হামদ ও প্রশংসা দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছে। কারণ বান্দারা চাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভরপুর নিয়ামত দান করেছেন। তাই তিনি তাদের জন্য হামদকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বেশি বেশি হামদ আদায় করতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

---

২৬. 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো, কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিসে আল্লাহ তাআলার যত নাম ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা।' যেমন : (سَمِيْعٌ), (بَصِيْرٌ), (حَكِيْمٌ) ইত্যাদি।

إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ

'নিশ্চয় তোমার রব হামদ ভালোবাসেন।'[২৭]

২. এই সুরা অন্তরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আমল নিয়ে আলোচনা করেছে :

ক. ইখলাস—(إِيَّاكَ نَعْبُدُ) 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি।'

খ. তাওয়াক্কুল—(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) 'আমরা কেবল আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

৩. সুরাটি নেককারদের সুহবতের গুরুত্ব তুলে ধরেছে : (صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) 'তাঁদের পথ দেখান, যাঁদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন।'

৪. বলা হয়েছে, (نَعْبُدُ) 'আমরা ইবাদত করি' ও (نَسْتَعِينُ) 'আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি'—এখানে বলা হয়নি (أَعْبُدُ) 'আমি ইবাদত করি' ও (أَسْتَعِينُ) 'আমি সাহায্য প্রার্থনা করি।' এভাবে বহুবচন এনে মূলত উম্মাহর ঐক্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

৫. মানুষের সর্বদা তিন প্রকারের হিদায়াত প্রয়োজন :

ক. (هِدَايَةُ الْإِرْشَادُ) হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করা।

খ. (هِدَايَةُ التَّوْفِيقُ) হিদায়াতের তাওফিক দেওয়া।

গ. (هِدَايَةُ التَّثْبِيتُ) হিদায়াতের ওপর অবিচল রাখা।

ক. (هِدَايَةُ الْإِرْشَادُ) হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করা : যেমনটি সুরা শুরায় এসেছে—

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'আর আপনি তো কেবল সরল পথ প্রদর্শন করেন।'[২৮]

---

২৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮৬১, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৭৬৯৮; হাদিসের মান : হাসান।

২৮. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫২।

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আপনি লোকদেরকে সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করেন।

খ. (هِدَايَةُ اَلتَّوْفِيْقِ) হিদায়াতের তাওফিক প্রদান : যেমনটি সুরা কাসাসে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾

'আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত দিতে পারেন না। বরং আল্লাহই যাকে চান হিদায়াত দান করেন। তিনিই ভালো জানেন, কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[২৯]

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আপনি লোকদেরকে হিদায়াত দিতে পারেন না। বরং আল্লাহ তাআলাই হক ও হিদায়াত কবুল করার তাওফিক দিয়ে থাকেন।

গ. (هِدَايَةُ اَلتَّثْبِيْتِ) হিদায়াতের ওপর অবিচল রাখা : যেমনটি সুরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ﴾

'যারা হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত আরও বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।'[৩০]

﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾-এর মর্ম হলো, যারা হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হিদায়াতের ওপর অবিচল রাখেন। হিদায়াত বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অবিচলতাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সালাতে এই সুরা তিলাওয়াত করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

৬. আল্লাহ রব্বুল আলামিন হামদ দিয়েই কুরআন শুরু করেছেন। আমরা এখানে হামদের কতিপয় ফজিলত তুলে ধরছি; যাতে বান্দার জীবনে হামদের গুরুত্ব আপনি অনুধাবন করতে পারেন :

---

২৯. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৬।
৩০. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৭।

- (أَفْضَلُ عِبَادِ اللهِ الْحَمَّادُوْنَ) 'আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হলো তারা, যারা বেশি বেশি আল্লাহর হামদ আদায় করে।'
- (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) 'সর্বোত্তম দুআ হলো আলহামদুলিল্লাহ।'[৩১]
- (إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) 'আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হলো : (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) 'আমি আল্লাহর হামদ সহযোগে পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'[৩২]
- (اَلْحَمْدُ سَبَبُ ثُبَاتِ النِّعْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَسَبَبُ زِيَادَتِهَا) 'হামদ নিয়ামত জারি থাকার কারণ এবং নিয়ামত বৃদ্ধিতে সহায়ক।'

৭. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি'—এখানে সাহায্য প্রার্থনাকে ইবাদতের পরে আনা হয়েছে। কারণ ইবাদত হলো সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যম। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় না।

৮. সুরা ফাতিহার সঙ্গে সুরা বাকারা ও আলে ইমরানের সম্পর্ক :

- সুরা ফাতিহার শেষে এসেছে : ﴿اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ 'আমাদেরকে সরল পথ দেখান'—এই কথাটি সুরা বাকারার শুরুর অংশ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ 'এই কিতাবটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।
- সুরা ফাতিহার শেষে আছে : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ 'তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত।' আর তারা হলো ইহুদি। পরবর্তী সুরা বাকারায় ইহুদিদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। একেবারে শেষে আছে : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ 'তাদের পথ নয়, যারা পথভ্রষ্ট।' আর তারা হলো খ্রিষ্টান। পরবর্তী সুরা আলে ইমরানে খ্রিষ্টানদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৩১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮০০।
৩২. সহিহ মুসলিম : ২৭৩১।

সুরা আল-বাকারা

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮৬।

নাম :

১. (اَلْبَقَرَةُ) 'গরু'।

২. (اَلزَّهْرَاءُ) 'উজ্জ্বল'।

৩. (اَلسَّنَامُ) 'শিখর'।

৪. (اَلْفُسْطَاطُ) 'তাঁবু'।

কেন এই নাম :

- (اَلْبَقَرَةُ) 'গরু' : সুরাটিতে গরু নিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনায় বান্দাদের জন্য রয়েছে এক মহা শিক্ষা। আর তা হলো, কোনো ধরনের অজুহাত ও গড়িমসি ব্যতীত আল্লাহর সকল হুকুম ও বিধান মাথা পেতে গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা।

- (اَلزَّهْرَاءُ) 'উজ্জ্বল' : এই সুরা উভয় জাহানে হিদায়াতের পথ আলোকিত করে, তাই এই নাম।

- (اَلسَّنَامُ) 'শিখর' : কোনো বস্তুর শ্রেষ্ঠ কিংবা সর্বোচ্চ অংশকে বলা হয় (اَلسَّنَامُ)।

  (سَنَامُ الْجَمَلِ) মানে উটের পিঠের সর্বোচ্চ অংশ তথা উটের কুঁজ।

  আর (سَنَامُ الْقَوْمِ) মানে গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা গোত্রপ্রধান।

  মুসলিম উম্মাহর পরম কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত মানহাজ ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ সবচেয়ে বেশি এসেছে এই সুরায়। তাই মর্যাদার বিচারে এটি (سَنَامُ الْقُرْآنِ) বা কুরআনের সর্বোচ্চ চূড়ার মতো।

▪ (الْفُسْطَاطُ) 'তাঁবু' : এই সুরাটি কেন্দ্রীয় সামরিক তাঁবুর মতো। সেনাপ্রধানের তাঁবু থেকে যেমন নির্দেশ ও নির্দেশনা আসে, তেমনই এই সুরাও উম্মাহকে হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান প্রদান করে।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- সাইয়িদুনা আবু উমামা বাহিলি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো; কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। তোমরা উজ্জ্বল দুটি সুরা : বাকারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করো। কিয়ামতের দিন সুরাদুটি এমনভাবে আবির্ভূত হবে, যেন তারা দুই খণ্ড মেঘ কিংবা দুটি ছায়া বিস্তারকারী আড়াল কিংবা দুই ঝাঁক ডানা মেলা পাখি। তারা উভয়েই তাদের তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। তোমরা সুরা বাকারা পড়ো। এই সুরাকে আঁকড়ে ধরা বরকতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা আফসোসের কারণ। জাদুকরেরা এই সুরার মোকাবিলা করতে পারে না।'[৩৩]

আয়াতুল কুরসির ফজিলত :

- আয়াতুল কুরসি কুরআনের সর্বোত্তম আয়াত।[৩৪]
- সাইয়িদুনা আবু উমামা বাহিলি ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ»

৩৩. সহিহ মুসলিম : ৮০৪।
৩৪. সহিহ মুসলিম : ৮১০।

'যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করে, তার জান্নাতে প্রবেশে কেবল মৃত্যুই বাধা হয়ে থাকে।'[৩৫]

শেষ দুই আয়াতের ফজিলত :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

'যে ব্যক্তি রাতে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।'[৩৬]

হাফিজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এই দুটি আয়াত তাকে জিন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করবে; কিয়ামুল লাইলের ফজিলত অর্জনের জন্যও যথেষ্ট হবে; সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের জন্যও যথেষ্ট হবে।'[৩৭]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে কুরআনে বর্ণিত মুমিনের প্রথম গুণটি দিয়ে : ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ 'যারা গাইবে[৩৮] বিশ্বাস করে।'
- আর শেষও হয়েছে একই গুণের মাধ্যমে : ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ 'রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও ইমান এনেছে। তাদের সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। (তারা বলেছে) "আমরা আল্লাহর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।"

---

৩৫. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৯৮৪৮, সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব : ১৫৯৫।
৩৬. সহিহুল বুখারি : ৫০০৯।
৩৭. ফাতহুল বারি।
৩৮. গাইব মানে অদৃশ্য, দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। যেমন : আল্লাহ, মালাইকা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

তারা বলেছে, "আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব, আমরা আপনার ক্ষমা চাই আর আপনার কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন।'"[৩৯]—এটিও গাইবের প্রতি ইমান।

কারণ গাইবের প্রতি ইমানই দ্বীনের মূল ভিত্তি। এই ইমানের শিকড় যখন বান্দার অন্তরের জমিতে প্রোথিত হয়, বান্দার মন ধীরস্থির ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে। সে আল্লাহর ওয়াদাসমূহকে সত্যায়ন করে, আল্লাহর আজাবে ভয় করে, তাকদিরের ফায়সালার ওপর সবর করে। এভাবে সে আল্লাহওয়ালা বান্দা হয়ে ওঠে—যেমনটি আল্লাহ রব্বুল আলামিন ভালোবাসেন।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর নির্দেশিত মানহাজ ও কর্মপন্থা অনুসারে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা :

এই সুরা উক্ত মাকসাদ ও মানহাজ এবং লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুপম এক বিন্যাসে অসাধারণ এক ধারায় উপস্থাপন করেছে, যা সহজেই হৃদয়ে দোলা দেয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- সুরার শুরুতে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : মুমিন, কাফির ও মুনাফিক। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে। (আয়াত : ২-২০)

- তারপর দ্বীনে ইসলামের মৌলিক তিনটি ভিত্তি : তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা এসেছে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।[৪০] (আয়াত : ২১-২৯)

---

৩৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮৫।

৪০. ২১ নং থেকে ২৯ নং আয়াতের বিষয়বস্তু লেখক উল্লেখ করেননি। বিষয়টি আমরা সংযোজন করেছি।

পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা

আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানবজাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধিরূপে : আল্লাহর জমিনে তারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে—আল্লাহর রাজত্ব কায়িম করবে। মানবসৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।'[৪১] আলোচ্য সুরায় এই প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার তিনটি বিশেষ পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অভিজ্ঞতা :

আলোচ্য সুরাটি পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাহ ও প্রতিনিধিত্বের প্রথম অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করছে। আর তা হলো সাইয়িদুনা আদম ﷺ-এর ইতিহাস। প্রথম মানব আদম ﷺ-এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে শুরু হয়েছে মানবজাতির প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস। এই ইতিহাসের পথ ধরে আমাদের সামনে উঠে আসে মানবজাতির সঙ্গে ইবলিসের আদিম শত্রুতার কথা : ইবলিস ও তার চ্যালাচামুণ্ডারা আদম-সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করে না। প্রতিটি মুহূর্তে তারা মানবজাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যায়। তাই জন্মের পর থেকেই মানুষ ইবলিস ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এক মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র উপায় : আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিঃশর্ত আনুগত্য করা এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। (আয়াত : ৩০-৩৯)

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা :

আলোচ্য সুরাটি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। আর তা হলো বনি ইসরাইলের ইতিহাস : কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভরপুর নিয়ামত দান করেন; সমকালীন অন্যান্য সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন; তাদের মাঝে অসংখ্য নবি প্রেরণ করেন; তাদের জন্য খুলে দেন অগণিত অগণিত দয়া ও অনুগ্রহের দরোজা—আর এই সবকিছুর

৪১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩০।

বিপরীতে তারা কীভাবে কুফর, নাফরমানি ও পাপাচারের পথে হাঁটে; কীভাবে তারা আমানতের খিয়ানত করে এবং দায়িত্বভার বহনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। (আয়াত : ৪০-১২৩)

তৃতীয় অভিজ্ঞতা :

সুরাটি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি সফল অভিজ্ঞতাও তুলে ধরে। আর তা হলো আবুল আম্বিয়া[৪২] সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ-এর ইতিহাস। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন আদর্শ ও সফল প্রতিনিধি। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত আমানত যথাযথভাবে আদায় করেন এবং সকল চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবিলা করেন। (আয়াত : ১২৪-১৪১)

আলোচনার সারাংশ হলো, সুরাটি ভূমিকাস্বরূপ প্রথম অভিজ্ঞতাটি তুলে ধরে। তারপর একটি সফল অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আলোচনার ইতি টানে; যাতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। আর উভয়ের মাঝে একটি ব্যর্থ অভিজ্ঞতার বিবরণও পেশ করে; যাতে আমরা সবক হাসিল করি এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। (এই পর্যন্ত ছিল সুরাটির প্রথম পারার আলোচনা)

- **মানহাজ ও সংবিধান :**

সুরাটির দ্বিতীয় পারা উম্মাহর জীবন-পরিচালনার মানহাজ ও সংবিধান সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে; যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আর এই মানহাজ ও সংবিধান উম্মাহর অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় এবং উম্মাহর সদস্যদের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে নিম্নরূপে বিন্যস্ত হয়েছে :

---

৪২. নবিদের পিতা।

১. পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বিচারে উম্মতে মুহাম্মাদির স্বাতন্ত্র্য ও বিধিবিধানে পার্থক্য নিরূপণ এবং পূর্ববর্তীদের কর্ম ও দায়ভার থেকে তাদের মুক্তি।[৪৩] (আয়াত : ১০৪, ১০৬ ও ১৪১)

২. স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য।[৪৪] (আয়াত : ১৫৮)

৩. প্রায়োগিক পরীক্ষার মাধ্যমে আনুগত্য যাচাই।[৪৫] (আয়াত : ১৪২-১৫০)

৪. মানহাজ, আইন ও সংবিধানের বিস্তারিত বিবরণ :

- পৃথিবীর সকল পবিত্র বস্তু ও উত্তম বস্তু হালাল ঘোষণা—তবে যেগুলো ব্যতিক্রম ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত। (আয়াত : ১৭২, ১৭৩)
- ফৌজদারি আইন। (আয়াত : ১৭৮, ১৭৯)
- অসিয়তের গুরুত্ব। (আয়াত : ১৮০, ১৮১ ও ১৮২)
- ইবাদতবিষয়ক আহকাম (সিয়াম)[৪৬]। (আয়াত : ১৮৩-১৮৭)

---

৪৩. সকল নবির দ্বীন ও মিল্লাত এক ও অভিন্ন। দ্বীন ও মিল্লাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। নবি ও রাসুলভেদে কেবল মানহাজ, শরিয়াহ ও বিধানে পার্থক্য হয়। খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ-এর আনীত মানহাজ ও শরিয়াহ পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের মানহাজ ও শরিয়াহ থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা। রাসুলুল্লাহর শরিয়াহ পূর্ববর্তী সকল নবির শরিয়াহকে রহিত করেছে। সুরা বাকারায় উক্ত আয়াতগুলোতে শরিয়তে মুহাম্মাদির এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪৪. পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়াহ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়াহর এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণেও কোনো প্রান্তিকতা ও ভারসাম্যহীনতা নেই। বরং মধ্যমপন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবিগণের শরিয়াহর কোনো কোনো বিধানকে শরিয়তে মুহাম্মাদি বহাল রেখেছে। যেমন হজ ও উমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ি করার বিধান ইবরাহিম ﷺ-এর সময় থেকেই প্রচলিত রয়েছে। শরিয়তে মুহাম্মাদিও এটিকে বহাল রেখেছে। এখান থেকে বোঝা যায়, রাসুলুল্লাহর শরিয়াহ পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়াহ থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা হলেও এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণে সর্বাঙ্গীণ বৈপরীত্য অবলম্বন করা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা লক্ষণীয়।

৪৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন কখনো একটি বিধান দিয়েছেন। পরে সেটিকে রহিত করে নতুন বিধান দিয়েছেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের আনুগত্য যাচাই করেছেন। যেমন : রাসুলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর মদিনায় ১৬ কি ১৭ মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন। তারপর কিবলা পরিবর্তন করার নির্দেশ আসে। বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার বিধান নাজিল হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা বিধান পরিবর্তন করে মুসলিমদের আনুগত্য যাচাই করেন।

৪৬. রোজা।

- জিহাদ ও যুদ্ধবিষয়ক আইন। (আয়াত : ১৯০-১৯৫; ২১৬-২১৮)
- হজের বিধান। (আয়াত : ১৮৯, ১৯৬-২০৩)
- পারিবারিক আইন :

- বিবাহ। (আয়াত : ২২১)
- ইলা।[৪৭] (আয়াত : ২২৬)
- তালাক। (আয়াত : ২২৭-২৩২)
- খুলা।[৪৮] (আয়াত : ২২৯)
- তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবার ইদ্দত।[৪৯] (আয়াত : ২২৮, ২৩৪)
- ভরণপোষণ ও উপহার।[৫০] (আয়াত : ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪১)
- শিশুর দুধপান। (আয়াত : ২৩৩)
- মাসিক ঋতুস্রাব। (আয়াত : ২২২, ২২৩)

ভেবে দেখুন : সুরার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্রমবিন্যাসটি কত অসাধারণ!

- স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণ : ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ 'সুতরাং তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও।'[৫১]
- স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নিরূপণে ভারসাম্য : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾

---

৪৭. 'ইলা' মানে স্ত্রী-গমন না করার শপথ করা। চার মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় স্ত্রী-গমন না করার শপথ করাকে শরিয়তের পরিভাষায় ইলা বলা হয়। শপথ অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস না করলে চার মাস অতিবাহিত হওয়ামাত্রই তালাক দেওয়া ব্যতীতই স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বাইন পতিত হবে। চার মাসের মধ্যে সহবাস করে ফেললে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে, তালাক পতিত হবে না। বিস্তারিত জানতে ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি দেখুন।

৪৮. মোহর বা কিছু অর্থসম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে। শরিয়তের পরিভাষায় এটিকে খুলা বলা হয়।

৪৯. স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্য কোনো বিবাহ বৈধ নয়, এই সময়সীমাকে ইদ্দত বলে।

৫০. এখানে ভরণপোষণ মানে ইদ্দত চলাকালীন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং উপহার মানে বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যে সামান্য কাপড়চোপড় কিংবা অল্প টাকা-পয়সা উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়।

৫১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৪।

﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হজ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে, এই দুটির মাঝে সায়ি করলে তার কোনো গুনাহ হবে না।'[৫২]

- কোনো দিকে মুখ করাই আসল কথা নয় : ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ...﴾ 'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ করাতে কোনো সাওয়াব নেই; বরং সাওয়াব আছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবিদের প্রতি ইমান আনলে...।'[৫৩]

- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংস্কারের আইন ও বিধান।

প্রশ্ন : আইন ও বিধানসমূহের আলোচনা স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত না হয়ে অবিন্যস্ত কেন?

প্রথমে এসেছে ফৌজদারি আইন; তারপর ইবাদতবিষয়ক আহকাম। ইবাদতবিষয়ক বিধিবিধানগুলো আলাদাভাবে আলোচিত হয়নি। বরং ফৌজদারির আইনের সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। আর তা এই বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ-প্রদত্ত শরিয়াহ মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। এটি জীবনের সবগুলো দিক নিয়েই আলোচনা করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কিছুই শরিয়াহর আওতার বাইরে নয়।

প্রশ্ন : পারিবারিক আইন ইবাদতবিষয়ক বিধানের পরে এলো কেন?

কারণ ইবাদতে মনোনিবেশ ও তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে প্রথমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা জরুরি। যাতে সহজেই আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান সে গ্রহণ করতে পারে, আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং শরিয়াহকে আঁকড়ে ধরতে পারে।

---

৫২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৮।
৫৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭।

তাই আপনি দেখতে পাবেন বিধানসংক্রান্ত আয়াতগুলো তাকওয়ার কথা দিয়ে শেষ হচ্ছে; 'আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন'—এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে সমাপ্ত হচ্ছে। যেমন : (আয়াত : ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৭, ২৪৪)

তাই ইসলামি শরিয়াহয় আমল ও আখলাক পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

- তারপর সুরাটি তালুত ও জালুতের ইতিহাস আমাদের সামনে পেশ করে। যেখানে বনি ইসরাইলের দুটি সম্প্রদায়ের কাহিনি বলা হয়, যাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথম সম্প্রদায় তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কারণ তারা তাদের নবির নির্দেশ অমান্য করে এবং দুশমনের ভয়ে ভীত হয়ে জিহাদ করতে অস্বীকার করে। তারা সংখ্যাধিক্য এবং বাহ্যিক শক্তিকেই জয়-পরাজয়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ইমানি শক্তি ও আল্লাহর নুসরতের কথা ভুলে গিয়েছিল।

  আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাদের দায়িত্ব পালনে সফল হয়। কারণ তারা সৎ ছিল, সাহসী ছিল। তাদের অন্তরে সুদৃঢ় ইমান ছিল। তারা নবির আনুগত্যে অবিচল ছিল। সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তাদের বিজয় নিশ্চিত করেছিল।

  এই ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ও লড়াইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আর ভীতু ও কাপুরুষরা আল্লাহর দেওয়া আমানত ও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নয়।

- তারপর ইসলামি অর্থনীতির আলোচনা আসে। অর্থব্যবস্থার কোনো কোনো বিষয়ে স্বল্প পরিসরে খোলাখুলি আলোচনাও হয়। বিশেষ করে সুদের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। কারণ সুদ মহা জঘন্য কবিরা গুনাহ। (আয়াত : ১৯৫, ২১৫, ২৪৫, ২৫৪, ২৬১, ২৮৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরা মুমিনদের হৃদয়কে দৃঢ় করে এবং অন্তরে আল্লাহর প্রতি একিন সৃষ্টি করে। যাতে তারা সফলভাবে আখিরাতের সফর পূর্ণ করতে পারে :

- উজাইর ﷺ-এর গল্প। (আয়াত : ২৫৯)
- নমরুদ ও ইবরাহিম ﷺ-এর গল্প। (আয়াত : ২৫৮)
- ইবরাহিম ও পাখি জীবিত করার গল্প। (আয়াত : ২৬০)
- মৃত সম্প্রদায়ের গল্প, যাদেরকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেন। (আয়াত : ২৪৩)

এই সবগুলো গল্প আল্লাহর অপরিসীম শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় তাঁর মৃতকে জীবিত করার কুদরতের কথা। আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন অসীম শক্তির আধার—তিনি যা-ই ইচ্ছা করতে পারেন।

২. ইসলাম কেবল কোনো বস্তু হারাম করেই ক্ষান্ত হয় না, এর উত্তম হালাল কোনো বিকল্পও তুলে ধরে। যেমন সুদের আয়াতের পাশাপাশি ব্যবসা, দান-সাদাকা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ঋণ প্রদান ইত্যাদির আলোচনাও এসেছে।

৩. সুরা বাকারা কুরআনের একমাত্র সুরা, যেটিতে ইসলামের সবগুলো আরকানের আলোচনা এসেছে : শাহাদাতাইন[৫৪], সালাত, জাকাত, সওম ও হজ।

৪. কুরআনের প্রথম যে গুণটি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, তা হলো : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ 'এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই।' নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি অবিশ্বাসীদের জন্য এক ওপেন চ্যালেঞ্জ। কোনো বিদগ্ধ লেখক এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস রাখে না।

---

৫৪. শাহাদাতাইন মানে তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য; এককথায় কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।

সাহাবা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামের আলিমগণ পুরো জগৎকে এই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছেন, তোমরা কুরআনের একটি মাত্র ভুল বের করে দেখাও। কিন্তু আজকের দিনটি পর্যন্ত কেউ এই দুঃসাহস করেনি। কিয়ামত পর্যন্ত করতে পারবেও না।

মুত্তাকিদের প্রথম যে গুণটির কথা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, তা হলো : ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ 'তাঁরা গাইবের প্রতি ইমান আনে।' একই সুরার শেষেও তাদেরকে একই গুণে বিশেষিত করা হয়েছে : ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ 'রাসুল, তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও ইমান এনেছে।'[৫৫]

এখান থেকে বোঝা যায়, আকিদাই হলো দ্বীনের আসল জিনিস। আর আকিদা হলো অন্তরের আমল। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের আকার-আকৃতি দেখেন না, দেখেন তার অন্তর। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইলম দান করে মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾

'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম[৫৬] শিক্ষা দেন।'[৫৭]

তিনি আরও বলেন :

﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ - عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾

'তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে ভাষা শিখিয়েছেন।'[৫৮]

---

৫৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮৫।

৫৬. বস্তুজগতের জ্ঞান।

৫৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩১।

৫৮. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৩-৪।

মুসা ﷺ বলেন :

﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾

'আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[৫৯]

সবচেয়ে উত্তম ইলম হলো, যা বিশ্বজগতের স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আসে।

৬. তাওবার তাওফিক ও তাওবা কবুল দুটোই আল্লাহর রহমতেই হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা প্রথমে আদম ﷺ-কে তাওবার তাওফিক দান করেন :

﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ﴾

'আদম তাঁর রবের কাছ থেকে কিছু কথা শিখে নেয়।'[৬০]

তারপর তিনি তাওবা কবুল করেন :

﴿فَتَابَ عَلَيْهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾

'তারপর তিনি আদমের তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।'[৬১]

এমন দৃষ্টান্ত কুরআনে প্রচুর রয়েছে। আর এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর ব্যাপক রহমতের নিদর্শন। তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৭. আপনি মানুষের এমন অনেক কাজের কথা শুনবেন, যেগুলো মানুষ কেন কোনো জানোয়ারও করার কথা না! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ অনেক মানুষ আছে, যাদের হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

---

৫৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৬৭।
৬০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩৭।
৬১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩৭।

'এরপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাথর কিংবা পাথরের চেয়েও কঠিন।'[৬২]

৮. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾

'আমি বললাম, "হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো।"'[৬৩]

অন্য আয়াতে এসেছে :

﴿وَيَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾

'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো।'[৬৪]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, "তোমরা অবস্থান করো।" এখান থেকে বোঝা যায়, তাদের জান্নাতে থাকার সময়টি বেশি দীর্ঘ হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ-কে দুনিয়ায় তাঁর খলিফা হিসেবে প্রেরণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

৯. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠١ وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ﴾

'যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে একজন রাসুল এলেন, যিনি তাদের কাছে বিদ্যমান কিতাবের সত্যায়ন করেন, তখন আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পশ্চাতে নিক্ষেপ

---

৬২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৭৪।
৬৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩৫।
৬৪. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯।

করল, যেন তারা এ সম্পর্কে জানেই না। এবং তারা শয়তান যা আবৃত্তি করে, তার অনুসরণ করল।'[৬৫]

ইবনে সাদি ﷺ বলেন :

- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে, সে শয়তানের পূজায় জড়িয়ে পড়ে।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তার সম্পদ শয়তানের পথে ব্যয়িত হয়।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর গোলামি করে না, সে মানুষের গোলামে পরিণত হয়।
- যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে, সে বাতিলের পথে পা বাড়ায়।
- অনুরূপভাবে ইহুদিরা যখন আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, তখন শয়তানের অনুসারী হয়ে গেল।' এটিই জগতের চিরন্তন নিয়ম এবং আসমানি হিকমত।

১০. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।'[৬৬]

---

৬৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১০১-১০২।
৬৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১-২২।

উল্লিখিত আয়াত দুইভাবে মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াহ প্রদান করছে :

এক. মানুষের সামনে দলিল উপস্থাপন করছে যে, তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান ও জমিনও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রিজিক দেন।

দুই. বান্দাদের জন্য রবের দেওয়া নিয়ামতগুলো বেশ সুন্দরভাবে তুলে ধরছে।

- প্রথমত (১ম) আয়াতটি বলছে : আল্লাহ তাআলা তাদেরও রব এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরও রব। তিনিই তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন এবং লালনপালন করেছেন। আর স্রষ্টাই ইবাদতের হকদার। তারপর (২য়) আয়াতটি বান্দাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কথা তুলে ধরছে। কারণ যিনি নিয়ামত দান করেন, তিনিই ইবাদত ও শোকর পাওয়ার উপযুক্ত।

- আয়াতের এই অংশগুলো নিয়ে ফিকির করুন :

﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا﴾ 'তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন।'

﴿فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ 'যা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন।'

তাহলে আপনি আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই আয়াতের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য তাওহিদ।

সুরা আলে ইমরান

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০০।

নাম :

১. (آلُ عِمْرَانَ) 'ইমরানের পরিবার'।

২. (اَلزَّهْرَاءُ) 'উজ্জ্বল'।

কেন এই নাম :

- (آلُ عِمْرَانَ) 'ইমরানের পরিবার' : সুরা আলে ইমরানে এই পরিবারের আলোচনা এসেছে। এই মুবারক পরিবারটি হকের ওপর অবিচলতা, ইসলাহ ও পরিশুদ্ধতা এবং দ্বীনের খিদমতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।
- (اَلزَّهْرَاءُ) 'উজ্জ্বল' : এই সুরা আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ, তাই এই নাম।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: {الم اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: ٢]

'আল্লাহর ইসমে আজম[৬৭] এই দুই আয়াতের মাঝে আছে : (وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ) "আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ,

৬৭. ইসমে আজম মানে শ্রেষ্ঠ নাম। হাদিসে এসেছে, আল্লাহর একটি ইসমে আজম আছে। যেটি দিয়ে দুআ করলে আল্লাহ দুআ কবুল করেন।

তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।”[৬৮] এবং সুরা আলে ইমরানের শুরুর আয়াত (الم - اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)[৬৯] “আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।”’[৭০]

- সুরা বাকারার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে যে হাদিসটি আনা হয়েছে, সেখানে আলে ইমরানের কথাও আছে। সুতরাং সেই হাদিসটিও এখানে প্রযোজ্য।

শেষ দশ আয়াতের ফজিলত :

- একদিন সাইয়িদুনা বিলাল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সালাতের জন্য ডাকতে আসেন। এসে দেখেন তিনি কাঁদছেন। তিনি জানতে চাইলেন, ‘আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কী বলছ তুমি বিলাল! আমি কি শোকরগুজার বান্দা হব না! আজ রাতে আমার ওপর এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে।’ এই বলে তিনি সুরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বললেন : (وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا) ‘যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পড়ে—কিন্তু ফিকির করে না, তার জন্য ধ্বংস।’[৭১]

তাই আমাদের উচিত এই আয়াতগুলো তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর[৭২] সহযোগে তিলাওয়াত করা—তাড়াহুড়ো করে পড়ে শেষ না করা।

---

৬৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৬৩।
৬৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১-২।
৭০. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৯৬।
৭১. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬২০। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন, ‘হাদিসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ।’
৭২. চিন্তা-ফিকির।

❁ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার আলোচনা দিয়ে :

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾

'হে আমাদের রব, হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে আবার বক্র করে দেবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয় আপনিই বড় দাতা।'[৭৩]

- আর শেষও হয়েছে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা সবর করো, সবরে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[৭৪]

আর দুআ হলো, দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর দ্বীনের ওপর অবিচলতা।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- সুরাটি দুই ভাগে বিভক্ত :

প্রথম ভাগ (আয়াত : ১-১২০) : এই আয়াতগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করে, ইসলাম-বহির্ভূত চিন্তা ও দর্শনের মোকাবিলায় কীভাবে অবিচল থাকতে হয়।

---

৭৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮।
৭৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ২০০।

নাজরানের[৭৫] খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা ও বিতর্কের মাঝেই তা ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় ভাগ (আয়াত : ১২১-২০০) : এই আয়াতগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করে, দ্বীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে কীভাবে অবিচল থাকতে হয়। উহুদ যুদ্ধ ও এর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে এই আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম ভাগ :

নাজরানের খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল মসজিদে নববিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আলোচনায় বসে। মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এটি ছিল এই ধরনের প্রথম আলোচনা। আলোচনার ধারাবাহিক বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১. আলোচনার প্রারম্ভে ইসলামি আকিদার সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, প্রামাণ্য ও জোরদার উপস্থাপন। (আয়াত : ১৮, ১৯, ২০, ৮৩, ৮৫...)

২. উভয় পক্ষের আকিদায় কমন পয়েন্টগুলো আবিষ্কার করা। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে দ্বীনে ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের আকিদা এক ও অভিন্ন; কোন কোন বিষয়ে উভয়ের আকিদায় মিল আছে, সেটি খুঁজে বের করা। (আয়াত : ৬৪, ৮৪)

৩. দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন। (আয়াত : ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮০)

৪. রাসুলুল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের সতর্কীকরণ। (আয়াত : ২৫, ৬১, ৭০, ৭১)

৫. আলোচনা ও বিতর্কে ইনসাফ ও ভারসাম্য রক্ষা :

- খ্রিষ্টানদের সুন্দর গুণগুলোর প্রশংসা। (আয়াত : ৭৫, ১১৩)
- আহলে কিতাবদের নবি এবং সাইয়িদা মারয়ামের প্রশংসা। (আয়াত : ৩৩, ৪২)

---

৭৫. সৌদি আরবের ইয়েমেন সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল।

৬. আহলে কিতাবদের ভ্রান্ত আকিদা স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্কীকরণ। (আয়াত : ১০০, ১০১, ১০৫, ১১৯)

এভাবে ইসলাম-বহির্ভূত চিন্তা-দর্শনের মোকাবিলা নিয়ে বহুমুখী আলোচনায় প্রথম ভাগ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ :

মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধ থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। মুসলিম বাহিনীর কতিপয় মুজাহিদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি নির্দেশ অমান্য করার কারণেই এই বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের এই ভুল সংশোধনের জন্য আয়াত নাজিল করেন। এই আসমানি সংশোধনীর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

১. মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (আয়াত : ১২২, ১২৩, ১২৫)

২. আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও মনোনিবেশ করার নির্দেশ। (আয়াত : ১৩৩, ১৩৫)

৩. সান্ত্বনা প্রদান ও মনোবল বৃদ্ধি। (১৩৯, ১৪০, ১৪২)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দয়া ও করুণাব্যঞ্জক মৃদু তিরস্কার। (আয়াত : ১৪৩, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯)

৫. পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ। যেমন :

- মতবিরোধ। (আয়াত : ১৫২)
- অবাধ্যতা ও গুনাহ। (আয়াত : ১৫৫)
- ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা।[৭৬] (আয়াত : ১৪৪)

---

৭৬. কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, মুসলিমদের জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো আকিদা ও মানহাজের হিফাজত। দ্বীন প্রতিষ্ঠাই আসল উদ্দেশ্য, কোনো ব্যক্তি এখানে মুখ্য নয়। তাই মুসলিমরা কোনো ব্যক্তির জন্য লড়াই করে না যে, তিনি মারা গেলে তারা এই লড়াই থামিয়ে দেবে। উহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে কতিপয় সাহাবি ময়দান থেকে সরে পড়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতাকে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যকার সম্পর্ক ও কমন পয়েন্ট :

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা পরিত্যাগ এবং আকিদা, মানহাজ ও লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ :

- প্রথম ভাগের আয়াতগুলোতে আমরা দেখেছি, যখন ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হলো, খ্রিষ্টানরা ফিতনায় নিপতিত হলো এবং পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হলো।
- দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে, কতিপয় মুসলিম ফিতনায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়।

২. আনুগত্যের অপরিহার্যতা :

- প্রথম ভাগ—(আয়াত : ৫২)
- দ্বিতীয় ভাগ—(আয়াত : ১৪৬, ১৫৩)

আলোচ্য সুরায় বর্ণিত দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার উপায়-উপকরণসমূহের সারসংক্ষেপ :

১. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'তোমরা কীভাবে অবিশ্বাস করো, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় এবং তোমাদের মাঝে তাঁর রাসুলও আছেন? যে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে, সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।'[৭৭]

২. তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়। কুরআনের ভাষায় :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

৭৭. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০১।

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না।’[৭৮]

৩. আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকা। কুরআনে এসেছে :

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

‘তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু; আল্লাহ তাআলা তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন; ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে। তিনি তোমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা হিদায়াত পাও।’[৭৯]

৪. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

‘তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।’[৮০]

---

৭৮. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।
৭৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৩।
৮০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৪।

৫. দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে মতবিরোধ পরিহার।

﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মতবিরোধ করেছিল। ওদের জন্য রয়েছে মহা আজাব।'[৮১]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾

'হে মারয়াম, তোমার রবের অনুগত হও ও সিজদা করো এবং যারা রুকু করে, তাদের সঙ্গে রুকু করো।'[৮২]

- বান্দা যত বেশি আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে, তার উচিত তত বেশি আল্লাহর ইবাদত করা।
- আয়াতটিতে (وَٱسْجُدِى) 'সিজদা করো' বলে মহিলাদের ঘরে একাকী সালাত আদায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার (وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ) 'রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো' বলে মহিলাদের জামাআতে সালাত আদায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সিজদা রুকুর চেয়ে উত্তম। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ) 'বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়, যখন সে সিজদায় যায়।'[৮৩] তাই মহিলাদের সালাত জামাআতের চেয়ে ঘরে উত্তম। (ইবনুল কাইয়িম, আত-তাফসিরুল কাইয়িম; ঈষৎ পরিমার্জিত)

---

৮১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৫।
৮২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৪৩।
৮৩. সহিহু মুসলিম : ৪৮২।

পবিত্র সুন্নাহয়ও একই বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু হুমাইদ সায়িদির স্ত্রীকে বলেন : (وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ) 'এলাকার মসজিদের চেয়ে তোমার জন্য তোমার বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম।'[৮৪]

২. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ﴾

'যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু থেকে ব্যয় করছ, তোমরা সাওয়াব পাবে না। আর তোমরা যা ব্যয় করো, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করে জানেন।'[৮৫]

ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন, 'মানুষের উচিত এই আয়াতটি নিয়ে একবার হলেও চিন্তা করা। কোনো সম্পদ যদি তার পছন্দ হয়, তবে তার উচিত সেটি দান করা। এই আমলের মাধ্যমে আশা করা যায় সে কুরআনে উল্লেখিত সাওয়াব অর্জন করবে।'

৩. আলোচ্য সুরায় আল্লাহ তাআলা দুজন নারীকে দ্বীনের ওপর অবিচলতার আদর্শ নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন :

- ইমরানের স্ত্রী—আল্লাহর দ্বীনের খিদমতে তার নিয়ত ছিল একেবারে খালিস।

- মারয়াম বিনতে ইমরান—আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তানকে নবুওয়ত দান করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এই পরিবারের নামেই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে (آلُ عِمْرَانَ)।

---

৮৪. মুসনাদু আহমাদ : ২৭০৯০; হাদিসের মান : হাসান।
৮৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৯২।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং খেতখামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়।'[৮৬]

কারও মতে সুশোভিতকারী হলেন আল্লাহ।

কারও মতে শয়তান।

অবশ্য এই দুই মতের মাঝে দ্বন্দ্ব নেই। আল্লাহ তাআলা এসব বস্তুকে সুশোভিত করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। আর শয়তান সেগুলো সুশোভিত করেছে মানুষকে ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য।

৮৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪।

সুরা আন-নিসা

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৭৬।

নাম :

১. (اَلنِّسَاءُ) 'নারী'।

২. (اَلنِّسَاء الْكُبْرَاء) 'বড় সুরা নিসা।' কারণ সুরা তালাককে বলা হয় (اَلنِّسَاء الْقُصْرَاء) 'ছোট সুরা নিসা।'

কেন এই নাম :

- (اَلنِّسَاءُ) 'নারী' : আল্লাহ তাআলা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেরকে (নারী) নির্বাচন করেছেন, যাতে শাসক, প্রশাসক, বিচারক কিংবা দায়িত্বশীলরা প্রথমে আপন ঘরেই দয়া ও ইনসাফ বাস্তবায়ন করে। এতে যদি তারা সফল হয়, তবে ঘরের বাইরেও তারা ইনসাফ কায়িম করতে সক্ষম হবে।
- (اَلنِّسَاء الْكُبْرَاء) 'বড় সুরা নিসা' : সুরা তালাকের নামও সুরা নিসা। তাই পার্থক্য করার জন্য সুরা নিসাকে বলা হয় 'বড় সুরা নিসা' আর সুরা তালাককে বলা হয় 'ছোট সুরা নিসা।'

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[৮৭]

---

৮৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।

প্রথম সাতটি সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও তাওবা।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে অর্থ-সম্পদ তার হকদারের কাছে হস্তান্তর করার কথা বলে :

﴿وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾

'এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও।'[৮৮]

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾

'নারীদেরকে সানন্দে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।'[৮৯]

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾

'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে নারীদের অংশ আছে—রেখে যাওয়া সম্পত্তি কম হোক বা বেশি—এক নির্ধারিত অংশ।'[৯০]

- আর শেষ হয়েছে মিরাস বণ্টনের আলোচনা দিয়ে :

﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ﴾

'লোকেরা আপনার নিকট বিধান জানতে চায়। আপনি বলুন, "আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহর[৯১] মিরাসের বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন।"'[৯২]

---

৮৮. সুরা আন-নিসা, ৪ : ২।
৮৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৪।
৯০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭।
৯১. যার পিতাও নেই, সন্তানও নেই।
৯২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৭৬।

কুরআনের সব বিধান মানবজাতির প্রতি আল্লাহর ইনসাফ ও রহমতের পরিচয় বহন করে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইনসাফ ও রহমত।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুসলিম সমাজের নিউক্লিয়াস হলো পরিবার। আলোচ্য সুরায় পরিবার গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর পরিবার গঠনের এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিক বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত :

- সমাজকে ফাহিশা ও গর্হিত বিষয়াদি থেকে পবিত্রকরণ। (আয়াত : ১৫, ১৯)
- ফাহিশা ও নির্লজ্জতার পথ বন্ধ করা। (আয়াত : ২৩, ২৪, ২৫)
- অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় লিপ্তদের বন্দী করা এবং তাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা রাখা। (আয়াত : ১৬, ১৭, ১৮)

- ইসলামে নারীর অধিকার। উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের মতো নারীরও অংশ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়েও বেশি পায়। (আয়াত : ৭, ১১, ১২)

- নারীদের উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের প্রতি দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন। (আয়াত : ১৯-২১, ৩৪, ৩৫, ১২৮, ১২৯)

- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, এতিমদের পরিচর্যা, আত্মীয়স্বজন ও এতিমের অধিকার, তাদের অধিকার আদায়ে শৈথিল্য ও অবহেলার শাস্তি। (আয়াত : ১-৬, ৮-১০, ৩৩)

- ইসলামি শরিয়াহর প্রতিটি বিধান মানবজাতির জন্য রহমত। শরিয়াহর উদ্দেশ্য মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়া, তাদের কষ্ট লাঘব করা এবং তাদের জীবনকে সুখময় করে তোলা। (আয়াত : ২৬, ২৭, ২৮)

- মানবসমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। বিশেষ করে দুর্বল ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। (আয়াত : ২৯, ৩০, ৩৬, ৫৮, ১২৭, ১৩৫)

- মুসলিমসমাজে একাকার হয়ে থাকা মুনাফিক, যারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চায়, দ্বীনের স্তম্ভগুলোকে ধসিয়ে দিতে চায়, তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিধান বর্ণনা এবং তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ। (আয়াত : ৮৮-৯১, ১৩৬-১৪৭)

- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দুর্বলদের নিরাপত্তা প্রদান, দ্বীনের প্রতিরক্ষা, ইসলামের দাওয়াহর বিস্তার। (আয়াত : ৭১-৭৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬)

- আল্লাহর ব্যাপারে মুসলিমদের আকিদা বিশুদ্ধ করা; ইসলামি আকিদাকে বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি ও বিভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা; তাওহিদের প্রমাণ এবং বাতিল আকিদার খণ্ডন। (আয়াত : ১৫০-১৫৯, ১৭১, ১৭২)

- মানবজাতির সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়ত। তিনি হিদায়াতের নুর ও দলিল নিয়ে এসেছেন। (আয়াত : ১৬২-১৭০, ১৭৪, ১৭৫)

- ইমান ও আমল ছাড়া কিয়ামতের দিন নাজাতের কোনো উপায় নেই। কেবল কোনো দ্বীনের অনুসারী কিংবা কোনো নবির উম্মত দাবি করে কিংবা কেবল নাজাতের তামান্না বুকে লালন করে পার পাওয়া যাবে না। (আয়াত : ১২৩)

- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না। ইমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহর বিধানের সামনে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর নিজেদের সকল বিচার-বিসংবাদের ভার শরিয়াহর ওপর ন্যস্ত করা ইমানের অন্যতম মৌলিক নিদর্শন। (আয়াত : ৬৪, ৬৫)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং উত্তরাধিকার বন্টনের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। গাইরুল্লাহ নিজেকে যতই জ্ঞানী, গুণী, প্রজ্ঞাবান কিংবা উত্তরাধিকারীদের প্রতি দয়ালু দাবি করুক না কেন কোনো অবস্থাতেই এই নীতিমালায় কোনো ধরনের পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই।

২. কোনো ব্যক্তি, সে ধনী হোক বা গরিব, যদি তার মৃত্যুর পর সন্তানদের কী হবে এ নিয়ে আশঙ্কা করে, তবে তার উচিত তাকওয়া অবলম্বন করা। সন্তানদের কল্যাণের জন্য পিতাদের তাকওয়া ও পরিশুদ্ধির চেয়ে উপকারী কিছুই নেই।

৩. কোনো নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করা যেমন উচিত নয়, তেমনই কোনো গুনাহের কাজকেও ছোট করে দেখা উচিত নয়। কারণ কখনো একটি মাত্র নেক আমল মানুষের নাজাতের কারণ হয় এবং কখনো একটি মাত্র গুনাহ আজাব ডেকে আনে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ»

'জান্নাত তোমার জুতার ফিতার চেয়েও কাছে এবং জাহান্নামও তেমন।'[৯৩]

৯৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৮৮।

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২০।

নাম :

১. (اَلْمَائِدَةُ) 'দস্তরখান'।[৯৪]

২. (اَلْعُقُوْدُ) 'চুক্তি, অঙ্গীকার ও লেনদেন'।

৩. (اَلْأَخْيَارُ) 'নেককার মানুষ'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمَائِدَةُ) 'দস্তরখান' : ইসা ﷺ-এর হাওয়ারিরা[৯৫] যখন তাঁকে বললেন, 'আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাবারে ভরা দস্তরখান নাজিল করেন।' ইসা ﷺ এর দুআ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন এবং তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেন। সেই সঙ্গে এই ধমকিও দেন যে, কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তাকে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। ফলে দস্তরখান এই ঘটনা ও এই ওয়াদার প্রতীক হয়ে যায়। আর সুরাটিতে যেহেতু এই ঘটনা ও ওয়াদার কথা এসেছে, তাই (اَلْمَائِدَةُ) বা দস্তরখান নামেই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে।
- (اَلْعُقُوْدُ) 'চুক্তি ও অঙ্গীকার' : সুরাটির শুরুতেই চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই এই নাম।
- (اَلْأَخْيَارُ) 'নেককার মানুষ' : এই সুরায় চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা নেককারদের বৈশিষ্ট্য।

---

৯৪. খাদ্যভর্তি রেকাবি।

৯৫. ইসা ﷺ-এর অনুসারী সহচরদের হাওয়ারি বলা হতো, যেমন রাসুলুল্লাহর সহচরদের সাহাবি বলা হয়।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[৯৬]

প্রথম সাতটি সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও তাওবা।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। যেগুলো তোমাদের কাছে বর্ণিত হচ্ছে সেগুলো ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ যেমন ইচ্ছে আদেশ করেন।'[৯৭]

- আর শেষও হয়েছে ইসা ﷺ তাঁর জাতির সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে। ইসা ﷺ-এর উম্মত এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল।

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾

---

৯৬. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।
৯৭. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১।

'আপনি আমাকে যা বলতে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি তাদের শুধু তা-ই বলেছি। তা হলো, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো। আর যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের কর্মকাণ্ড অবগত ছিলাম। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন থেকে আপনিই তো তাদের পর্যবেক্ষক। আর আপনি সবকিছুই অবগত আছেন।'[৯৮]

আর তা এই জন্য যে, চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা সত্যিকারের মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

এই মুবারক সুরাটি হলো হালাল-হারামের সুরা। অনেক আলিম এটিকে এই নামেই নামকরণ করেছেন। এই সুরার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- খাবার, পানীয়, শিকার ও জবাইকৃত পশু। (আয়াত : ১, ৩, ৪, ৮৭, ৮৮, ৯৬)
- বিয়ে ও পরিবার। (আয়াত : ৫)
- কসম ও কাফফারা। (আয়াত : ৮৯)
- ইবাদত। (আয়াত : ৬, ৫৮, ৯৪, ৯৫)
- বিচার, দণ্ডবিধি ও সাক্ষ্য। (আয়াত : ৮, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪২-৫০, ১০৬, ১০৭, ১০৮)
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্কের রূপরেখা। (আয়াত : ৫, ৫১, ৫৭)

---

৯৮. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৭।

- আলোচ্য সুরাটির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামি শরিয়াহর পাঁচটি মূলনীতির সবগুলো সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব মূলনীতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, ইসলামি শরিয়াহই উভয় জাহানে মানবজাতির সাফল্য ও কল্যাণের অবিকল্প সংবিধান। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

- দ্বীনের সুরক্ষা। (আয়াত : ৫৪) : দ্বীনের প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনে লড়াইয়েও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
- প্রাণের সুরক্ষা। (আয়াত : ৩২) : মানুষের জীবনের ওপর আক্রমণ করা হারাম, তবে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন কিংবা যুদ্ধের বিষয় হলে সেটি ভিন্ন কথা।
- আকল ও জ্ঞান-বুদ্ধির সুরক্ষা। (আয়াত : ৯০) : নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম ঘোষণার উদ্দেশ্য আকলের সুরক্ষা।
- ইজ্জত-সম্মানের সুরক্ষা। (আয়াত : ৫) : নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক হারাম।
- সম্পদের সুরক্ষা। (আয়াত : ৩৮) : অন্যের অর্থসম্পদের ওপর অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীর জন্য ইসলাম স্বতন্ত্র দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেছে।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরাটি ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ 'হে মুমিনগণ' সম্বোধনে শুরু হওয়া কুরআনের প্রথম সুরা। এই সম্বোধনটি এই সুরায় ১৬ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। পুরো কুরআনে এই সম্বোধনটি এসেছে ৮৮ বার। কারণ এই সুরায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

২. ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'কুরআন যখন তোমাকে "হে মুমিনগণ" বলে সম্বোধন করে, তখন তুমি উৎকর্ণ হয়ে শোনো। কারণ এই সম্বোধনের পর যে আদেশ ও নিষেধ আসে, তা সর্বোত্তম আদেশ ও নিষেধ।' (ইবনে আবি হাতিম)

৩. খাদ্য যেহেতু জীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা, তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমে খাদ্যবিষয়ক হালাল-হারামের বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। প্রিয় পাঠক, এবার ভেবে দেখুন, জীবনের অন্যান্য সব বিষয়েও কি আমাদেরকে হালাল-হারাম যাচাই করে চলতে হবে না?

৪. এই সুরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বরং সমগ্র কুরআনের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, কর্তৃত্ব ও বিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহর। কোনো মানুষ যত বড়ই হোক, যত জ্ঞানীই হোক, তার এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করবে কিংবা সে নিজে আইন ও বিধান প্রণয়ন করবে। আল্লাহ আমাদের এহেন জঘন্য শিরক থেকে হিফাজত করুন।

৫. আমরা যদি সুরা বাকারা থেকে সুরা মায়িদা পর্যন্ত একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, তবে অমুসলিমদের প্রতি আল্লাহর সম্বোধনে একধরনের ধারাবাহিকতা দেখতে পাই :

- সুরা বাকারায় আহলে কিতাবদের[৯৯] ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর বিবরণ এসেছে।
- সুরা আলে ইমরানে আহলে কিতাবদের সঙ্গে কোমল ভাষায় বিতর্ক ও আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উভয় পক্ষের আকিদায় কমন পয়েন্টগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।
- সুরা নিসায় আহলে কিতাবদের বাড়াবাড়ি এবং আকিদায় তাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের সমালোচনা করা হয়েছে।
- আর সুরা মায়িদায় হক ও সত্যকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জোরদারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বাতিল আকিদার খণ্ডন করা হয়েছে :

﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

'যারা বলে, মারয়াম-পুত্র মাসিহই আল্লাহ, তারা নিশ্চয় কুফুরি করেছে। আপনি বলুন, যদি আল্লাহ তাআলা মারয়াম-পুত্র মাসিহ, তার মা এবং দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বাধা

৯৯. আহলে কিতাব মানে কিতাবওয়ালা : ইহুদি ও খ্রিষ্টান।

দেওয়ার শক্তি কার আছে? আসমানমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১০০]

৬. ইবনে আকিল ﷺ বলেন, 'যার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, সে যেন ওয়াদা ভঙ্গ করার ব্যাপারে সতর্ক হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً﴾

'ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি।'[১০১]

৭. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾

'তারপর আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠালেন, যেটি তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে গোপন করা যায়, সেটি দেখানোর জন্য মাটি খনন করতে লাগল।'[১০২]

কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে ঝামেলায় পড়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠালেন। কাকটি অপর একটি কাককে হত্যা করে তার লাশ মাটিতে দাফন করে কাবিলকে দেখাল, কীভাবে লাশ দাফন করতে হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা যে কাক পাঠালেন, এতে বিশেষ হিকমত আছে। কাককে আরবিতে বলা হয় (اَلْغُرَابُ)। এই শব্দটি এসেছে মূলত (الغُرْبة) থেকে, যার অর্থ দূরে চলে যাওয়া। তাই এই (اَلْغُرَابُ) শব্দটি ইঙ্গিত করে, কাবিল তার ভাইকে হত্যা করে তার কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গেছে এবং আপন পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

---

১০০. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৭।
১০১. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৩।
১০২. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩১।

কেউ কেউ বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণীকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন, তার মধ্যে কাক অন্যতম, যেমনটি সহিহ বুখারিতে এসেছে।[১০৩] আর হত্যা মানুষের জঘন্য অনিষ্টকারী কাজগুলোর অন্যতম। তাই আল্লাহ তাআলা কাকের মতো একটি প্রাণী প্রেরণ করেছেন।

---

১০৩. সহিহুল বুখারি : ১৮২৮।

সুরা আল-আনআম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৬৫।

নাম :

১. (الْأَنْعَامُ) 'চতুষ্পদ জন্তু'।

২. (اَلْحُجَّةُ) 'দলিল'।

কেন এই নাম :

- (الْأَنْعَامُ) 'চতুষ্পদ জন্তু' : চতুষ্পদ জন্তু ছিল আরবদের খাদ্য ও পানীয়ের উৎস। পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। সফরের বাহন হিসেবেও পশুর কোনো বিকল্প তাদের ছিল না। পশুই ছিল তাদের সর্বোত্তম সম্পদ। তাই তাদের কাছে চতুষ্পদ জন্তুর একটি আলাদা কদর ছিল। এমনকি পশুপালন আরবীয় জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।

  আরবরা তাদের পশুসম্পদকে শরয়ি বিধানের গণ্ডির ভেতর নিয়ে আসতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ তারা মনে করত, সম্পদ উপার্জন ও খরচের সঙ্গে ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই সুরার নাম (اَلْأَنْعَامُ) 'চতুষ্পদ জন্তু' রেখে ওই সব লোককে সচেতন করা হয়েছে, যাদের আমলের সঙ্গে আকিদার মিল নেই।

- (اَلْحُجَّةُ) 'দলিল' : এই সুরায় তাওহিদের বিপুল সংখ্যক দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন করা হয়েছে। তাই এই নাম।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[১০৪]

প্রথম সাতটি সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও তাওবা।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরার শুরুতেই মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, গাইরুল্লাহর ইবাদত করে; অথচ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং আলো ও আঁধার।
- আর শেষও হয়েছে মুশরিকদের খণ্ডনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলাই যেখানে গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা, সেখানে কীভাবে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ ও বিধানদাতা সাব্যস্ত করা যায়! আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর নবিকে বলছেন :

﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾

'আপনি বলুন, "আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব চাইব? অথচ তিনিই সবকিছুর রব।"'[১০৫]

অর্থাৎ আমি আল্লাহ ছাড়া কীভাবে অন্য কারও ইবাদত করব, যেখানে তিনি গোটা বিশ্বজগতের রব। এটি আল্লাহর তাওহিদের অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল, যাতে প্রমাণ হয় আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই।

---

১০৪. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।
১০৫. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৬৪।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন এবং আকিদা ও আমলকে শিরক-মুক্তকরণ।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

এই সুরায় তিন ধরনের মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে :

এক. নাস্তিক, বস্তুবাদী, আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী।

দুই. মূর্তিপূজারি।

তিন. যারা আল্লাহকে অন্তরে বিশ্বাস করে; কিন্তু আমল ও কর্মে এই বিশ্বাস বাস্তবায়ন করে না। আকিদা ও আমল নিয়েই তাওহিদ।

অন্যান্য মাক্কি সুরার মতো আলোচ্য সুরার আলোচনাও দাওয়াহর তিন মৌলিক বিষয়বস্তু : তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের দাওয়াহ প্রদানের দুটি উসলুব ও পদ্ধতি কুরআনে এসেছে :

১. (أُسْلُوْبُ التَّقْرِيْرِ) 'বর্ণনা পদ্ধতি।'

২. (أُسْلُوْبُ التَّلْقِيْنِ) 'শিক্ষাদান পদ্ধতি।'

আলোচ্য সুরায় উভয় পদ্ধতিতেই দাওয়াহ প্রদান করা হয়েছে।

(أُسْلُوْبُ التَّقْرِيْرِ) 'বর্ণনা পদ্ধতি' :

সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণার সূত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর অপরিসীম শক্তি ও পরাক্রম, বিশ্বজগতে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ইত্যাদির দলিল বর্ণনা করা। এই পদ্ধতিতে পাঠক কিংবা শ্রোতার অন্তরে স্রষ্টার বড়ত্ব ও পরাক্রমের উপলব্ধি সঞ্চারিত করার জন্য অনুভূতিব্যঞ্জক (هُوَ) 'তিনি' সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যেন নিদর্শনগুলো তার সামনে দৃশ্যমান আর সে নিজের চোখে তা দেখছে। আলোচ্য সুরায় ২৮ বার এই ধরনের (هُوَ) 'তিনি' সর্বনামের ব্যবহার করা হয়েছে।

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًاۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ﴾

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর একটি সময়[১০৬] নির্ধারণ করেছেন। আরেকটি নির্ধারিত সময়[১০৭] তাঁর কাছে আছে। তারপরও তোমরা সন্দেহ করো।'[১০৮]

﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো, তাও তিনি অবগত আছেন।'[১০৯]

﴿وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

'রাতে ও দিনে যা কিছু থাকে সব তাঁরই। তিনিই সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'[১১০]

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

'আল্লাহ যদি আপনাকে কোনো কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না। আর তিনি যদি আপনার কল্যাণ করতে চান, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।'[১১১]

---

১০৬. হায়াত, মানুষের জীবনকাল।
১০৭. কিয়ামত।
১০৮. সুরা আল-আনআম, ৬ : ২।
১০৯. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৩।
১১০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৩।
১১১. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৭।

অনুরূপভাবে, আয়াত : ১৮, ১৯, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২৭, ১৪১, ১৬৪, ১৬৫।

(أُسْلُوْبُ التَّلْقِيْنِ) 'শিক্ষাদান পদ্ধতি' :

এই পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহকে দলিল উপস্থাপনের ধরন শিখিয়েছেন; যাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ দলিলগুলো নিখুঁতভাবে প্রতিপক্ষের মুখে ছুড়ে দিতে পারেন। যেহেতু দলিলগুলো স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে এসেছে, প্রতিপক্ষ কোনোভাবেই এগুলো খণ্ডন করতে পারবে না; এমনকি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও তার থাকবে না। এই পদ্ধতিতে (قُلْ) 'বলুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য সুরায় ৪২ বার এই ধরনের (قُلْ) 'বলুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

﴿قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾

'আপনি বলুন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল।"'[১১২]

﴿قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

'আপনি বলুন, "আসমানমণ্ডলী ও জমিনে যা আছে, তা কার?" আপনিই বলে দিন, "সব আল্লাহরই।" অনুগ্রহ করাকে তিনি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই একত্রিত করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ইমান আনবে না।'[১১৩]

﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

১১২. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১১।
১১৩. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২।

'আপনি বলুন, "আমি কি আসমানমণ্ডলী ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই খাদ্য দান করেন, কেউ তাঁকে খাদ্য দেয় না।" আপনি বলুন, "আমাকে তো আল্লাহর কাছে প্রথম আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি হতে আদেশ করা হয়েছে।" আর আপনি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'[১১৪]

﴿قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

'বলুন, "আমি যদি আমার রবের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।"'[১১৫]

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾

'বলুন, "সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী?" বলুন, "আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার কাছে প্রেরিত হয়েছে; যেন তোমাদেরকে এবং যার কাছে এটি পৌছবে, তাদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ আছে?" বলুন, "আমি সাক্ষ্য দিই না।" বলুন, "তিনি তো এক ইলাহ এবং তোমরা যে শরিক করো, তা হতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"'[১১৬]

অনুরূপভাবে, আয়াত : ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭১, ৯০, ৯১, ১০৬, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৪।

- আবুল আম্বিয়া সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ ও তাঁর উম্মতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে সুরাটি মুশরিকদের সঙ্গে বিতর্কের চমৎকার এক নমুনা পেশ করেছে। (আয়াত : ৭৪-৮৩)

---

১১৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৪।
১১৫. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫।
১১৬. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৯।

- এই সুরায় পার্থক্য নিরূপণকারী একটি আয়াতও আছে, যেটি আমাদের বলে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিদর্শনগুলো দৃশ্যমান; কিন্তু যখন কারও অন্তর অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে আর এসব নিদর্শন দেখতে পায় না। ফলে তার অন্তর এসব নিদর্শন অস্বীকার করে। সেটি হলো : ১০৪ নং আয়াত।

- সুরার শেষের দিকে এমন দশটি উপদেশ ও নির্দেশনা এসেছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে মানবজাতিকে এমন একটি মানহাজ ও কর্মপন্থা পেশ করে, কেউ যদি এই মানহাজকে আঁকড়ে ধরে, তবে সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। (আয়াত : ১৫১, ১৫২, ১৫৩)

- সুরার উপসংহার আমাদের বলে, আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের মর্যাদা কেমন, তিনি কোন মহান লক্ষ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টির পেছনে তাঁর হিকমত কী। এককথায় সে মহান লক্ষ্য হলো, আল্লাহ-প্রদত্ত মানহাজ অনুযায়ী পৃথিবী বিনির্মাণ। আল্লাহর শাশ্বত পয়গাম কুরআন যেন আমাদের ডেকে বলছে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করবেন এবং তোমাদেরকে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি বানাবেন। (আয়াত : ১৬৫)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. রাতে ঘুম, দিনে কাজ। এটিই প্রাকৃতিক নিয়ম। এটিই মানুষের জন্য সঠিক নির্দেশনা। (আয়াত : ৯৬)

২. যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ জীবনে বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া-আখিরাতে নিরাপত্তা দান করবেন। (আয়াত : ৮২)

৩. সংখ্যাধিক্য কখনো হকের দলিল নয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ কোনো আকিদা গ্রহণ করলে কিংবা কোনো কাজে লিপ্ত হলে তা সঠিক হয়ে যায় না। (আয়াত : ১১৬)

জনৈক সালাফ বলেন, 'তুমি হিদায়াতের পথে অটল থাকো। পথিকের স্বল্পতায় তুমি বিচলিত হয়ো না। গোমরাহির পথ থেকে তুমি দূরে থাকো। ভ্রষ্ট লোকদের সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারিত হয়ো না।'

কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত বান্দার ইমান গ্রহণ করা হবে এবং তাওবা কবুল করা হবে। যখনই কিয়ামতের বড় আলামতগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাওবার দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে—কারও তাওবাই আর কবুল করা হবে না। ইমানের দরোজাও বন্ধ হয়ে যাবে—কারও ইমান আর কবুল করা হবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ}

'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটে। এই দৃশ্য দেখে পৃথিবীর সব মানুষ ইমান নিয়ে আসবে। কিন্তু সেটি এমন সময় হবে, যখন ইতিপূর্বে ইমান আনেনি এমন ব্যক্তির ইমান কোনো কাজে আসবে না।'[১১৭] তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾

'এরা কি তাহলে এটি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে কিংবা আপনার প্রভু আসবেন কিংবা আপনার প্রভুর কোনো নিদর্শন আসবে? আসলে যেদিন আপনার প্রভুর কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কারও ইমান কোনো কাজে আসবে না, যে আগে থেকে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি। আপনি বলুন, "তোমরাও অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করি।"'[১১৮]

---

১১৭. সহিহুল বুখারি : ৪৬৩৫।
১১৮. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫৮।

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}

'তুমি যখন দেখো, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে গুনাহ করার পরও তার পছন্দনীয় নিয়ামত দান করছেন, তবে ধরে নাও এটি ইসতিদরাজ[১১৯]। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, "তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য (সুখ ও আনন্দের) সব দরোজা খুলে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে তারা যখন উল্লসিত হলো, আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হয়ে গেল।"'[১২০_১২১]

---

১১৯. ইসতিদরাজ মানে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পাকড়াও করা। গুনাহ করার পরও আল্লাহ তার মনের সব আশা পূরণ করছেন, এর অর্থ আল্লাহ তাকে ঢিল দিয়েছেন, তবে ছেড়ে দেননি। ধীরে ধীরে তিনি তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করবেন।

১২০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৪৪।

১২১. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩১১; হাদিসের মান : হাসান।

সুরা আল-আরাফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০৬।

নাম :

১. (اَلْأَعْرَافُ) 'আরাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থান'।

২. (اَلْمِيْقَاتُ) 'সময়সূচি, নির্দিষ্ট সময়'।

৩. (اَلْمِيْثَاقُ) 'প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা'।

কেন এই নাম :

- (اَلْأَعْرَافُ) 'আরাফ' : আল্লাহ রব্বুল আলামিন জান্নাত ও জাহান্নামিদের আলোচনা করার পর উভয়ের মাঝে অবস্থিত একটি স্থানের কথাও বলেছেন, যার নাম আরাফ। এটি একটি উঁচু প্রাচীর। এর ওপর এমন একদল লোক থাকবে, যারা দুনিয়াতে থাকাকালীন আমলের মাধ্যমে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে পারেনি।[১২২] ফলে তাদের জন্য জান্নাতের ফায়সালাও হয়নি, আবার জাহান্নামের ফায়সালাও হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরাফে আটকে রাখবেন। আলোচ্য সুরায় যেহেতু আরাফের কথা এসেছে, তাই সুরার নাম আরাফ রাখা হয়েছে।

- (اَلْمِيْقَاتُ) 'সময়সূচি, নির্দিষ্ট সময়' : কারণ এই সুরায় আল্লাহর সঙ্গে মুসা ﷺ-এর সাক্ষাতের সময়ের কথা এসেছে :

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾

---

১২২. অর্থাৎ মিজানে তাদের পাপ ও পুণ্যের পাল্লা বরাবর।

'মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর রব কথা বলেছিলেন, তখন সে বলেছিল, "হে আমার রব, আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।"'[১২৩]

- (اَلْمِيْثَاقُ) 'প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা' : কারণ এই সুরায় মানবজাতির কাছ থেকে আল্লাহর নেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা এসেছে :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾

'আর যখন আপনার রব আদম-সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি বের করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?"'[১২৪]

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[১২৫]

প্রথম সাতটি সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও তাওবা।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কুরআন নাজিলের কারণ বর্ণনা করে। বলা হয়েছে, কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশ ও নির্দেশনাস্বরূপ। সেই সঙ্গে সুরাটির শুরুতে রাসুলুল্লাহর অন্তর থেকে সংকোচ ও জড়তা দূর করার কথাও বলা হয়েছে।

---

১২৩. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৪৩।
১২৪. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৭২।
১২৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।

﴿كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

'আপনার নিকট কিতাব নাজিল করা হয়েছে, আপনার মনে যেন এর সম্পর্কে কোনো সংকোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মুমিনদের জন্য এটি উপদেশ।'[১২৬]

- আর শেষও হয়েছে কুরআন নাজিলের কারণ বর্ণনা করে। বলা হয়েছে, কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

'আপনি যখন তাদের কাছে কোনো নিদর্শন না আনেন, তখন তারা বলে, "তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বেছে নাও না কেন?" বলুন, "আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে যা-ই পাঠানো হয়, আমি শুধু তা-ই মেনে চলি। এই কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"'[১২৭]

যাতে মুমিনরা এই কিতাবকে আঁকড়ে ধরে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তাআলা হক ও বাতিলের লড়াইয়ে তাকে হকের ওপর অটল রাখবেন এবং তাকে দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তি ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করবেন।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

হক ও বাতিলের সংঘাতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রকাশ্যে দাওয়াহর কাজ শুরু করেন, তখন এই সুরাটি নাজিল হয়। সেই দিনগুলো খুবই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ

---

১২৬. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ২।
১২৭. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ২০৩।

মুশরিকসমাজে ইসলামের দাওয়াহর ফলে তাওহিদ ও শিরকের এক মহাসংঘাত দানা বেঁধে উঠতে যাচ্ছিল। এই সংকটময় সময়গুলোতে নওমুসলিমদের কারও মনে সংকোচ কাজ করবে, কেউ আসন্ন কষ্ট ও নির্যাতনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠবে, তাই নওমুসলিমদের মানসিক অবস্থানকে মজবুত করতে এই সুরাটি অপূর্ব এক বিন্যাসে নাজিল হয়।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে আদম ﷺ ও ইবলিসের লড়াই।
- জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন, যাতে লড়াইয়ের পরিণাম ও ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়।
- নবিদের ইতিহাসের আলোকে হক ও বাতিলের চিরন্তন এই লড়াইয়ে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থার চিত্রায়ণ।
- পূর্ববর্তী যুগের আম্বিয়া ও তাঁদের উম্মতসমূহের ইতিহাস বর্ণনার পর মুসলিম ও কাফির উভয় দলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ। মুমিনদের আল্লাহ নাজাত দেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করেন।
- পূর্ববর্তী যুগের জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণসমূহ। এই কারণগুলোর তালিকার শুরুতে আছে : ফাসাদ ও অহংকার।
- হক-বাতিলের লড়াইয়ে শয়তানের ব্যবহৃত হাতিয়ারসমূহ।
- হক ও বাতিলের লড়াইয়ে বনি ইসরাইলের ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা : মুসা ﷺ-এর মতো নবির উপস্থিতি ও অসংখ্য মুজিজা প্রত্যক্ষ করার পরও তারা কেমন সংশয়গ্রস্ত ছিল, তাদের অবস্থান কেমন নড়বড়ে ছিল।
- বনি ইসরাইলের সংশয় ও দ্বিধার কারণ তাদের আকিদায় দ্বিধা ও সংশয় ছিল।
- মুমিন হওয়ার পর ফিরআউনের জাদুকরদের আকিদার ওপর অবিচলতার দৃষ্টান্ত নমুনা হিসেবে উপস্থাপন।

- সুরার শেষে আসহাবুস সাবতের[১২৮] ঘটনার আলোকে বনি ইসরাইলের তিনটি দলের দৃষ্টান্ত নমুনা হিসেবে উপস্থাপন :

১. স্থিরচিত্ত মুমিনের দল : তারা আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করেছিল এবং 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছিল।

২. নাফরমান পাপীর দল : তারা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিল।

৩. অস্থিরচিত্ত নেতিবাচক দল : তারা কেবল আল্লাহর নিষেধগুলো মেনে চলেছিল; কিন্তু ইসলাহ ও সমাজ-পরিশুদ্ধির কাজ করেনি।

ফলাফল : আল্লাহ তাআলা বলেন, মুমিনের দল, যারা ইসলাহ ও সমাজশুদ্ধির দায়িত্ব পালন করেছিল, তারা নাজাত লাভ করেছিল; আর নাফরমান পাপীর দল আজাবে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তৃতীয় দলের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলেন, তা এই সুরায় বর্ণনা করেননি।

- সৃষ্টির পূর্বে রুহের জগতে সকল মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আলোচ্য সুরার তিনটি স্থানে তিনি গাফিলতির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। (আয়াত : ১৭২, ১৭৯, ২০৫)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরায় এবং পুরো কুরআনে মুসা ﷺ-এর আলোচনা বারবার এসেছে; কারণ বনি ইসরাইলের একেক প্রজন্ম একেক রকম স্বভাব-প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তাই বনি ইসরাইলের ইতিহাস থেকে মুসলিমদের এমন অনেক কিছু শেখার আছে, যেগুলো বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের কাজে আসবে। সর্বোপরি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে বনি ইসরাইলের ঘটনাগুলো থেকে অনেক বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে পারবে।

---

১২৮. বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা শনিবারে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। তারা নিষেধ অমান্য করে ভীষণ আজাবের সম্মুখীন হয়েছিল। এই ঘটনাকে আসহাবুস সাবতের ঘটনা বলা হয়।

২. কোনো মন্দ কাজ হতে দেখলে কোনো মুসলিমেরই চুপ থাকা উচিত নয়। যদিও তার প্রবল ধারণা হয় যে, যারা এ কাজটি করছে, তারা তার কথা কিছুতেই শুনবে না। তবুও সে প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ করবে; যাতে সে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় এবং আল্লাহর কাছে অন্তত এতটুকু বলতে পারে, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। (আয়াত : ১৬৪)

৩. ফিরআউনের জাদুকরগণ যখন মুসা ﷺ-এর মুজিজা দেখে ইমান আনয়ন করলেন, তারা তাদের নতুন আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি নিজেদের সংকল্প ও প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আমাদের আলোচ্য সুরাটিও সমাপ্ত হয় সিজদার কথা দিয়ে, যাতে ফিরআউনের জাদুকরদের সিজদার কথা আমাদের মনে পড়ে, ফিরআউনের জুলুম-নির্যাতনকে তুচ্ছজ্ঞান করার কথা মনে পড়ে, আল্লাহর সামনে তাদের বিনয়াবনত হওয়ার কথা মনে পড়ে।

৪. যারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে বিনয়-বিগলিত হয়ে নির্জনে দুআ করে না, তারা সীমালঙ্ঘনকারী, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না :

﴿ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾

'তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো; তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[১২৯]

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ﴾

'মুসার ক্রোধ যখন নীরব (প্রশমিত) হলো, তিনি সে ফলকগুলো তুলে নিলেন।'[১৩০]

---

১২৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৫৫।
১৩০. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৪।

আয়াতে 'মুসার ক্রোধ যখন নীরব হলো' বলা হয়েছে, 'ক্রোধ যখন শান্ত হলো' বলা হয়নি। ক্রোধ যেন মানুষের শাসক, যেটি তাকে আদেশ ও নিষেধ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতা দান করুন।

সুরা আল-আনফাল

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৫।

নাম :

১. (اَلْأَنْفَال) 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, গনিমত'।

২. (بَدْرٌ) 'বদর যুদ্ধ'।

৩. (اَلْقِتَال) 'লড়াই'।

৪. (اَلْفُرْقَانُ) 'পার্থক্যকারী'।

কেন এই নাম :

- (اَلْأَنْفَال) 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' : মুসলিমগণ বদর যুদ্ধে অনেক গনিমত লাভ করে। এখান থেকে বোঝা যায়, বান্দা যখন আল্লাহর রাহে কুরবানি পেশ করে, সে অবশ্যই সফল হয়। দুনিয়া-আখিরাতে সে এই কুরবানির ফল ভোগ করে, যদি সে খালিস আল্লাহর জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। এই সুরায় যেহেতু বদরের গনিমতের কথা এসেছে, তাই এই সুরার নাম আনফাল রাখা হয়েছে।
- (بَدْرٌ) 'বদর যুদ্ধ' : কারণ এই সুরায় বদর যুদ্ধের আলোচনা এসেছে।
- (اَلْقِتَال) 'লড়াই' : কারণ এই সুরা ইসলামের প্রথম লড়াইটি নিয়ে কথা বলেছে।
- (اَلْفُرْقَانُ) 'পার্থক্যকারী' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধের দিনটিকে হক-বাতিলের পার্থক্যকারী দিন বলে অভিহিত করেছেন।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- এই সুরাটি ইসলামের সবচেয়ে মুবারক যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছে। যেসব সৌভাগ্যবান বান্দার এই জিহাদে অংশগ্রহণ করার তাওফিক নসিব হয়েছে, তারা সর্বোত্তম বান্দা; চাই তারা মানুষ হোক বা ফেরেশতা।

হাতিব বিন আবি বালতাআহর ব্যাপারে উমর বিন খাত্তাবকে সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

'হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়তো জানা নেই, আল্লাহ তাআলা বদরি সাহাবিদের (মৃত্যু পর্যন্ত) বৃত্তান্ত আগে থেকেই জানেন। তাই তো তিনি বদরিদের সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"'[১৩১]

- একবার জিবরাইল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে প্রশ্ন করেন, (مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ) 'আপনাদের মাঝে বদরে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান ও মর্যাদা কেমন?' তিনি উত্তর দেন, (مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا) 'আমরা তাদেরকে সর্বোত্তম মুসলিমদের মধ্যে গণ্য করি।' জিবরাইল ﷺ বলেন, (وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ) 'ফেরেশতাদের মাঝেও যারা বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমরাও তাদেরকে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদের মাঝে গণ্য করি।'[১৩২]

---

১৩১. সহিহুল বুখারি : ৩০০৭।
১৩২. সহিহুল বুখারি : ৩৯৯২।

❀ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরা শুরু হয়েছে বদর যুদ্ধের গনিমতের আলোচনা দিয়ে :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

'লোকেরা আপনার কাছে গনিমতের মাল সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলে দিন, "গনিমতের মাল আল্লাহ ও রাসুলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক বিষয়াদি সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"'[১৩৩]

- আর শেষ হয়েছে যুদ্ধবন্দীদের আলোচনা দিয়ে। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধবন্দীরাও গনিমতের অন্তর্ভুক্ত।

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'হে নবি, আপনাদের হাতে যে বন্দীরা আছে, তাদের বলুন, "আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়েও উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"'[১৩৪]

- সুরার আরম্ভ হয়েছে লড়াইয়ের কথা বলে।

- শেষও হয়েছে লড়াইয়ের কথা দিয়ে।

কারণ সুরাটির আলোচ্য বিষয় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং তার কতিপয় বিধান।

---

১৩৩. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।
১৩৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭০।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

বিজয় অর্জনের ইমানি ও বৈষয়িক সূত্রাবলি।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পর ময়দান থেকে পলায়নের ব্যাপারে সতর্কীকরণ। (আয়াত : ১৫)
- দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ। (আয়াত : ২০)
- আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাঝেই আছে মুমিন-জীবনের সৌভাগ্য ও সজীবতা। (আয়াত : ২৪)
- মুসলিমদের গোপনীয় বিষয়াদি ফাঁস করার ব্যাপারে সতর্কবার্তা। কেননা, এটি আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে গাদ্দারির নামান্তর। (আয়াত : ২৭)
- তাকওয়ার সুফল বর্ণনা। (আয়াত : ২৯)
- বিজয়ের উপায়-উপকরণ। (আয়াত : ৪৫, ৪৬, ৪৭)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. উম্মাহর ঐক্য এবং হৃদয়ের বন্ধন কেনা যায় না—পুরো দুনিয়ার বিনিময়েও। এটি কেবল আল্লাহর রহমত ও দয়া। (আয়াত : ৬৩)

২. আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কলাকৌশলের কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ 'তারাও কৌশল করে, আল্লাহ তাআলাও কৌশল করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।'[১৩৫] কৌশলী হওয়া মন্দ বৈশিষ্ট্য নয়, যেমনটি অনেকেই মনে করে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ 'তারা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে তারা তো পূর্বেও আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের ওপর

---

১৩৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৩০।

শক্তিশালী করেছেন।'[১৩৬] গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতা মন্দ বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়নি : (فَخَانَهُمُ اللهُ) 'আল্লাহ তাআলাও তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'

৩. সুরাটি শুরু হয়েছে সাহাবিদের গনিমতবিষয়ক প্রশ্ন দিয়ে। গনিমত যেহেতু দুনিয়াবি বিষয়, তাই এটি নিয়ে মতবিরোধ করার কারণে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের তিরস্কার করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদেরকে তাকওয়ার পথ দেখিয়েছেন এবং তুচ্ছ দুনিয়াবি সম্পদ নিয়ে মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন।

১৩৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৭১।

সুরা আত-তাওবা

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২৯।

নাম :

১. (اَلتَّوْبَةُ) 'তাওবা'।

২. (بَرَاءَةٌ) 'সম্পর্কচ্ছেদ'।

৩. (اَلْمُقَشْقِشَةُ) 'নিরাময়কারী'।

৪. (اَلْفَاضِحَةُ) 'উন্মোচক'।

৫. (اَلْمُبَعْثِرَةُ) 'প্রসারকারী'।

৬. (اَلْبُحُوْثُ) 'গবেষণা, অনুসন্ধান'।

৭. (اَلْمُدَمْدِمَةُ) 'ধ্বংসকারী'।

কেন এই নাম :

- (اَلتَّوْبَةُ) 'তাওবা' : সুরাটিতে বারবার তাওবার দিকে আহ্বান করা হয়েছে, তাওবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাওবার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আজাব না দিয়ে ক্ষমা করে দিতে ভালোবাসেন।
- (بَرَاءَةٌ) 'সম্পর্কচ্ছেদ' : কারণ সুরার শুরুতেই মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা এসেছে।
- (اَلْمُقَشْقِشَةُ) 'নিরাময়কারী' : সুরাটি শিরক ও নিফাকের রোগ থেকে অন্তরকে নিরাময় করে।

- (اَلْفَاضِحَةُ) 'উন্মোচক' : এই সুরা মুশরিকদের মুখোশ উন্মোচন করে।
- (اَلْمُبَعْثِرَةُ) 'প্রসারকারী' : এই সুরা মুশরিকদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করে।
- (اَلْبُحُوْثُ) 'গবেষণা, অনুসন্ধান' : এই সুরা মুনাফিক ও মুশরিকদের অন্তরে অনুসন্ধান চালিয়ে সবকিছু বের করে আনে।
- (اَلْمُدَمْدِمَةُ) 'ধ্বংসকারী' : এই সুরা মুশরিকদের ধ্বংস ও বরবাদির কারণ হয়েছিল।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[১৩৭]

প্রথম সাতটি সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও তাওবা।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা এবং যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যুদ্ধের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

'এটি সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত মুশরিকদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।'[১৩৮]

---

১৩৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।
১৩৮. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১।

﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়িম করে এবং জাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৩৯]

- আর শেষ হয়েছে যেসব মুশরিক ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে লড়াই প্রযোজ্য নয়, এমন মুশরিকদের পথ ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে :

﴿فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾

'অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।"'[১৪০]

এতে মুশরিকদের ব্যাপারে ইসলামের ইনসাফের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং সবার জন্য তাওবার দরোজা উন্মোচন।

---

১৩৯. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫।
১৪০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৯।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি।
  - মুশরিক ও শিরকি আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মানসিক সম্পর্কচ্ছেদ। (আয়াত : ১)
  - মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে যেসব চুক্তি বহাল ছিল সেগুলো পূর্ণ করা। (আয়াত : ৪, ৭)
  - মুশরিকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান এবং তাদেরকে হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার। (আয়াত : ৬)
  - অবাধ্য ও যুদ্ধবাজ মুশরিক, যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। (আয়াত : ১২-১৪)
  - যেসব মুশরিক নিরাপত্তার আবেদন করে, তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান। (আয়াত : ৬)
  - যেসব মুশরিক মুসলিমদের কাছে নতি স্বীকার করে এবং জিজিয়া দেয়, ইমান না আনলেও তাদের ওপর হামলা না করা।[১৪১] (আয়াত : ২৯, ১২৯)
- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্ব, জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান, জিহাদ পরিত্যাগের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি। (আয়াত : ৩৮, ৩৯)
- মুনাফিকদের মন্দ বৈশিষ্ট্য ও তাদের চক্রান্ত প্রকাশ করা।
- জাকাতের সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহ। জাকাত জিহাদের ব্যয়ভার মেটানোর অন্যতম উৎস। (আয়াত : ৬০)
- আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব কায়িমের জন্য আল্লাহর সঙ্গে মুমিনদের লাভজনক ব্যবসায়িক চুক্তি। (আয়াত : ১১১)

---

১৪১. এই হুকুম জাজিরাতুল আরবের বাইরের মুশরিকদের জন্য। জাজিরাতুল আরবে কোনো কাফিরের স্থান নেই। তাই এখানে জিজিয়া দিয়েও কোনো কাফিরের থাকার অনুমতি নেই।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. যদিও সুরাটি তাবুক যুদ্ধের পরে নাজিল হয়েছে, তবুও কুরআনের সুরাগুলোর ক্রমধারায় এটিকে বদর যুদ্ধের বর্ণনা-সংবলিত সুরা আনফালের পরে আনা হয়েছে। যাতে পাঠকগণ উভয় যুদ্ধের পার্থক্য নিয়ে ফিকির করে এবং বিজয়ের উপায়-উপকরণ নিয়েও গবেষণা করে।

২. সুরাটি কাফিরদের প্রতি ধমকি, ভীতিপ্রদর্শন, যুদ্ধঘোষণা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হলেও এতে তাদের জন্য তাওবার দরোজা খোলার ঘোষণা দিয়েছে। এতে বান্দার প্রতি রবের বিস্তৃত রহমত ও করুণার ধারণা পাওয়া যায়।

৩. আলোচ্য সুরায় 'তাওবা' শব্দটি এবং 'তাওবা' থেকে উদ্ভূত শব্দ ১৭ বার এসেছে। সেই হিসেবে কুরআনের অন্যান্য সুরার তুলনায় এই সুরাটিতেই তাওবার কথা সবচেয়ে বেশি বার এসেছে।

৪. সুরাটি সবার জন্য তাওবার দ্বার উন্মোচন করেছে :

- লড়াইকারী মুশরিকদের তাওবা। (আয়াত : ৫, ১০, ১১, ১৫)
- জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশকারী মুমিনদের তাওবা। (আয়াত : ২৪, ২৭)
- যারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেনি, তাদের তাওবা। (আয়াত : ২৭)
- মুনাফিক ও মুরতাদদের তাওবা। (আয়াত : ৭৪)
- সংশয়বাদীদের তাওবা। (আয়াত : ১০২)
- নবি ও সাহাবিদের তাওবা। (আয়াত : ১১৭)
- জিহাদে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের তাওবা। (আয়াত : ১১৮)

৫. আলোচ্য সুরাটি রাসুলুল্লাহর ওপর নাজিল হওয়া সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সুরা। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে মুমিন সব সময় তাওবার আঁচল আঁকড়ে ধরে। যাত্রার শুরুতে, পথের মাঝে, এমনকি গন্তব্যে পৌঁছার আগপর্যন্ত সে তাওবার মুখাপেক্ষী থাকে। কত মহান সেই সত্তা, যিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন!

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ﴾

'আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত।'[১৪২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সম্পদের পূর্বে জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ জীবনই হলো আসল পণ্য, এটিই ক্রয়চুক্তির মূল ভিত্তি। আবার সম্পদ হলো জীবনের অনুগামী। জীবনের মালিকানা পেয়ে গেলে সে সম্পদের মালিকানা এমনিতে পেয়ে যায়। (ইবনুল কাইয়িম, আত-তাফসিরুল কাইয়িম। ঈষৎ পরিমার্জিত)

৭. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ﴾

'তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; সুতরাং যারা পেছনে থাকে, তাদের সঙ্গে বসে থাকো।'[১৪৩]

সময় হওয়ার পর কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশ পালনে গড়িমসি করে, তবে এরপর থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পছন্দনীয় কাজের তাওফিক তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। এটিই তার শাস্তি।

৮. এই সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই কেন?

এই প্রশ্নটি ইবনে আব্বাস ﷺ সাইয়িদুনা উসমান বিন আফফান ﷺ-কে করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'রাসুলুল্লাহর ওপর যখন কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হতো, তিনি ওহি-লেখকদের কাউকে ডেকে পাঠাতেন। তাকে বলতেন, "এই অংশটি অমুক সুরার অমুক জায়গায় লিখে রেখো।" সুরা আনফাল মদিনায় প্রথম দিকে নাজিল হওয়া সুরাগুলোর

---

১৪২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।
১৪৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮৩।

অন্যতম। পক্ষান্তরে সুরা তাওবা শেষের দিকে নাজিল হওয়া সুরা। কিন্তু আনফাল ও তাওবার বিষয়বস্তু একই রকম। তাওবা আনফালের অংশ কি না, এটি আমাদেরকে বলার পূর্বেই রাসুলুল্লাহর ওফাত হয়ে যায়। তাই আমাদের ধারণা এটি আনফালের অংশ। তাই আনফালের পরেই আমি তাওবাকে রেখেছি এবং উভয়ের মাঝে বিসমিল্লাহ লিখিনি।'[১৪৪]

---

১৪৪. সুনানুত তিরমিজি : ৭৮৬।

সুরা ইউনুস

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১০৯।

নাম :

(يُوْنُسُ) 'ইউনুস ﷺ'।

কেন এই নাম :

(يُوْنُسُ) 'ইউনুস ﷺ' : ইউনুস ﷺ-এর জাতিই একমাত্র উম্মত, যার প্রতিটি সদস্য আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান এনেছিল এবং নবির আনুগত্য করেছিল। তাই অন্য যেকোনো উম্মতের তুলনায় তাদের একটি আলাদা মর্যাদা আছে। এই মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করে সুরাটির নাম ইউনুস রাখা হয়েছে।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ

'যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি দীর্ঘ সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।'[১৪৫]

অনেক সালাফ প্রথম দীর্ঘ সাতটি সুরায় তাওবার পরিবর্তে ইউনুসকে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে প্রথম সাতটি দীর্ঘ সুরা হলো : বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আরাফ ও ইউনুস।

---

১৪৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪৪৩; হাদিসের মান : হাসান।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে ওহি ও হিকমতে রব্বানির কথা দিয়ে :

﴿الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ﴾

'আলিফ-লাম-রা; এগুলো হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।'[১৪৬]

- আর শেষও হয়েছে ওহি ও হিকমতে রব্বানির অনুসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে :

﴿وَٱتَّبِعۡ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ وَٱصۡبِرۡ حَتَّىٰ يَحۡكُمَ ٱللَّهُۚ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡحَٰكِمِينَ﴾

'আপনার প্রতি যে ওহি অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফায়সালা করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।'[১৪৭]

কারণ আল্লাহর নাজিলকৃত ওহির অনুসরণই হিকমত ও প্রজ্ঞার মূল।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরে ইমান আনয়ন।

এটি ইমানের অন্যতম রুকন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মানুষ যখন জগতের দিকে তাকায়, তখন এর সূক্ষ্মতা, শৃঙ্খলা, বিশালতা ও সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে। সে যখন এসব নিয়ে চিন্তা করে, তার মানবীয় ফিতরত ও স্বভাব-প্রকৃতি সহজেই আল্লাহর উলুহিয়্যাহর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো সত্তা থাকতে পারে না।

---

১৪৬. সুরা ইউনুস, ১০ : ১।
১৪৭. সুরা ইউনুস, ১০ : ১০৯।

- জীবনের যে ঘটনা ও অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে আমরা যাই, সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। নিজের চোখে দেখা দৃশ্যগুলোও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে না। তাই তো সবকিছু বুঝেও আমরা গাফিল থাকি। (আয়াত : ১২, ২১-২৩, ৩১)

- অতীতের অনেক জাতি কুফর, শিরক ও পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদের কাছে নবি পাঠালেন, তারা নবিদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। পরিণামে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস এমন ঘটনায় ভরপুর। অনুরূপভাবে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও যারা আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাদেরও একই পরিণতি হবে। (আয়াত : ১৩, ১৪, ৭১-৭৪, ৯০, ৯১)

সারমর্ম কথা হলো, এই মুবারক সুরাটি মানবজাতির এক বড় অংশের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলেছে; তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা, কিয়ামত, হাশর, আল্লাহর আসমা ও সিফাত, সাওয়াব ও আজাব ইত্যাদি নিয়ে নানান সংশয় দূর করার প্রয়াস পেয়েছে। প্রশ্নোত্তর ও সংশয় নিরসনে সুরাটি বিশ্বজগতের সৃজন, শৃঙ্খলা ও বিশালতা, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, মানবদেহের সূক্ষ্ম ও জটিল গঠন ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণাকে ফোকাস করেছে। যাতে মানুষ অনুধাবন করতে পারে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন হাকিম ও প্রজ্ঞাবান, তিনি অনর্থক কোনো কাজ করেন না। তাঁর কোনো কাজ কিংবা নির্দেশ হিকমত ও প্রজ্ঞার বাইরে নয়।'

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

'হে মানুষ, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে, তার আরোগ্য[১৪৮] এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'[১৪৯]

মধু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِۚ﴾ 'এতে মানুষের জন্য শিফা ও আরোগ্য রয়েছে।'[১৫০]

সুতরাং কুরআন হলো মানুষের অন্তর নিরাময়কারী আর মধু হলো মানুষের দেহ নিরাময়কারী। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বর্ণনাভঙ্গি দেখুন, স্বয়ং কুরআনকেই তিনি শিফা ও নিরাময়কারী বলেছেন; কিন্তু মধুর ব্যাপারে বলেছেন, এর মাঝে শিফা ও আরোগ্য আছে। যে বস্তুটি স্বয়ং শিফা, সেটি ওই বস্তুর চেয়ে উত্তম, যেটির মধ্যে শিফা আছে। (ইবনুল কাইয়িম, আত-তাফসিরুল কাইয়িম)

২. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾

'আমি আপনার প্রতি যা নাজিল করেছি, তার ব্যাপারে যদি আপনি সন্দেহে থাকেন,[১৫১] তবে আপনার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদের জিজ্ঞেস করুন। আপনার রবের পক্ষ থেকে অবশ্যই আপনার কাছে সত্য এসেছে। আপনি কিছুতেই সংশয়গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'[১৫২]

উক্ত আয়াতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, কারও মনে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সংশয় এলে সে যেন আলিম ও জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হয়। (ইবনে উসাইমিন)

---

১৪৮. কুফুরি ও গুনাহের ফলে অন্তর কলুষিত ও সত্যবিমুখ হয়ে পড়ে। এটি অন্তরের ব্যাধি। কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করলে অন্তর সেই ব্যাধিমুক্ত হয়। সুস্থ অন্তরের জন্য কুরআন হিদায়াত ও রহমত।
১৪৯. সুরা ইউনুস, ১০ : ৫৭।
১৫০. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৬৯।
১৫১. নবিকে সম্বোধন করে মূলত সংশয়চিত্ত ব্যক্তির সন্দেহ নিরসনের পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে।
১৫২. সুরা ইউনুস, ১০ : ৯৪।

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾

'যারা নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও বাড়তি পুরস্কার। কোনো কালিমা ও হীনতা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'[১৫৩]

হাদিসে এসেছে, এখানে 'কল্যাণ' মানে হলো জান্নাত। আর বাড়তি পুরস্কার হলো আল্লাহর দিদার। (সহিহু মুসলিম)

১৫৩. সুরা ইউনুস, ১০ : ২৬।

সুরা হুদ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২৩।

নাম :

(هُوْدٌ) 'হুদ ﷺ'।

কেন এই নাম :

(هُوْدٌ) 'হুদ ﷺ' : হুদ নামটি এই সুরায় পাঁচ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। হুদ ﷺ নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয়েছে এই সুরায়। (আত-তাহরির ওয়াত তানউয়ির)

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَ{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

'সুরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ইজাশ শামসু কুওয়িরাত আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে।'[১৫৪]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শিরকমুক্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾

১৫৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৯৭।

'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না। অবশ্যই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।'[১৫৫]

- আর শেষও হয়েছে ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে :

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিনের গাইবের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই সবকিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং আপনি তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করুন। তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফিল নন।'[১৫৬]

মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইবাদতে ভারসাম্য।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- এই সুরায় ইতিহাস পরম্পরায় নবিগণের প্রচারিত আকিদার একটি সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে। নুহ ﷺ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবি একটি মৌলিক আকিদাকেই মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন; আর তা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। গাইরুল্লাহর ইবাদত করার কোনো সুযোগ নেই।
- দাওয়াহর ময়দানে নবিদের অবস্থানের চিত্রায়ণ : উম্মত যখন তাঁদের আহ্বানকে উপেক্ষা করেছে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে, তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁদের হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন করেছে, তখন তাঁরা কীভাবে সবর করেছেন, কীভাবে

---

১৫৫. সুরা হুদ, ১১ : ২।
১৫৬. সুরা হুদ, ১১ : ১২৩।

দাওয়াহর পথে অবিচল থেকেছেন, কীভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে সব বাধা পেরিয়েছেন।

- পূর্ববর্তী নবিদের ইতিহাসের আলোকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়তের প্রমাণ ও তাঁর সত্যতা উপস্থাপন।
- দ্বীনের পথে যেসব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, যেসব সংকটসংকুল পরিস্থিতি পাড়ি দিতে হয়, এসব ব্যাপারে মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে আল্লাহর পথনির্দেশ :

- ইসতিকামাত ও অবিচলতা :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾

'অতএব আপনাকে যে রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি স্থির অবিচল থাকুন এবং আপনার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে, তারাও অবিচল থাকুক এবং সীমালঙ্ঘন করবেন না। তোমরা যা করো, নিশ্চয় তা তিনি দেখেন।'[১৫৭]

- বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ﴾ 'বাড়াবাড়ি করো না।'[১৫৮]
- জালিমদের দিকে ঝুঁকে না পড়া এবং তাদের দেখে আকৃষ্ট না হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

'তোমরা জালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই। অতএব, তোমরা কারও সাহায্য পাবে না।'[১৫৯]

---

১৫৭. সুরা হুদ, ১১ : ১১২।
১৫৮. সুরা হুদ, ১১ : ১১২।
১৫৯. সুরা হুদ, ১১ : ১১৩।

- সালাত কায়িম করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ﴾

'আপনি সালাত কায়িম করুন দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় নেক আমল বদ আমলগুলোকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।'[১৬০]

- সবর ও ধৈর্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'আপনি সবর করুন, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না।'[১৬১]

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ইসতিকামাত ও অবিচলতা হতাশা দূর করে। কারণ অবিচলতা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি করে এবং আত্মশুদ্ধি ও সমাজসংস্কারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

২. বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করার ফলে মানুষ বেমওকা কঠোরতা প্রদর্শন ও অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৩. মুসলিমরা যদি কাফির ও জালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের প্রবল সামরিক শক্তি দেখে মাথানত করে, তাদের চোখধাঁধানো সভ্যতা দেখে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের অনুসরণ করতে শুরু করে, তবে তারা তাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলবে এবং ইসলাম-প্রদত্ত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা খুইয়ে বসবে।

---

১৬০. সুরা হুদ, ১১ : ১১৪।
১৬১. সুরা হুদ, ১১ : ১১৫।

৪. কোনো বিষয়ে যখন ভারসাম্য থাকে, বাড়াবাড়ি না থাকে, সেটি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এটিকে মূল্যায়ন না করে উপায় থাকে না। আল্লাহ তাআলা নেককারদের সাহচর্য এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। (আয়াত : ১১২)

৫. হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'আমি সেই রবের পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি ইতিদাল ও ভারসাম্যকে রেখেছেন দুটি (لا) "না"-এর মাঝখানে। আর তা হলো : ﴿وَلَا تَطۡغَوۡاْ﴾ "বাড়াবাড়ি করো না" এবং ﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ﴾ "ঝুঁকে পড়ো না।"'

৬. নুহ ﵇ যখন তার ডুবন্ত কাফির সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন :

﴿يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٍۖ﴾

'হে নুহ, সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে অসৎকর্মপরায়ণ।'[১৬২]

এখানে 'সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়' কথাটির মর্ম হলো, সে তোমার পরিবারের সেই সব সদস্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদেরকে আমি নাজাত দেওয়ার ওয়াদা করেছি।' অথবা এর মর্ম হলো, 'সে তোমার দ্বীনভুক্ত নয়।'

﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٍۖ﴾-এর একটি অর্থ আমরা আয়াতের তরজমায় উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও আয়াতাংশটির আরও ব্যাখ্যা হতে পারে :

- (إِنَّهُۥ) শব্দের (هُ) সর্বনামের উদ্দেশ্য হবে, নুহ ﵇-এর দুআ। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে : হে নুহ, কাফির পুত্রের জন্য তোমার এই দুআ সৎকর্ম বলে গণ্য হবে না। কারণ তুমি জানো, কেবল মুমিনদেরকেই আল্লাহ নাজাত দান করবেন, কোনো কাফিরকে নয়।

---

১৬২. সুরা হুদ, ১১ : ৪৬।

সুরা ইউসুফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১১।

নাম :

(يُوسُفُ) 'ইউসুফ ﷺ'।

কেন এই নাম :

(يُوسُفُ) 'ইউসুফ ﷺ' : এই সুরায় ইউসুফ ﷺ-এর পুরো কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোনো সুরায় তার ইতিহাস আসেনি। এটি একমাত্র এই সুরার বৈশিষ্ট্য যে, অন্য কোনো নবির কাহিনি এভাবে আলাদা সুরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে উত্তম ঘটনা বর্ণনা করার কথা বলে :

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾

'ওহির মাধ্যমে এই কুরআন নাজিল করে আমি আপনাকে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি; অন্যথায় এর পূর্বে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৬৩]

- আর শেষও হয়েছে উত্তম ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলে :

﴿لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

১৬৩. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩।

'তাদের ঘটনাবলিতে বুঝমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এই কুরআন তো মিথ্যা রচনা নয়; বরং এর সামনে যেসব আসমানি কিতাব আছে, সেগুলোর সত্যায়ন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'[১৬৪]

অতএব, বান্দাদেরকে শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করার জন্যই কেবল আল্লাহ তাআলা ঘটনা বর্ণনা করেন। আর তাঁর বর্ণিত ঘটনাগুলো সত্য।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সবর ও ধৈর্যের ফল।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- হাজার বছর আগের নবি-রাসুলদের ইতিহাস বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়ত ও তাঁর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি যদি নবি না হতেন, তাঁর কাছে যদি ওহি না আসত, তবে তিনি কোনোভাবেই বহু পূর্বের এসব ইতিহাস জানতেন না।
- হিংসার পরিণাম। এককথায় হিংসা সর্বাংশেই মন্দ।
- ইফফত, পাকদামানি ও চারিত্রিক পবিত্রতার সুফল।
- মিথ্যার পরিণাম। (ইউসুফ ﷺ-এর ভাই ও আজিজে মিসরের স্ত্রীর মিথ্যা বক্তব্য ও তাদের পরিণতি)
- স্বপ্নের তাবির ও ব্যাখ্যার ফজিলত ও গুরুত্ব। কাফিরের স্বপ্নও সত্য হতে পারে। যেমন : আজিজে মিসর ও ইউসুফ ﷺ-এর কারাজীবনের দুই সঙ্গীর স্বপ্ন।
- ইলমের ফজিলত ও গুরুত্ব; চাই তা দ্বীনি জ্ঞান হোক বা দুনিয়াবি। ইউসুফ ﷺ তাঁর পিতা ইয়াকুব ﷺ-এর শরিয়াহর ইলম যেমন হাসিল করেছিলেন, তেমনই আজিজে মিসরের রাষ্ট্রপরিচালনার জ্ঞানও আয়ত্ত করেছিলেন।
- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার ভয়াবহ পরিণাম।

---

১৬৪. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১১।

- নবি ও নবির অনুসারীগণ বালা-মুসিবতে পড়বেনই। সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই এই ধারা চলে আসছে।
- ক্ষমার ফজিলত। ক্ষমা করা নেককারদের স্বভাব।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, তিনি যা-ই চান, তা-ই হয়। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আরবি (الإِحْسَانُ) শব্দটি এবং (الإِحْسَانُ) শব্দ থেকে নির্গত অন্যান্য শব্দ এই সুরায় বেশ কয়েক বার এসেছে। (الإِحْسَانُ) শব্দের অর্থ : কল্যাণসাধন করা, নেক আমল করা, দয়া ও অনুগ্রহ করা, কোনো কাজ সুসম্পন্ন করা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[১৬৫] দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।'[১৬৬]

অন্য আয়াতে এসেছে :

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'তার সঙ্গে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি (আঙুর) নিংড়ে মদ বানাচ্ছি।" অপর জন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মাথায় রুটি বহন করে নিয়ে

---

১৬৫. এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এখানে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার অর্থ নবুওয়ত দান করা।—তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন, মুফতি শফি ﷺ।
১৬৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২২।

যাচ্ছি আর পাখি তা ঠুকরে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন নেককার লোক মনে করি।"'[১৬৭]

অন্যত্র এসেছে :

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সেখানে সে তার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আর আমি পুণ্যবানদের কর্মফল নষ্ট করি না।'[১৬৮]

অন্য আয়াতে এসেছে :

﴿قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, "হে আজিজ, তার একজন বয়োবৃদ্ধ পিতা আছেন; তার জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা মনে করি, আপনি একজন মহানুভব মানুষ।"'[১৬৯]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

'তারা বলল, "তবে কি আপনিই ইউসুফ!" তিনি বললেন, "আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাআলা এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"'[১৭০]

---

১৬৭. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৬।
১৬৮. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৬।
১৬৯. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৮।
১৭০. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯০।

এ তো গেল শাব্দিকভাবে (الإِحْسَانُ)-এর উল্লেখের কথা। ইউসুফ ﷺ-এর আমল হিসেবেও (الإِحْسَانُ) তথা নেক কাজের বিষয়টি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই সুরায় ইউসুফ ﷺ-এর অনেক নেক কাজের কথা বর্ণিত হয়েছে :

- কারাজীবনের সহচর দুই যুবককে তিনি কেবল স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াতও দেন। (আয়াত : ৩৭-৪১)

- আজিজে মিসরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তাও উল্লেখ করেন। (আয়াত : ৪৭-৪৯)

- তিনি আপন ভাইদের তিরস্কার করেননি, তাদের বিচারও করেননি; বরং তাদের নিঃশর্তে ক্ষমা করে দেন। (আয়াত : ৯২)

এতে বোঝা যায়, ক্ষমা সচ্চরিত্রবানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুণ মানুষকে ইমানের অনেক উঁচু স্তরে নিয়ে যায়। ক্ষমার গুণ যার আছে, তার রুহ ও কলব পরিশুদ্ধ থাকে। ক্ষমা ব্যতীত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, তিনি শিশু বয়সেই ইউসুফ ﷺ-কে মিসরের জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেন :

﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, "ওকে যত্ন ও সম্মানের সাথে রাখো। সে হয়তো আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।" এভাবেই আমি পৃথিবীতে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে কথাসমূহের সঠিক মর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর কাজে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[১৭১]

১৭১. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২১।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রথমে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। ইউসুফ ﷺ আজিজে মিসরের প্রাসাদে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবার হৃদয়ে স্থান করে নেন।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইউসুফ ﷺ-কে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ইলম দান করেছিলেন। তিনি এই ইলমকে কোনো দুনিয়াবি স্বার্থে ব্যবহার না করে দাওয়াহর কাজে ব্যবহার করেন।

৪. ইয়াকুব ﷺ-এর অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ছিল। তবুও যখন তিনি আপন সন্তানদের ব্যাপারে মানুষের হিংসার আশঙ্কা করলেন, তখন আসবাব ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পিছপা হননি। বস্তুত আসবাব তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। মিসরে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি সন্তানদের বলেন :

﴿يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ﴾

'হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে।'[১৭২_১৭৩]

৫. ইয়াকুব ﷺ-এর ওপর মুসিবত যত কঠিন ও দীর্ঘ হচ্ছিল এবং যখন মিসর থেকে ফিরে ছেলেরা তাঁকে বিনয়ামিনের বন্দিত্বের খবর জানাল, আল্লাহর প্রতি তাঁর সুধারণা আরও বেড়ে গেল এবং তাঁর অন্তরে দ্রুত বিপদ কেটে যাওয়ার আশাও বৃদ্ধি পেল। তিনি বলেন :

﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًاۚ﴾

'আশা করি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে[১৭৪]একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন।'[১৭৫]

---

১৭২. কারণ মানুষের মাঝে আছে হিংসুক ও চুগলখোরসহ নানান চিন্তার লোক। তোমাদেরকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখলে হয়তো তারা তোমাদেরকে দুষ্কৃতিকারী বলে ফাঁসিয়ে দেবে।
১৭৩. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭।
১৭৪. অর্থাৎ ইউসুফ ও বিনয়ামিন উভয়কে আল্লাহ একসঙ্গে এনে দেবেন।
১৭৫. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৩।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

‘শহরের কতিপয় নারী বলল, “আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাসকে কুকর্মে প্ররোচিত করছে। যুবকটির প্রেম তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। আমরা তো মনে করি, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত।”’[১৭৬]

চিন্তা করে দেখুন, শহরের নারীরা এ কথা বলেনি, জুলাইখা প্ররোচিত করেছে; তারা বলেছে, আজিজের স্ত্রী প্ররোচিত করেছে। কারণ তারা খবরটিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর মানুষ মর্যাদাবান মানুষের দোষের খবর শুনতে বেশি পছন্দ করে।

৭. ইয়াকুব ﷺ তাঁর ছেলে ইউসুফকে বললেন :

﴿يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

‘পুত্র আমার, তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বোলো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।’[১৭৭]

সুবহানাল্লাহ! পিতা চায় তাঁর সন্তান তাঁর চেয়েও বড় কেউ হোক; কিন্তু ভাইয়েরা ভাইয়ের জন্য সেটি চায় না।

৮. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

১৭৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩০।
১৭৭. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫।

'তারা উভয়ে দৌড়ে দরোজার দিকে গেল, আর নারীটি পেছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। দরোজার কাছে গিয়ে তারা নারীর সর্দারকে (স্বামী) দেখতে পেল। তখন নারীটি বলল, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করতে চেয়েছিল, তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে?"'[১৭৮]

এখানে বলা হয়েছে, (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا) 'তারা নারীর সর্দারকে দেখতে পেল', এটি বলা হয়নি যে, তারা উভয়ের সর্দারকে দেখলে পেল। কারণ ইউসুফ ﷺ মুসলিম, আর আজিজে মিসর কাফির। বলা বাহুল্য যে, কাফির কখনো মুসলিমের সর্দার হতে পারে না।

৯. যুবকদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া যতটা সহজ বুড়োদের কাছ থেকে ততটা সহজ নয়। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ ﷺ-এর কাছে ক্ষমা চাইল তিনি বললেন :

﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু।'[১৭৯]

পক্ষান্তরে যখন বৃদ্ধ ইয়াকুব ﷺ-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তিনি বললেন :

﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾

'আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৮০]

১০. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ﴾

---

১৭৮. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৫।
১৭৯. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯২।
১৮০. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৮।

'আল্লাহ আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[১৮১]

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ যে তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন সেই কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি। কারণ সেটি উল্লেখ করলে ভাইদেরকে তিরস্কার করা হবে। তাই তিনি কূপের প্রসঙ্গ এড়িয়ে কেবল কারাগারের কথা বললেন। এটি ইউসুফ ﷺ-এর মহান চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ উপমা।

---

১৮১. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০০।

সুরা আর-রাদ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৩।

নাম :

(اَلرَّعْدُ) 'বজ্র'।

কেন এই নাম :

(اَلرَّعْدُ) 'বজ্র' : এই সুরায় বজ্রের কথা এসেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বজ্রের মধ্যে দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে একত্রিত করেছেন :

- বজ্র একদিকে মানুষের মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে, অপরদিকে তাদের জন্য বৃষ্টি ও কল্যাণ নিয়ে আসে।

- বজ্রের বাহ্যিক অবস্থা বেশ ভীতিপ্রদ; কিন্তু অভ্যন্তরীণ অংশ আল্লাহর তাসবিহ আদায় করে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে অধিকাংশ মানুষ ইমান আনবে না মর্মে একটি বিবৃতির মাধ্যমে :

﴿الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

'আলিফ-লাম-রা; এগুলো কুরআনের আয়াত, যা আপনার রবের কাছ থেকে আপনার ওপর নাজিল হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে ইমান আনে না।'[১৮২]

১৮২. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১।

- আর শেষও হয়েছে রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদের কথা আলোচনা করে :

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾

'কাফিররা বলে, আপনি (আল্লাহর) প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, "আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ওই ব্যক্তি, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে।"'[১৮৩]

আর তা এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যে, কাফিররা সত্যের ধারক-বাহক নয়। তারা হকের প্রতি ইমানও আনেনি; যদিও হক সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

হক ও সত্যের শক্তি।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- জাগতিক নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং এসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা; যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র সত্তা।
- নবি-রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ধ্বংস ও বরবাদি।
- আকল ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের গুরুত্ব, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পুরস্কার।
- আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলদেরকেও স্ত্রী-পুত্র দান করেছেন; যাতে তাঁরা শরিয়াহ-প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য আদর্শ হতে পারেন।

---

১৮৩. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ৪৩।

- হকের শক্তিমত্তা ও বাতিলের দুর্বলতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন :

- এককথায় আলোচ্য সুরাটি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে, হক অনেক শক্তিশালী, দৃঢ়মূল ও সুব্যক্ত; যদিও মানুষের চোখ তা না দেখে এবং তাদের হৃদয় তা ধারণ করতে না পারে। পক্ষান্তরে বাতিল সর্বদা দুর্বল, ভঙ্গুর ও পরাজিত; যদিও মানুষের চোখে তা চকচকে দেখায়।

- বাতিল নানা রূপে সমাজে প্রকাশ পায়। যেমন : ব্যাপক পাপাচার, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার, লোক-ঠকানো ব্যবসা, জুলুম ও অবিচার ইত্যাদি। এই সুরা আমাদেরকে বস্তুর বাহ্যিক রূপ দেখে প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে এবং ভেতরের অবস্থা যাচাই করার শিক্ষা দেয়। কারণ হক হলো উজ্জ্বল প্রদীপ্ত উদ্ভাসিত আর বাতিল হলো নিষ্প্রভ, ক্ষয়িষ্ণু ও নির্বাপিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কাফির ও নাফরমান ব্যতীত গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে সিজদাবনত হয়। (আয়াত : ১৫)

২. আল্লাহর জিকির সব হৃদয়কেই প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত করে—এমনকি কাফিরদের হৃদয়কেও। আজকাল অনেক কাফিরও মানসিক প্রশান্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত শোনে। (আয়াত : ২৮)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্ধারিত চিরন্তন সুন্নাহ ও চিরাচরিত নিয়ম হলো, গুনাহ নিয়ামত কেড়ে নেয়। তাই কেউ যদি চায় তার নিয়ামত অটুট থাকুক, তবে সে যেন নিয়ামত ব্যবহার করে আল্লাহর নাফরমানি না করে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি ডেকে না আনে। (আয়াত : ১১)

৪. আরবি ভাষা শেখার জন্য জোরদার মেহনত করা চাই। কারণ এটি কুরআনের ভাষা এবং কুরআন বোঝার মূল বুনিয়াদ। (আয়াত : ৩৭)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾

'আল্লাহ তাআলাই উর্ধ্বদেশে আসমানসমূহ স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত— যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।'[১৮৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি মত আছে :

প্রথমটি হলো, আল্লাহ তাআলা আসমানকে স্তম্ভ ছাড়াই উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ তাআলা স্তম্ভ সহযোগেই আসমানকে স্থাপন করেছেন; কিন্তু স্তম্ভগুলো আমরা দেখতে পাই না।

প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ﴾

'আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন; যাতে তা জমিনের ওপর পড়ে না যায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত।'[১৮৫]

---

১৮৪. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ২।
১৮৫. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৬৫।

সুরা ইবরাহিম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২।

নাম :

(إِبْرَاهِيْمُ) 'ইবরাহিম ﷺ'।

কেন এই নাম :

(إِبْرَاهِيْمُ) 'ইবরাহিম ﷺ' : সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ-এর পবিত্র স্মৃতিকে কালামুল্লাহর মাধ্যমে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাবলিগ, তাওহিদ ও শোকরের ক্ষেত্রে তিনি একাই ছিলেন একটি জাতির সমতুল্য। আলোচ্য সুরাটি এর সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটির শুরুতেই বলা হয়েছে, কুরআন এসেছে মানুষকে আঁধার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে :

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾

'আলিফ-লাম-রা; এটি একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি; যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনেন তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বময় প্রশংসার মালিক।'[১৮৬]

---

১৮৬. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১।

- আর শেষেও বলা হয়েছে, কুরআন হলো মানুষের জন্য একটি বার্তা :

﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

'এটি মানুষের জন্য একটি বার্তা; যাতে এর দ্বারা ওরা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে, তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং যাতে বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'[১৮৭]

এতে কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে : কুরআন হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পয়গাম ও পথনির্দেশ।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সকল রাসুলের পয়গাম এক ও অভিন্ন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- সকল নবি ও রাসুল একই রিসালাহ ও একই পয়গাম নিয়েই এসেছিলেন। আর তা হলো, তাওহিদ ও এক আল্লাহর ইবাদত।
- নবি-রাসুলদের দায়িত্ব এবং তাঁদের দাওয়াহ-পদ্ধতি।
- আল্লাহ তাআলার প্রতি নবিদের প্রবল তাওয়াক্কুল এবং শক্তিশালী ইয়াকিন ছিল। তাই তো দাওয়াহর কাজ করতে গিয়ে উম্মতের কাছ থেকে পাওয়া হাজারও কষ্ট ও লাঞ্ছনা তাঁরা নীরবে সহ্য করতে পেরেছেন।
- কাফিররা নবিদের প্রতি কেমন প্রশ্ন ও আপত্তি ছুড়ে দিয়েছিল, তারা নবিদেরকে কোন ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়েছিল।
- ইবলিসের দুর্বলতা। তার শক্তি মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- অন্তরে উত্তম কথার সুপ্রভাব এবং মন্দ কথার কুপ্রভাব।

১৮৭. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৫২।

- আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা। শোকরের কারণে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ইমান।
- জুলুম ও অন্যায়ের শাস্তি এবং জালিমের ব্যাপারে আল্লাহর আজাবের ধমকি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরায় সালাতের গুরুত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ইবরাহিম ﷺ তাঁর পরিবারকে মাসজিদুল হারামের নিকট ছেড়ে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'তারা যেন সালাত কায়িম করে।' তিনি আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দুআও করেন, তাঁর বংশধররা যেন সালাত কায়িমকারী হয়। (আয়াত : ৩৭, ৪০)

২. জুলুম দীর্ঘায়ত হতে দেখে মানুষ যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, আল্লাহ তাআলা জালিমদের ব্যাপারে গাফিল নন। তিনি জালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। (আয়াত : ৪২)

৩. মুবাল্লিগ ও দায়িগণ লোকদের হিদায়াতের জন্য যত কার্যকর পন্থা অবলম্বন করুক না কেন, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কেউ হিদায়াত পাবে না :

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾

'আলিফ-লাম-রা; এটি একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি; যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনেন তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বময় প্রশংসার মালিক।'[১৮৮]

৪. অনেক কাফির এমন আছে, যারা জীবনে বহু নেক কাজ করে, বহু মানুষের কল্যাণ সাধন করে। এসব দেখে আপনার অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি তাদের শেষ অবস্থার দিকে তাকান। তারা যদি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, কেবল তবেই তাদের এসব নেক আমল কাজে আসবে। যদি তারা

১৮৮. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১।

মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে এসব নেক আমল তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ শিরক মানুষের আমল বরবাদ করে দেয়। (আয়াত : ১৮)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

'মুসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "তোমার সম্প্রদায়কে আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে এসো এবং তাঁদেরকে আল্লাহর দিবসগুলোর[১৮৯] দ্বারা উপদেশ দাও।" এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।'[১৯০]

আমাদের উচিত ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করা। কারণ ইতিহাসে রয়েছে প্রচুর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। কত জাতিকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন, কত জাতিকে আল্লাহ আজাব দিয়েছেন। আলি ﷺ বলেন, 'যা দেখেছ, তা দিয়ে যা দেখো নাই, তা বোঝার চেষ্টা করো। কারণ অদেখা বিষয়গুলো দেখা বিষয়গুলোর মতোই।'

১৮৯. এখানে আল্লাহর দিবস বলতে সেই দিন বোঝানো হয়েছে, যে দিনগুলোতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল অথবা সেই দিনগুলো, যাতে ইসরাইলিরা মিসরে বন্দী অবস্থায় ভীষণ বিপদে দিন কাটাচ্ছিল এবং আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদের রক্ষা করেছিলেন।

১৯০. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৫।

সুরা আল-হিজর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৯।

নাম :

(اَلْحِجْرُ) 'কোল, ক্রোড়, একটি উপত্যকার নাম, যেখানে সামুদ জাতি বাস করত।'

কেন এই নাম :

(اَلْحِجْرُ) 'কোল' : কারণ ক্রোড় তার ভেতরে থাকা বস্তুর হিফাজত করে। আর সুরাটির বেশির ভাগ জুড়ে আছে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর দ্বীনের হিফাজত এবং তাঁর মাখলুকের হিফাজতের কথা।

আর আলোচ্য সুরায় (اَلْحِجْرُ) বলে বোঝানো হয়েছে ওই জনপদকে, যেখানে সামুদ জাতি বাস করত :

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾

'হিজরবাসীরাও রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।'[১৯১]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা দিয়ে :

﴿الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾

'আলিফ-লাম-রা; এগুলো মহাগ্রন্থের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।'[১৯২]

---

১৯১. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৮০।
১৯২. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ১।

- আর শেষ হয়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে :

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ﴾

'আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদত করুন।'[১৯৩]

আর ইবাদতের ওপর অবিচল থাকার সবচেয়ে বড় অসিলা ও মাধ্যম হলো কুরআন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহ কর্তৃক তাঁর দ্বীনের হিফাজত।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

আলোচ্য সুরাটি নিয়ে একটু ফিকির করলেই বোঝা যায়, এর শুরুভাগ, মধ্যভাগ এমনকি শেষভাগেও হিফাজতের কথা এসেছে :

- আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের হিফাজত করবেন :

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হিফাজতকারী।'[১৯৪]

- আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে হিফাজত করেন :

﴿وَلَقَدۡ جَعَلۡنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ - وَحَفِظۡنَٰهَا مِن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٍ﴾

---

১৯৩. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯৯।
১৯৪. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯।

'আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য; আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি।'[১৯৫]

- আল্লাহ তাঁর ভান্ডারে রিজিকের হিফাজত করেন :

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ - وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

'আমি জমিনে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং তোমরা যাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো না, তাদের জন্যও। আমার কাছেই আছে সব বস্তুর ভান্ডার এবং আমি নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি।'[১৯৬]

- জমিনে বৃষ্টির পানি হিফাজত করেন :

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ﴾

'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই; আর তোমরা এর ভান্ডাররক্ষক নও।'[১৯৭]

- আল্লাহ তাআলা আদম ও তাঁর বংশধরদের হিফাজত করেন :

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾

'শয়তান বলল, "হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন, তাই আমি পৃথিবীতে মানুষের সামনে পাপকর্মকে অবশ্যই

---

১৯৫. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ১৬-১৭।
১৯৬. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ২০-২১।
১৯৭. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ২২।

শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত।'"[১৯৮]

- আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম ﷺ ও তাঁর ভাইপো লুত ﷺ-কে হিফাজত করেন, যখন তিনি তাঁদের কওমকে ধ্বংস করে দেন।
- আল্লাহ তাআলা শুআইব ও সালিহ ﷺ-এর কওমকে ধ্বংস করেন; কিন্তু তাঁদের উভয়কেই হিফাজত করেন।
- আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-কে হিফাজত করেন :

﴿إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ﴾

'বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট।'[১৯৯]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আনন্দ-বিনোদন ও আমোদপ্রমোদের আধিক্য মানুষকে নেক আমল থেকে বঞ্চিত করে। (আয়াত : ৩)

২. যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন, কে কতটুকু পাবে তা নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে কখনো হারানো বস্তুর জন্য হা-হুতাশ করবে না; বরং সে তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। (আয়াত : ২১)

৩. শয়তান কখনো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজেই তার নিয়ন্ত্রণ শয়তানের হাতে তুলে দেয়। (আয়াত : ৪২)

৪. সালাত ও তাসবিহ অন্তরের চিন্তা, পেরেশানি ও টেনশন দূর করার কার্যকর মাধ্যম। (আয়াত : ৯৭, ৯৮)

---

১৯৮. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৩৯-৪০।
১৯৯. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৯৫।

৫. ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে মর্যাদাবান কাউকে সৃষ্টি করেননি। তিনি ছাড়া আর কারও হায়াতের নামে আল্লাহ কসম খাননি :

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

"আপনার জীবনের শপথ, তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।"'[২০০]

---

২০০. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৭২।

সুরা আন-নাহল

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২৮।

নাম :

১. (اَلنَّحْلُ) 'মৌমাছি'।

২. (اَلنِّعَمُ) : 'নিয়ামতরাজি'।

কেন এই নাম :

- (اَلنَّحْلُ) 'মৌমাছি' : মৌমাছি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এর জীবনচক্র বড়ই রহস্যময়। মৌমাছির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনেক নিয়ামত দান করেন। যেমন : মধু, মৌমাছি পরাগ[২০১] ইত্যাদি। আর এই সুরায় আল্লাহর নিয়ামতরাজির কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই হিসেবে সুরাটির আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে মৌমাছির সামঞ্জস্য রয়েছে।

- (اَلنِّعَمُ) : 'নিয়ামতরাজি' : আল্লাহ তাআলা এই সুরায় তাঁর অনেক নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন লোকদেরকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করে :

---

২০১. মৌমাছির দেহ সাধারণত অতি ক্ষুদ্র লোম দ্বারা আবৃত থাকে। মৌমাছি যখন ফুলে ফুলে বিচরণ করে, তখন তাদের শরীরের ক্ষুদ্র লোম পরাগরেণু আটকিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মৌমাছি এই পরাগরেণুসমূহকে এন্টিনা দ্বারা তাদের একত্র করে বল তৈরি করে তাদের পেছনের জোড়ার পায়ে এক ধরনের বিশেষ থলেতে রাখে। এই বলগুলোকেই মৌমাছি পরাগ বলে। এগুলো মানুষের জন্য অনেক পুষ্টিকর খাবার। আরও জানতে এই লিংকটি ফলো করতে পারেন : shorturl.at/hERW3।

﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ
لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ﴾

'তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর এই নির্দেশের ওহি নিয়ে ফেরেশতা পাঠান যে, তোমরা মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলবে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় করো।'[২০২]

- আর শেষও হয়েছে, ভীতিপ্রদর্শনের পদ্ধতি উল্লেখ করে :

﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾

'আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমাহ ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করুন উত্তম পন্থায়। আপনার রবের পথ থেকে কে বিচ্যুত হয়েছে, তা তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং কারা সঠিক পথে রয়েছে, তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।'[২০৩]

- সুরাটি শুরু হয়েছে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ
لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ﴾

'তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর এই নির্দেশের ওহি নিয়ে ফেরেশতা পাঠান যে, তোমরা মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলবে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় করো।'[২০৪]

- আর শেষ হয়েছে তাকওয়ার ফলাফল বর্ণনার মাধ্যমে :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

---

২০২. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ২।
২০৩. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫।
২০৪. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ২।

'আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।'[২০৫]

আর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো, বান্দা যখন তাকওয়া অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা। আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ওহি। বান্দা যেন এই নিয়ামতের কদর করে এবং এই নিয়ামত কৃতজ্ঞতা সহযোগে গ্রহণ করে।
- অনেক নিয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা এসেছে; যাতে মানুষ বুঝতে পারে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের কত কাছে, তিনি কত মেহেরবান এবং তিনি তাদের কত ভালোবাসেন। (আয়াত : ৪-১৬, ৬৫-৭২, ৭৮-৮১)
- আখিরাতে অবিশ্বাসীদের ইমান না আনার কারণ : ক. সত্যবিমুখতা ও খ. অহংকার। (আয়াত : ২২)
- হিজরত, জিহাদ, ইনসাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ; অশ্লীলতা, অন্যায় ও ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বেশকিছু শরয়ি আহকামের বিবরণ।
- নিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ। (আয়াত : ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৭৩, ১০১, ১০৩)
- শোকরকারীদের আদর্শ নমুনা উপস্থাপন। আর তিনি হলেন, সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম ﷺ। একজন মাত্র ব্যক্তি হয়েও তিনি কীভাবে একটি উম্মত ছিলেন।

২০৫. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৮।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইবরাহিম ﷺ-এর শোকরের কথা উল্লেখ করেছেন, ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ 'তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য শোকরগুজার'[২০৬] এবং শোকরের প্রতিদানের কথাও উল্লেখ করেছেন, ﴿اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ 'আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেছিলেন।'[২০৭]

সুবহানাল্লাহ! শোকর কত মুবারক আমল!! কত মুবারক এর প্রতিদান!!!

স্মর্তব্য যে, রবের প্রতি বান্দার শোকর হলো, তাওহিদ ফিল ইবাদাহ তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। আর শোকরের প্রতিদান হলো, আল্লাহর মনোনয়ন এবং হিদায়াত লাভ।

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর পরেই ইহসান তথা সদাচরণের কথা বলেছেন। কুরআনে অসংখ্য জায়গায় ইনসাফের পর ইহসানের কথা এসেছে।

৩. দুনিয়াতে কেউ নিয়ামত বেশি পায়, আবার কেউ কম পায়। যারা নিয়ামত পেয়েছে, তাদের তিনি শোকর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আর যারা মাহরুম হয়েছে, তাদেরকে সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যারাই ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের সবাইকে তিনি পবিত্র জীবন দান করার ওয়াদা করেছেন। (আয়াত : ৯৭)

৪. এখানে আমাদের হাফসা বিনতে সিরিন ﷺ-এর কথা মনে পড়ে। তার এক নেককার ও অনুগত ছেলে ছিল। ছেলেটি একদিন মারা যায়। তিনি খুবই মর্মাহত হন; অন্তরে ভীষণ চোট পান। রাত গভীর হলে তিনি সালাতে দাঁড়ান। সুরা নাহল দিয়েই তিনি কিরাআত শুরু করেন। তিনি যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌছেন, তার হৃদয়ের সব কষ্ট হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, তার অন্তর আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে ওঠে :

---

২০৬. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২১।
২০৭. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২১।

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

'তোমাদের নিকট যা আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'[২০৮]

৫. আল্লাহ তাআলা মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষের বাসগৃহে বাসা বাঁধতে, প্রত্যেক ফল থেকে আহার করতে এবং আল্লাহর শেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করতে। মৌমাছি যখন আল্লাহর নির্দেশ পালন করল, আল্লাহ তাআলা তার পেট থেকে মধু বের করলেন। এখানে বান্দাদের জন্য রয়েছে এক মহাশিক্ষা। তাঁরাও যদি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ তাআলা সমাজের জন্য অনেক কল্যাণ ও সাফল্যের ফায়সালা করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾

'আপনার রব মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে আর মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে।'[২০৯]

চিন্তা করে দেখুন, মৌমাছি কত নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালন করে! আপনি এই তিন জায়গা ছাড়া আর কোথাও মৌচাক দেখবেন না। সবচেয়ে বেশি মৌচাক দেখা যায় পাহাড়ে, তারপর গাছে, তারপর মানুষের নির্মিত অবকাঠামোতে—আয়াতে যেভাবে এসেছে ঠিক সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে।

---

২০৮. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৬।
২০৯. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৬৮।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

'তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।'[২১০]

এই হলো বান্দার সঙ্গে আল্লাহর আচরণ।

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ﴾

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ।'[২১১]

আর এ হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার আচরণ।

আল্লাহ ও বান্দার আচরণের মাঝে পার্থক্য নিয়ে একুট চিন্তা করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফিক দিন।

---

২১০. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮।
২১১. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৩৪।

সুরা আল-ইসরা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১১।

নাম :

১. (اَلْإِسْرَاءُ) 'নৈশভ্রমণ', 'মিরাজ'।

২. (بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) 'ইয়াকুব -এর বংশধর'।

কেন এই নাম :

- (اَلْإِسْرَاءُ) 'নৈশভ্রমণ', 'মিরাজ' : কারণ সুরাটি রাসুলুল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিজা মিরাজের আলোচনা দিয়েই শুরু হয়েছে। মিরাজ রাসুলুল্লাহর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক, যা অন্য কোনো নবি লাভ করেননি। আলোচ্য সুরায় কিতাব ও রিসালাত বনি ইসরাইল থেকে উম্মতে মুহাম্মাদির কাছে এসে যাওয়ার বিবরণও এসেছে।
- (بَنِيْ إِسْرَائِيْلُ) : 'বনি ইসরাইল' : কারণ এই সুরায় বনি ইসরাইলের অবস্থা এবং জমিনে তাদের ছড়ানো ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার কথা এসেছে।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- সাইয়িদা আয়িশা সিদ্দিকা বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ

'রাসুলুল্লাহ সুরা বনি ইসরাইল ও সুরা জুমার না পড়ে ঘুমাতেন না।'[২১২]

২১২. সুনানুত তিরমিজি : ২৯২০; হাদিসের মান : হাসান।

❁ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾

'নিশ্চয় এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ়।'[২১৩]

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ﴾

'আমি সত্যসহই কুরআন নাজিল করেছি এবং তা সত্যসহই নাজিল হয়েছে।'[২১৪]

যাতে কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কুরআনের মূল্য ও মর্যাদা।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিতাব ও রিসালাত নতুন এক জাতির নিকট স্থানান্তর। আর সেই নতুন জাতি হলো আরব। (আয়াত : ২, ৩)
- তাওরাতে বনি ইসরাইলের সীমালঙ্ঘনের সংবাদ। (আয়াত : ৪)
- উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর কুরআন নাজিল। (আয়াত : ৯)
- কুরআনের সকল বিধিবিধান মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন : মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আত্মীয় ও এতিমদের প্রতি অনুগ্রহ, অপব্যয় ও কৃপণতা বর্জনের নির্দেশ, অন্যায়ভাবে সন্তান ও মানুষ হত্যা নিষিদ্ধকরণ,

---

২১৩. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৯।
২১৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ১০৫।

ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ, অন্যের সম্পদ বিশেষ করে এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা অবৈধ ঘোষণা, অঙ্গীকার পালন, ওজনে কম না দেওয়ার নির্দেশ, বিনয় ও নম্রতা ইত্যাদি। (আয়াত : ২৩-৩৮)

- কুরআনের মর্যাদা ও গুরুত্ব। (আয়াত : ৪৫, ৫৮, ৬০, ৭৩, ৭৮, ৮৯)
- কুরআন শিফা ও রহমত। (আয়াত : ৮২)
- কুরআনের আজমত ও জালাল, সম্মান ও মর্যাদা। (আয়াত : ৮৮, ৮৯)
- কুরআনুল কারিমের ভূমিকা। (আয়াত : ১০৫, ১০৬)
- কুরআনের প্রতি ইমান আনার দাওয়াহ। (আয়াত : ১০৭, ১০৮, ১০৯)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আমল যেমন তার প্রতিদানও তেমন হয়ে থাকে। (আয়াত : ৭)

২. আলোচ্য সুরায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্দেশসমূহ বর্ণনা করা শুরু করেছেন তাওহিদ দিয়ে। আবার শেষও করেছেন তাওহিদ দিয়ে। এতে বোঝা যায়, আমল কখনো আকিদা থেকে পৃথক হতে পারে না। (আয়াত : ২২-৩৯)

৩. সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো মধ্যমপন্থা। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআয় এসেছে : (أَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى) 'হে আল্লাহ, আমি গরিব ও ধনীর মধ্যবর্তী অবস্থা কামনা করি।'[২১৫] (আয়াত : ২৯)

৪. আদম-সন্তানের সঙ্গে শয়তান ইবলিসের শত্রুতার ইতিহাস মানবসৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই। মানবজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী আছে—আছে বিচিত্র সব অস্ত্রশস্ত্র। (আয়াত : ৬২, ৬৪)

৫. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়গুলোতে সকল বনি ইসরাইল এক জায়গায় একত্রিত হবে; যাতে অনায়াসে তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করা যায়। (আয়াত : ১০৪) দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনার একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

২১৫. সুনানুন নাসায়ি : ১৩০৫।

ثُمَّ يُسَلِّطُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، فَيَقْتُلُونَهُ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ، لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْحَجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ: هَذَا يَهُودِيٌّ تَحْتِي فَاقْتُلْهُ

'তারপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে দাজ্জালের ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করবেন। তখন মুসলিমরা দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের হত্যা করবে। এমনকি কোনো ইহুদি যখন গাছ কিংবা পাথরের নিচে আত্মগোপন করবে, সেই গাছ বা পাথরটি মুসলিমকে ডেকে বলবে, "এই যে আমার নিচে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা করো।"'[২১৬]

---

২১৬. মুসনাদু আহমাদ : ৫৩৫৩।

সুরা আল-কাহফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১০।

নাম :

১. (اَلْكَهْفُ) 'গুহা, গর্ত'।

২. (أَهْلُ اَلْكَهْفِ) 'গুহাবাসী, গর্তে আশ্রয়গ্রহণকারী'।

৩. (أَصْحَابُ اَلْكَهْفِ) 'গুহাবাসী'।

কেন এই নাম :

বান্দা দুনিয়ার জীবনে নানান ফিতনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কখনো সম্পদের ফিতনা, কখনো ক্ষমতার ফিতনা, কখনো ইলমের ফিতনা, আবার কখনো দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা। এই সুরায় বিভিন্ন ফিতনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুরাটির নাম আসহাবে কাহফ রাখার কারণ হলো, তারা সবচেয়ে বড় ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর তা হলো দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ»

'যে ব্যক্তি যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে সুরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, তবে সেটি তার অবস্থানস্থল থেকে মক্কা পর্যন্ত তার জন্য নুর হবে।'[২১৭]

২১৭. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ১০৭২২। হাদিসের মান : সহিহ।

• রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ»

'যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে।'[২১৮]

❀ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

▪ সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا﴾

'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব নাজিল করেছেন এবং এতে কোনো বক্রতা রাখেননি।'[২১৯]

▪ আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا﴾

'বলুন, "আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে—আমরা এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।"'[২২০]

যেহেতু সুরাটি ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেছে, কুরআনের কথা দিয়েই শুরু ও শেষ করাই সংগত। কারণ কুরআনই সকল ফিতনা নির্মূলের আসল হাতিয়ার।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা।

---

২১৮. সহিহু মুসলিম : ৮০৯।
২১৯. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১।
২২০. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০৯।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা। একদল যুবকের গল্প, যারা নিজেদের দ্বীনের হিফাজতের জন্য জালিম বাদশাহর রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। (আয়াত : ৯-২৪)
- দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা থেকে বাঁচার কতিপয় আমল : নেককারদের সুহবত, আখিরাতের স্মরণ, কুরআনের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর। (আয়াত : ২৭, ২৮ ও ২৯)
- সম্পদের ফিতনা। জোড়া উদ্যানের মালিকের গল্প। (আয়াত : ৩২-৪৪)
- সম্পদের ফিতনা থেকে বাঁচার দুটি উপায় : দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকা। (আয়াত : ৪৫, ৪৬)
- ইলমের ফিতনা। মুসা ও খাজির ﷺ-এর ঘটনা। (আয়াত : ৬০-৭২)
- ইলমের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় : বিনয়ী হওয়া এবং ইলম নিয়ে অহংকার না করা। (আয়াত : ৬৯)
- ক্ষমতা ও রাজত্বের ফিতনা। জুল কারনাইন ﷺ-এর গল্প। (আয়াত : ৮৩-৮৯)
- ক্ষমতার ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় : আমলে ইখলাস অবলম্বন এবং আখিরাতের স্মরণ। (আয়াত : ১০৩, ১০৪)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. দুনিয়ার বুকে যত ফিতনা ও ফাসাদ সবকিছুর মূল কারিগর হলো ইবলিস। কারণ আদম-সন্তানের সঙ্গে তার প্রাচীন শত্রুতা। (আয়াত : ৫০)

২. আলোচ্য সুরায় দাওয়াহ ইলাল্লাহর সবগুলো স্তরের কথা এসেছে :

- যুবকদল এলাকার বাদশাহকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছে।
- বন্ধু বন্ধুকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছে।
- শিক্ষক ছাত্রকে দাওয়াত দিচ্ছে।
- বাদশাহ জনগণকে দাওয়াত দিচ্ছে।

৩. আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফ তথা গুহাবাসী যুবকদের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু চিরদিনের জন্য তাদের আমলকে সংরক্ষণ করেছেন। কারণ মানুষের মূল্যায়ন হয় তার আমল দিয়ে—নাম, আকৃতি কিংবা বংশ দিয়ে নয়।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾

'স্মরণ করুন, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, "আদমকে সিজদা করো", তখন তারা সবাই সিজদা করল—ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ইবলিসকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের দুশমন। জালিমদের এই বিনিময়[২২১] কত নিকৃষ্ট!'[২২২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কত আশ্চর্য রকম সূক্ষ্মভাবে আমাদেরকে তিরস্কার করছেন! আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইবলিস যখন তোমাদের পিতা আদমকে সিজদা করল না, আমি তাকে আমার শত্রু ঘোষণা করলাম। তোমাদের কারণেই আমি তাকে আমার শত্রু বানিয়েছি। আর এখন তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে শয়তান ও তার অনুসারীদেরকে বন্ধু বানাচ্ছ?! (ইবনুল কাইয়িম/আত-তাফসিরুল কাইয়িম)

---

২২১. এখানে বিনিময় মানে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান ও তার অনুসারীদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা।

২২২. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫০।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا - فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا﴾

'"তোমরা আমাকে লৌহপিণ্ড এনে দাও।" তারপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো, তখন সে বলল, "তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো।" অবশেষে যখন তা আগুনের মতো উত্তপ্ত হলো, তখন সে বলল, "তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দিই।" এরপর ইয়াজুজ-মাজুজ এই প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না এবং ভেদও করতে পারল না।'[২২৩]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কারাগার তৈরি করা এবং ফাসাদকারীদের এতে আটকে রাখা বৈধ।'

৬. কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবরে নামাজ পড়া এবং কবরের ওপর অবকাঠামো নির্মাণ করা হারাম। এই মাসআলার অনেক দলিল রয়েছে :

- সাইয়িদা আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ বলেন, 'উম্মু হাবিবা ও উম্মু সালামা হাবশায় দেখা একটি গির্জার কথা আলোচনা করেন, যার ভেতর অনেক চিত্র ছিল। তাঁরা এই বিষয়টি রাসুলুল্লাহকে বললে তিনি বলেন :

  «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  "ওই সব লোক তাদের কোনো নেককার লোকের মৃত্যু হলে তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং এর ভেতরে ওই ছবিগুলো অঙ্কন করে। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।"'[২২৪]

২২৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৯৬-৯৭।
২২৪. সহিহ মুসলিম : ৫২৭।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবিদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।'[২২৫]

আয়িশা ও ইবনে আব্বাস رضي الله عنهم বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এহেন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করেছেন।'

---

২২৫. সহিহুল বুখারি : ৪৩৫।

সুরা মারয়াম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৮।

নাম :

১. (مَرْيَمُ) 'ইসা ﷺ-এর আম্মাজান'।

২. (كهيعص) 'হুরুফে মুকাত্তাআহ'।[২২৬]

কেন এই নাম :

- (مَرْيَمُ) 'সাইয়িদুনা ইসা ﷺ-এর আম্মাজান' : মারয়াম ﷺ-এর ফজিলত ও মর্যাদা বোঝানোর জন্য তাঁর নামে সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ»

'জগতের সর্বোত্তম নারী হলেন মারয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।'[২২৭]

---

২২৬. অনেক সুরার শুরুতে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআহ' আছে। সুরা বাকারা, আলি ইমরান, আনকাবুত, রুম, লুকমান ও সাজদার শুরুতে আছে (الٓمٓ); সুরা আরাফের শুরুতে আছে (الٓمٓصٓ); সুরা ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, ইবরাহিম ও হিজরের শুরুতে আছে (الٓر); সুরা রাদের শুরুতে আছে (الٓمٓر); সুরা মারয়ামের শুরুতে আছে (كٓهيعٓصٓ); সুরা তহার শুরুতে আছে (طه); সুরা শুআরা ও কাসাসের শুরুতে আছে (طسٓمٓ); সুরা নামলের শুরুতে আছে (طس); সুরা ইয়াসিনের শুরুতে আছে (يس); সুরা সাদের শুরুতে আছে (صٓ); সুরা গাফির, ফুসসিলাত, জুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফের শুরুতে আছে (حمٓ); সুরা শুরার শুরুতে আছে (حمٓ عسٓقٓ); সুরা কাফের শুরুতে আছে (قٓ); সুরা কলামের শুরুতে আছে (نٓ)।

২২৭. সহিহ মুসলিম : ২৪৩০।

- (كهيعص) 'হুরুফে মুকাত্তাআহ' : কারণ আল্লাহ তাআলা এই হরফগুলো দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।

❁ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- দুআর দুটি অর্থ রয়েছে :

ক. (دُعَاءٌ بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ) ইবাদাহ তথা ইমান ও নেক আমল।

খ. (دُعَاءٌ بِمَعْنَى الطَّلَبِ) 'প্রার্থনা বা কোনো কিছু চাওয়া। সুরাটি শুরু হয়েছে প্রথম অর্থে দুআর কথা উল্লেখ করে :

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

'হে আমার রব, আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।'[২২৮]

- আর শেষ হয়েছে ইবাদাহ অর্থে দুআর কথা উল্লেখ করে :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

'যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে, দয়াময় রব অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।'[২২৯]

বান্দার জীবনে দ্বীনের গুরুত্ব এবং প্রজন্মপরম্পরায় বান্দাদের জন্য ইসলামের অপরিহার্যতা বোঝাতে এমনটি করা হয়েছে।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দ্বীনের মিরাস রেখে যাওয়ার গুরুত্ব।

---

২২৮. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৪।
২২৯. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৯৬।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- এই সুরায় দ্বীনের মিরাস ও উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে। জাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে সন্তানলাভের জন্য দুআ করেন। তিনি সন্তান এই জন্য চাননি যে, সন্তানের জন্য তাঁর জীবনকে উপভোগ্য করে তুলবে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে সে তাঁর সহযোগী হবে। বরং তিনি দ্বীনের মহান দায়িত্ব আদায় করার জন্যই আল্লাহর কাছে সন্তান চান। এটি সুরায় উল্লেখিত দ্বীনের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত। (আয়াত : ২-১৫)

- আলোচ্য সুরায় দ্বীনের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার দ্বিতীয় আরেকটি নমুনা পেশ করা হয়েছে। ইমরানের স্ত্রী তার মেয়ে মারয়ামকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন। মারয়াম দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত হন। তাঁর গর্ভেই জন্মলাভ করেন মহান নবি সাইয়িদুনা ইসা ﷺ। (আয়াত : ১৬-৩৪)

- উল্লিখিত নমুনাদুটির বিপরীত একটি দৃষ্টান্তও সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এক পিতার গল্প, যে তার সন্তানকে দ্বীনের উত্তরাধিকারী বানায়নি। বরং সন্তান যখন হকের দাওয়াত দিতে শুরু করে, পিতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি ইবরাহিম ﷺ ও তাঁর পিতার গল্প। ইবরাহিম ﷺ জীবন বাজি রেখে হকের দাওয়াত দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁকে মুবারক উত্তরসূরি দান করেন এবং তাঁর কাজের উত্তম বদলা দেন। তাঁর বংশ থেকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো নবি জন্মগ্রহণ করেন। (আয়াত : ৪১-৫০)

- দ্বীনের হিফাজত ও দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখার জন্য নবিগণ যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে চারপাশের সবাইকে অসিয়ত করে যেতেন। সাইয়িদুনা মুসা ও তাঁর ভাই সাইয়িদুনা হারুন ﷺ-এর ইতিহাস এ বিষয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

- আলোচ্য সুরায় নেককার বংশধরের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা প্রজন্ম-পরম্পরায় তাবলিগে দ্বীন ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যান। (আয়াত : ৫৮)

- আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি—এর কোনো প্রয়োজনও তাঁর নেই। এই ধরনের বিষয়াদি থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। কারণ তিনি আসমান, জমিন ও গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। খ্রিষ্টানরা সাইয়িদুনা ইসা ﷺ-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। এটি সম্পূর্ণ বাতিল বিশ্বাস।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ তাঁর পিতাকে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখিয়েছেন; শয়তানের আনুগত্য করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তবে এই দাওয়াহ দিতে গিয়েও তিনি পিতাকে (يَا أَبَتِ) 'আমার প্রিয় বাবা' না বলে সম্বোধন করেননি। আর আল্লাহর নামগুলোর মধ্যে (الرحمن) 'পরম করুণাময়' নামটি ছাড়া আর কোনো নাম ব্যবহার করেননি। এর মাধ্যমে তিনি পিতার প্রতি নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন করেছেন এবং পিতার হৃদয়ে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন।

২. যে ব্যক্তিই সালাতকে বরবাদ করেছে, সালাতের ব্যাপারে অবহেলা দেখিয়েছে, সে নফস ও প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ে গুনাহের সাগরে ডুবে গেছে। (আয়াত : ৫৯)

৩. দ্বীনের ওপর অবিচলতা এবং ধারাবাহিক নেক আমল বান্দাকে আল্লাহর প্রিয় করে তোলে। পৃথিবীতেও সে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং মানুষের ভালোবাসা পায়। (আয়াত : ৯৬)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

'আর তোমরা প্রত্যেকে জাহান্নামে উপনীত হবে; এটি আপনার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।'[২৩০]

---

২৩০. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৭১।

এই আয়াতে যে প্রত্যেকের জাহান্নামে উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যা নিয়ে মুফাসসিরদের মতানৈক্য রয়েছে। এখানে কয়েকটি মত উল্লেখ করা হলো :

- এখানে উপনীত হওয়া মানে প্রবেশ করা। প্রত্যেকেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জাহান্নামের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।
- সবাই জাহান্নামে উপনীত হওয়ার অর্থ হলো, সবাইকে পুলসিরাত পার হতে হবে। আর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে জাহান্নামের ওপর।
- জাহান্নামে উপনীত হওয়ার অর্থ জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া। (আদওয়াউল বায়ান, শানকিতি)

৫. সহিহ হাদিসে এসেছে, (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) 'দুআই ইবাদত।'[২৩১]

সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ যখন বলেন :

﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾

'আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো, তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; আমি আমার রবের ইবাদত করি। আশা করি, আমার রবের ইবাদত করে আমি ব্যর্থ হব না।'[২৩২]

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾

২৩১. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৭৯।
২৩২. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৪৮।

'তারপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবি করলাম।'[২৩৩]

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾

'তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, "দুই দলের[২৩৪] মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিশ হিসেবে উত্তম।"'[২৩৫]

কাফির ও বাতিলরা সব সময় পার্থিব উন্নতি ও প্রগতিকে কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিজেদের বৈষয়িক অগ্রগতি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। কারণ তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। অথচ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। কিন্তু তারা এই পরম সত্য থেকে বহু দূরে। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামের নিয়ামত পেয়ে আমরা ধন্য। আর ইসলামই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

---

২৩৩. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৪৯।
২৩৪.অর্থাৎ কাফিররা মুমিনদের বলে, 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ?'
২৩৫. সুরা মারয়াম, ১৯ : ৭৩।

সুরা তহা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৩৫।

নাম :

১. (طه) 'হুরুফে মুকাত্তাআহ'।

২. (موسى) 'মুসা ﷺ'।

কেন এই নাম :

- (طه) : হুরুফে মুকাত্তাআহর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা এই হরফদুটি দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন, তাই এই নাম। এই হরফগুলো মূলত কুরআনের মুজিজা। তাই আরবি ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও আরবরা এই হরফগুলোর মর্ম অনুধাবন করতে অক্ষম।
- (موسى) 'মুসা ﷺ' : কারণ এই সুরায় প্রচুর পরিমাণে সাইয়িদুনা মুসা ﷺ-এর আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে—যেমনটি অন্য কোনো সুরায় হয়নি।'

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- 'কুরআন মানবজাতির জন্য রহমত, সৌভাগ্য ও স্বস্তি নিয়ে এসেছে, কষ্ট ও দুর্দশা নয়'—এই মর্মে একটি বিবৃতির মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ﴾

'আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি কুরআন নাজিল করিনি।'[২৩৬]

- আর শেষ হয়েছে 'যে কুরআন থেকে বিমুখ হবে, সে সৌভাগ্য-বঞ্চিত দুর্ভাগা'—এই মর্মে একটি বিবৃতির মাধ্যমে :

---

২৩৬. সুরা তহা, ২০ : ২।

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ﴾

'যে আমার জিকির (কুরআন) থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন, আর কিয়ামতের দিন তাকে আমি তুলব অন্ধ অবস্থায়।'[২৩৭]

যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম এবং কুরআনের অনুসরণই সকল কামিয়াবির মূল।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইসলাম সৌভাগ্যের রাজপথ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আলোচ্য সুরায় সাইয়িদুনা মুসা ﷺ-এর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে : দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি কেমন দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিলেন, কেমন সবর ও ধৈর্য নিয়ে তিনি বনি ইসরাইলকে আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন। তাঁর দাওয়াহর এই মহা ইতিহাস মুমিনদের জন্য নানান শিক্ষণীয় উপকরণে ভরপুর। তাই কুরআনে বারবার দৃষ্টান্ত হিসেবে মুসা ﷺ-এর কাহিনি পেশ করা হয়েছে।

- ফিরআউনের জাদুকররা মুসা ﷺ-এর মুজিজা দেখে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসেন। ফলে তাঁরা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। ফিরআউনের হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও তাঁরা ইমানের ওপর অটল-অবিচল থাকেন। (আয়াত : ৭০-৭৩)

- সৌভাগ্যবান হওয়ার আরও একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য সুরায় এসেছে। আর তা হলো আদম ও হাওয়া ﷺ-এর ইতিহাস। তাদের গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর আনুগত্য মানুষের জন্য নিয়ে আসে সৌভাগ্য আর আল্লাহর অবাধ্যতা বয়ে আনে হতাশা ও দুর্ভাগ্য। (আয়াত : ১১৫-১২৭)

---

২৩৭. সুরা তহা, ২০ : ১২৪।

- সুরাটি শেষ হয়েছে (الرِّضَا) তথা সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়টির কথা উল্লেখ করে। আর সন্তুষ্টি হলো সুখ ও সৌভাগ্যের শিখরচূড়া। (আয়াত : ১৩০)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম একটি উপায় হলো, আল্লাহর পছন্দনীয় কাজসমূহ সম্পাদনে সব সময় অগ্রগামী থাকা। (আয়াত : ৮৪)

২. রাসুলের অবাধ্যতা ফিতনায় পতিত হওয়ার কারণ। (আয়াত : ৮৫-৯৭)

৩. সালাত কায়িম করার বরকতে বান্দা রিজিক লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (আয়াত : ১৩০, ১৩২)

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

'ঘুমের ঘোরে কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে কারও যদি সালাত ছুটে যায়, তবে স্মরণ হলেই যেন সে তা আদায় করে নেয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) 'আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম করো।'[২৩৮]

৫. উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ বলেন, 'একবার জনৈক বেদুইন তার সহচরদের প্রশ্ন করে, "পৃথিবীর কোন ভাইটি তার ভাইয়ের সবচেয়ে বড় উপকার করেছিল?" তারা বলল, "আমরা জানি না।" সে বলল, "আমি জানি এর উত্তর। তিনি হলেন মুসা ﷺ। তিনি তাঁর ভাই হারুনকে নবুওয়ত দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।"' আয়িশা ﷺ বলেন, 'সে ঠিক বলেছে।' (ইবনু আবি হাতিম)

২৩৮. সহিহ মুসলিম : ৬৮৪।

৬. আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে বলেন :

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾

'আমি আমার নিকট থেকে তোমার ওপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম।'[২৩৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-এর দুচোখে এমন এক আকর্ষণ দিয়েছিলেন, যে-ই তাঁর চোখে চোখ রাখত, তার হৃদয় ভালোবাসায় ভরে যেত।' (ইবনু আসাকির)

---
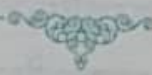
২৩৯. সুরা তহা, ২০ : ৩৯।

সুরা আল-আম্বিয়া

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১২।

নাম :

(الأَنْبِيَاءُ) 'নবিগণ'।

কেন এই নাম :

এই সুরায় এক অপূর্ব বিন্যাসে বহু সংখ্যক নবির আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তাঁরা সবাই একই উম্মাহ।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে নাসিহা ও দাওয়াহর কথা বলে :

﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ - مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾

'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন; অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। যখনই তাদের কাছে তাদের রবের কোনো নতুন উপদেশ আসে, তারা তা শোনে খেলার ছলে।'[২৪০]

- আর শেষও হয়েছে নাসিহা ও দাওয়াহর মাধ্যমে :

﴿إِنَّ فِى هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ﴾

'নিশ্চয় এতে ইবাদতগুজারদের জন্য উপদেশ রয়েছে।'[২৪১]

---

২৪০. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১-২।
২৪১. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৬।

এই নাসিহা ও দাওয়াহ মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রহমত।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

নবি-প্রেরণ মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রহমত।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- গাফিলতি ও অবহেলায় মত্ত লোকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। (আয়াত : ১, ২)
- পূর্ববর্তী যুগের কাফির ও মিথ্যুকদের ভয়ানক পরিণতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বর্তমান যুগের কাফিরদের সতর্কীকরণ। (আয়াত : ১২-১৫, ৩৯-৪১)
- নবিগণ ও তাঁদের উম্মতের ইতিহাস। সকল নবিদের উম্মতই একই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। (আয়াত : ৪৮-৯২)
- কিয়ামত ও হাশরের অবস্থার বর্ণনা। (আয়াত : ৯৭-১০৪)
- আল্লাহর অসীম কুদরত, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা; যাতে মানুষ আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ অনুধাবন করতে পারে। (আয়াত : ৩০-৩৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন, তারা শোকর করে কি না এবং মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন, তারা সবর করে কি না। (আয়াত : ৩৫)

২. বিশ্বজগতের সূচনা নিয়ে হাজার বছর আগে নাজিলকৃত কুরআনের দেওয়া নিখুঁত তথ্য বড়ই বিস্ময়কর। এটি কুরআন ওহি হওয়ার দলিল। কুরআন বলছে : আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তথা গোটা বিশ্বজগৎ একটি বিন্দুতে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তারপর আল্লাহ এগুলোকে বিস্তৃত করেছেন। (আয়াত : ৩০) আধুনিক বিজ্ঞানও অবশেষে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে,

বিশ্বজগতের সূচনা বিগব্যাং তথা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে হয়েছিল। গোটা বিশ্বজগৎ আদিতে একটি বিন্দুতে একত্রিত ছিল। তারপর সেই বিন্দুটি বিস্ফোরিত হয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হওয়ার প্রক্রিয়ায় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

৩. আলোচ্য সুরায় বেশ দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা হয়েছে ইবরাহিম ﷺ-কে নিয়ে। কারণ তিনি আবুল আম্বিয়া তথা নবিগণের পিতা। তাঁর বংশ থেকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবি প্রেরণ করেছেন।

৪. আল্লাহ তাআলা নবিগণের দুআ দ্রুত কবুল করার মূল রহস্য হলো, নেক কাজে তাঁদের অগ্রগামিতা, ভয় ও আশা নিয়ে প্রার্থনা এবং আল্লাহর সামনে বিনয়-নম্রতা। (আয়াত : ৯০)

৫. ইমান—আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। (আয়াত : ৯৪)

৬. সকল নবিকেই বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে; কিন্তু আমাদের নবিকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে—জিন কিংবা ইনসান সবার জন্য। (আয়াত : ১০৭)

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, আওয়াম জনসাধারণের জন্য আলিমদের তাকলিদ অপরিহার্য। ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ "তোমরা যদি না জানো, তবে আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করো।"[২৪২] কুরআনের এই আয়াতের এটিই উদ্দেশ্য। সকল ফকিহগণ এই ব্যাপারে একমত যে, অন্ধ ব্যক্তি সালাতের জন্য কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের তাকলিদ করবে। অনুরূপভাবে যার কুরআনের ইলম নেই, তার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের তাকলিদ করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই। মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ বলেন, "ইলম হলো দ্বীন। তাই এই দ্বীন তোমরা কার কাছ থেকে নিচ্ছ যাচাই করে নিয়ো।"'

২৪২. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৭।

“

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর
চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের
অন্তরসমূহে তালা রয়েছে

{ সুরা মুহাম্মাদ : ২৪ }

সুরা আল-হাজ

মাক্কি সুরা। তবে (৯-২৩ নং আয়াত) মাদানি। আয়াতসংখ্যা : ৭৮।

নাম :

(اَلْحَجُّ) 'হজ'।

কেন এই নাম :

এই সুরায় হজের আলোচনা এসেছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

'হে মানুষ, ভয় করো তোমাদের রবকে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।'[২৪৩]

- আর শেষ হয়েছে তাকওয়ার কতিপয় নিদর্শন যেমন : সালাত, জাকাত, মুজাহাদা, নেক আমল, আল্লাহকে অবলম্বন করা ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে :

﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾

২৪৩. সুরা আল-হাজ, ২২ : ১।

'আর তোমরা যথার্থরূপে আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটি তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও; যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়িম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন করো; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!'[২৪৪]

কারণ তাকওয়া হলো, উম্মাহর মূলভিত্তি এবং তাদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের মূল বুনিয়াদ।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

উম্মাহর বিনির্মাণে হজের ভূমিকা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- তাকওয়ার নির্দেশ, নির্দেশ পালনের বিচারে মানুষের প্রকার, তাকওয়ার পুরস্কার। (আয়াত : ১-২৪)
- স্রষ্টার অস্তিত্ব, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, অনিবার্য কিয়ামত, আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ইত্যাদির মতো আকিদাগুলোর পক্ষে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন। (আয়াত : ৫)
- বাইতুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস। বান্দাদেরকে হজের দিকে আহ্বান।
- হজের বিধিবিধান, ফজিলত, আদব ইত্যাদির বর্ণনা। হজের মূল উদ্দেশ্য অন্তরে তাকওয়ার অনুভূতি অর্জন।
- দুশমনের কালো হাত থেকে ইবাদত ও ইসলামের শিআর ও নিদর্শনসমূহের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াইয়ের অনুমতি প্রদান।

---

২৪৪. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৭৮।

- নবিদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের দৃষ্টান্ত এবং তাদের পরিণতি।
- অন্তর তিন প্রকার : অসুস্থ অন্তর, কঠিন হৃদয় ও বিনয়-নম্র হৃদয়।
- কাফিররা সব সময় সংশয় ও সন্দেহে ভোগে।
- দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যের লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরতের ফজিলত ও পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও মুহাজিরদের রিজিক দান করবেন এবং আখিরাতেও রিজিক দান করবেন।
- বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে কাফিরদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহকে সিজদা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাঁদ, সূর্য, তারা এবং চতুষ্পদ জন্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ অনেক মুশরিক এসব বস্তুর পূজা করে। তাই আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এগুলো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এসবের দেখাশোনা করেন এবং তারা স্রষ্টাকে সিজদা করে। (আয়াত : ১৮)

২. যারা পায়ে হেঁটে হজ করতে আসে, আল্লাহ তাআলা তাদের কথা আগে উল্লেখ করেছেন আর যারা পশুর ওপর সওয়ার হয়ে আসে, তাদের কথা পরে উল্লেখ করেছেন। যাতে বহু কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে আসা বান্দাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আর সওয়ার হয়ে আসা হাজিরা পায়ে হেঁটে আসা হাজিদের তুচ্ছ মনে না করে। সেই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট হয়ে যায়, যে যেভাবেই আসুক হজ সবার জন্য এবং হজে এসে সবাই যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে বিনয়-নম্র হয়। (আয়াত : ২৭)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাহায্য লাভের সবচেয়ে উপযুক্ত হলো সত্যিকারের মুমিনরা, যারা সালাত কায়িম করে, জাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। (আয়াত : ৪০ ও ৪১)

৪. শিরকের ভ্রান্তি, মুশরিকদের মূর্খতা এবং তাদের জ্ঞানবুদ্ধির অসারতা তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা মাছির উদাহরণ দিয়েছেন। কারণ মাছি একটি তুচ্ছ, দুর্বল, নোংরা পতঙ্গ; কিন্তু সংখ্যায় অনেক। (আয়াত : ৭৩)

৫. এই সুরার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ :

- এই সুরায় মাক্কি আয়াত যেমন আছে, তেমনই আছে মাদানি আয়াতও।
- দিনে নাজিল হওয়া আয়াত যেমন আছে, তেমনই রাতে নাজিল হওয়া আয়াতও আছে।
- সফরে নাজিল হওয়া আয়াত যেমন আছে, তেমনই ঘরে নাজিল হওয়া আয়াতও আছে।
- এই সুরায় দুটি আয়াতে সিজদা আছে।
- এটি একমাত্র সুরা, যার নাম ইসলামের পঞ্চ রুকনের একটি।

৬. হজ আমাদের হাশরের ময়দানের কথা মনে করিয়ে দেয়। সকল মানুষ গনগনে সূর্যের নিচে একই জায়গায় একই লিবাস পরে হজ পালন করে।

৭. হজ আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময় ক্লান্ত, শ্রান্ত, ঘুমন্ত হাজিরা যখন মুয়াজ্জিনের ডাকে একসঙ্গে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন পুনরুত্থানের কথা মনে পড়ে।

৮. হজের সঙ্গে জিহাদের সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। মুজাহিদগণের মতো হাজিগণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট আমলগুলো আদায় করে, নির্দিষ্ট সময়ে গমনাগমন করে এবং নির্দিষ্ট স্থানে রাতযাপন করে। তাই তো হজের আয়াতের পর জিহাদের আয়াত এসেছে।

৯. সুরাটির শুরু ও শেষে আল্লাহর আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আয়াত : ১৮, ৭৭)

সুরা আল-মুমিনুন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১৮।

নাম :

১. (الْمُؤْمِنُوْنَ) 'মুমিনগণ'।

২. (قَدْ أَفْلَحَ) 'সফল হয়েছে'।

কেন এই নাম :

- (الْمُؤْمِنُوْنَ) 'মুমিনগণ' : কারণ সুরাটিতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
- (قَدْ أَفْلَحَ) 'সফল হয়েছে' : কারণ এই শব্দদুটি দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾

'নিশ্চয় মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে।'[২৪৫]

- আর শেষে বলা হয়েছে :

﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾

'নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।'[২৪৬]

২৪৫. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১।
২৪৬. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৭।

এই নাসিহা ও দাওয়াহ মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রহমত।

এ ছাড়াও আরও একটি মিল আছে—

- সুরাটির শুরুর দিকে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾

'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে।'[২৪৭]

- আর শেষ দিকে ইরশাদ হয়েছে :

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না।'[২৪৮]

এই আয়াতদুটো দিয়ে সুরা শুরু ও শেষ করার কারণ হলো, মানুষ সৃষ্টির হিকমত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা আর এ কথা স্পষ্ট করা যে, ইমান আনয়ন এবং মুমিনের গুণাবলি অর্জন করা ব্যতীত সাফল্য লাভের কোনো উপায় নেই।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মুমিনের গুণাবলি ও কাফিরের পরিণতি সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুমিনের গুণাবলি। (আয়াত : ১-৯)
- মুমিনের পুরস্কার। (আয়াত : ১০, ১১)
- প্রজন্ম পরম্পরায় মুমিনদের ইতিহাস। (আয়াত : ২৩-৫০)
- মুমিনের আরও কিছু গুণাবলি। (আয়াত : ৫৭-৬১)

---

২৪৭. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১২।
২৪৮. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৫।

- যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে কাফিরদের খণ্ডন। (আয়াত : ৭৮-৯১)
- মুমিন ও কাফিরের পরিণতি। (আয়াত : ৯৯-১১১)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার দলিল। এটি মুমিনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অন্যতম। (আয়াত : ১১৮)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনুল কারিমে কেবল দুই জায়গায় জান্নাতুল ফিরদাউসের কথা এসেছে : সুরা কাহফ এবং সুরা মুমিনুন। উভয় জায়গায় ফিরদাউসের সাথে দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে ইবাদত, কুরবানি, দ্বীনের খিদমতে অবিচল থাকার কথা এসেছে। যেমনটি আসহাবে কাহফের ঘটনা এবং আলোচ্য সুরায় মুমিনের গুণাবলির বর্ণনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।

২. আমাদের সব সময় আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও নিজেদের আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কি নিয়ামত পেয়ে আল্লাহর নাফরমানি করছি, না আল্লাহর শোকর ও আনুগত্য করছি। সাবধান! এমন যেন না হয়, নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন আর আমরা নাফরমানিতে আকণ্ঠ ডুবে আছি। যদি এমন হয়, তবে এটি অত্যন্ত ভয়ের কথা। কারণ এর অর্থ আল্লাহ আমাদের অবকাশ দিচ্ছেন; নাফরমানি করতে করতে যখন আমরা সীমালঙ্ঘন করে বসব, তখন সহসা তিনি আমাদের কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। (আয়াত : ৫৫, ৫৬)

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ﴾

'আর যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।'[২৪৯]

২৪৯. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৬০।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, অন্তরের পরিশুদ্ধি ও ইখলাসের অন্যতম নিদর্শন হলো, বান্দা সব সময় তার ইবাদত কবুল না হওয়ার ভয় করবে।

এই আয়াতের ব্যাপারে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'যারা ভয়ে ভয়ে গুনাহ করে, তাদের কথা বলা হচ্ছে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, 'নাহ, বরং তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা ভয়ে ভয়ে সালাত আদায় করে, ভয়ে ভয়ে সওম পালন করে, ভয়ে ভয়ে সাদাকা করে। আর তাদের ভয় হলো, আল্লাহ হয়তো তাদের এসব নেক আমল কবুল করবেন না।'[২৫০]

৪. রবি বিন খুসাইম ﵀ সাইয়িদুনা ইবনে মাসউদ ﵁-এর ছাত্রদের অন্যতম। তিনি তার ঘরে একটি কবর খনন করে রেখেছিলেন। যখনই তার অন্তরে কাঠিন্য অনুভব হতো, তিনি কবরে গিয়ে চিত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতেন আর বলতেন :

﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ - لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾

'হে আমার রব, আমাকে দুনিয়াতে আবার ফিরিয়ে দিন; যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি।'[২৫১]

তারপর তিনি কবর থেকে বেরিয়ে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'হে রবি, তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন পুনরায় কবরে যাওয়ার পূর্বে নেক আমল করে নাও।'[২৫২]

---

২৫০. সুনানুত তিরমিজি : ৩১৭৫।
২৫১. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০০।
২৫২. ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন।

সুরা আন-নুর

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬৪।

নাম :

(اَلنُّوْرُ) 'আলো'।

কেন এই নাম :

(اَلنُّوْرُ) 'আলো' : কারণ এই সুরায় ইসলামের আলোকিত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধ, লেনদেন, শিষ্টাচার, সচ্চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আহকাম সন্নিবেশিত হয়েছে।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- এই সুরায় উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-এর চারিত্রিক পবিত্রতা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। (সহিহুল বুখারি)

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যে জিনায় লিপ্ত হয়, তার শাস্তির বর্ণনা দিয়ে :

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের

প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখো; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[২৫৩]

- আর শেষ হয়েছে রাসুলুল্লাহর নির্দেশ যে অমান্য করে, তার শাস্তির কথা বলে :

﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'তোমরা রাসুলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো মনে করো না। তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে, আল্লাহ তো তাদের জানেন। অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন তাদের ওপর কঠিন পরীক্ষা কিংবা কষ্টদায়ক আজাব আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকে।'[২৫৪]

আল্লাহর ওহির বিরোধিতা বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতে আজাব ও শাস্তির উপযুক্ত করে তোলে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

চারিত্রিক পবিত্রতা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং সতী-সাধ্বী নারীদের ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কারণ সমাজের ওপর এসবের মারাত্মক প্রভাব পড়ে।
- উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ-এর ওপর আরোপিত নির্জলা মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন।

---

২৫৩. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২।
২৫৪. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৬৩।

- অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দূষণ থেকে সমাজকে পবিত্র রাখার উপায়-উপকরণ :

  ১. যারা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটায়, তাদের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি। (আয়াত : ১৯)

  ২. নারী ও পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ। (আয়াত : ৩০, ৩১)

  ৩. মাহরাম ছাড়া অন্যদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। (আয়াত : ৩১)

  ৪. যুবক-যুবতিদেরকে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান; যদিও তারা গরিব হয়। (আয়াত : ৩২)

  ৫. কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার আদব। (আয়াত : ৫৮-৫৯)

  ৬. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ। (আয়াত : ২১)

- সমাজের পরিশুদ্ধি শুরু হয় আল্লাহর ঘর মসজিদের ইবাদত থেকে। আর ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সালাত। (আয়াত : ৩৬, ৩৭)

- মেহমানদারির আদব ও আতিথেয়তার শিষ্টাচার। (আয়াত : ৬১)

- পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব লাভের উপায়-উপকরণ। (আয়াত : ৫৫, ৫৬)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেওয়ার পরেই এই আয়াতটি এসেছে :

'আল্লাহ তাআলা আসমানমণ্ডলী ও জমিনের নুর।'[২৫৫]

---

২৫৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩৫।

এখান থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে, হারাম থেকে নজরকে সংযত রাখে, আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়কে আলোকিত করবেন এবং তার অন্তরে হিকমাহ ও প্রজ্ঞা দান করবেন। (ইবনে তাইমিয়া)

২. কারও চরিত্র ও ইজ্জত নিয়ে কোনো অপবাদ রটলে সমাজের মানুষদের ওপর আল্লাহ তাআলা চারটি কাজ ফরজ করেছেন :

ক. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা।

খ. অপবাদ শোনামাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা।

গ. অপবাদের পক্ষে দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন করার দাবি করা।

ঘ. এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে তাড়াহুড়ো না করা।

এককথায় যখনই কোনো মুসলিম ভাই-বোনের চরিত্র নিয়ে কোনো অপবাদ কানে আসবে, আমরা বলব, তাকে আমরা সচ্চরিত্রবান বলেই জানি, এটি তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়; এই মিথ্যুকরা কেন তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করছে না? সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এমন জঘন্য অপবাদ আমরা শুনতেও চাই না, এই ব্যাপারে কিছু বলতেও চাই না। এসব ভিত্তিহীন গুজবের কোনো গুরুত্বই আমাদের কাছে নেই। (আয়াত : ১২-১৫)

৩. লজ্জাস্থানের পবিত্রতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। আলোচ্য সুরায় নয়টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বলা হয়েছে : চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা, মাথা, গলা, বুক ও অন্তর।

৪. যেমন কাজ তেমন পুরস্কার। (আয়াত : ২২)

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৭।

নাম :

(اَلْفُرْقَانُ) 'সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটি শুরু হয়েছে 'ফুরকান' তথা কুরআনের কথা উল্লেখ করে। আর কুরআন নাজিল হয়েছে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের লক্ষ্যে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মুশরিকদের কথা বলে :

﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا﴾

'আর মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানেরও কোনো শক্তি রাখে না।'[২৫৬]

- আর শেষ হয়েছে মুত্তাকিদের আলোচনা দিয়ে :

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا - وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا - وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ

২৫৬. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৩।

عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا - وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا - إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا- وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا -وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا - وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا - خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা (অভদ্রভাবে) সম্বোধন করলে তারা (বিতর্কে না গিয়ে) বলে "সালাম।"[২৫৭] যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়। যারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাবকে দূরে রেখো। নিশ্চয় জাহান্নামের আজাব সর্বনাশা। নিশ্চয় বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসেবে জাহান্নাম বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।" যারা খরচ করার সময় অপব্যয় করে না; আবার কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল আজাবের মাঝে থাকবে। সেই সব লোক ব্যতীত, যারা তাওবা করে, ইমান আনে এবং নেক আমল করে। আল্লাহ তাআলা

২৫৭. সালাম বলার অর্থ তাদের শান্তি কামনা করে এবং তর্কে অবতীর্ণ হয় না।

এমন লোকদের গুনাহসমূহ সাওয়াব দ্বারা বদলে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সঙ্গে তা পরিহার করে চলে। যাদেরকে আপন রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে সে সম্বন্ধে অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না। আর যারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দাও।" তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!'[২৫৮]

এভাবে শুরু ও শেষ করা হয়েছে; যাতে মুত্তাকি ও মুশরিকের বৈশিষ্ট্যাবলি ও তাদের উভয়ের পরিণাম স্পষ্ট হয়ে যায়।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কুরআন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- এই কথাটি সাব্যস্ত করা যে, কুরআনুল কারিম আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সত্য সহযোগে নাজিলকৃত আসমানি কিতাব এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসুল।
- হাশর ও বিচার দিবস। মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিন এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সব ধরনের দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে।
- মুমিনের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা।

---

২৫৮. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩-৭৬।

۞ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরাটির প্রতিটি মৌলিক স্তম্ভের শুরুতে (تَبَارَكَ) 'মহিমান্বিত হয়েছেন' শব্দটি এসেছে। স্তম্ভগুলো হলো : সত্য সহযোগে কুরআন নাজিল, মুমিনের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের দুঃসংবাদ ও আল্লাহ তাআলার এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার প্রমাণ।

২. কল্যাণপ্রার্থীর জন্য কুরআনুল কারিম সকল কল্যাণের ধারক :

- যে মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে। (আয়াত : ৩২)
- যে ব্যক্তি জগতের বাস্তবতা ও সকল সমস্যার সমাধান জানতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে। (আয়াত : ৩৩)
- যে নাসিহা, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা পেতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে। (আয়াত : ৫০)
- যে ব্যক্তি জিহাদ করতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে। (আয়াত : ৫২)
- যে ব্যক্তি দাওয়াহর কাজ করতে চায়, মানুষকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে। (আয়াত : ১)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

'সেই সব লোক ব্যতীত, যারা তাওবা করে, ইমান আনে এবং নেক আমল করে। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের গুনাহসমূহ সাওয়াব দ্বারা বদলে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৫৯]

---

২৫৯. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭০।

'গুনাহসমূহকে সাওয়াব দ্বারা বদলে দেবেন' এই আয়াতাংশটির ব্যাখ্যায় আলিমদের দুটি মত পাওয়া যায় :

এক. কুফর, শিরক ও নাফরমানি থেকে তাওবা করার পর আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীর তাওবাপূর্ব বদ আমলসমূহকে নেক আমলে রূপান্তরিত করে দেন : শিরককে ইখলাসে পরিণত করেন, চারিত্রিক অপবিত্রতাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করেন, মূর্তিপূজাকে এক আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করেন। এককথায় তাওবা করার পর আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবাপূর্ব বদ আমলগুলোর পরিবর্তে নেক আমল করার তাওফিক দান করবেন।

দুই. তাওবা করার পর আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীর আমলনামায় পূর্বের কৃত গুনাহগুলোর পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেবেন। হাদিসেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ»

'(কিয়ামতের দিন) অনেক লোক কামনা করবে, তারা যদি আরও বেশি বেশি গুনাহ করত!'

সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা কারা?'

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন :

«الَّذِينَ بَدَّلَ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»

'আল্লাহ তাআলা যাদের গুনাহসমূহকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'[২৬০]

২৬০. আল-মুসতাদরাক : ৭৬৪৩।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

'তোমাদের পূর্বে আমি যে সকল রাসুল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি। তোমরা কি সবর করবে? আপনার রব সবকিছু দেখেন।'[২৬১]

অর্থাৎ দুনিয়া মুসিবত ও পরীক্ষার স্থান। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন। সুস্থ মানুষ অসুস্থ মানুষের জন্য পরীক্ষা, ধনী গরিবের জন্য পরীক্ষা, সবরকারী ফকির ধনীর জন্য পরীক্ষা, সহিষ্ণু মানুষ রাগী মানুষের জন্য পরীক্ষা, শক্তিশালী দুর্বলের জন্য পরীক্ষা, দৃষ্টিমান মানুষ দৃষ্টিহীনের জন্য পরীক্ষা, সন্তানের পিতা সন্তানহীন মানুষের জন্য পরীক্ষা। (তাফসিরে কুরতুবি)

জনৈক কবি কত চমৎকারই না বলেছেন :

صـغـيـرٌ يطـلب الكـبـرا — وشـيـخٌ وَدَّ لو صـغـرا

وخالٍ يـشـتـهي عـمـلًا — وذو عـمـلٍ بـه ضـجَـرا

وربُّ المـالِ فـي تـعَـبٍ — وفـي تـعَـبٍ مـن افتقَرا

ويـشـقـى المرءُ مـنـهزمًا — ولا يـرتـاح مـنـتـصِـرا

ذُوْ الْأَوْلَادِ مَـهْـمُـوْمٌ — وَطَـالِـبُـهُـمْ قَـدِ انْـفَـطَـرَ

وَمَـنْ فَقَدَ الْجَـمَالَ شَكَى — وَقَـدْ يَـشْـكُـوْ الَّذِيْ بَـهَـرَ

فَـهَـلْ حَـارُوْا مَـعَ الْأَقْـدَارِ — أَمْ هُـمْ حَـيَّرُوْا الْـقَـدْرَا

২৬১. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২০।

'ছোটরা বড় হতে চায়। বুড়োরা ছোট হতে চায়। বেকার কাজের খোঁজে পেরেশান, কর্মজীবী কাজের চাপে হয়রান। ধনী সম্পদ সামলাতে ক্লান্ত, আর গরিব দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। পরাজিতের মনে বেদনা, বিজয়ীর মনেও সুখ নেই। সন্তানের চিন্তায় পিতার চোখে ঘুম নেই, আবার সন্তানহীন দম্পতি সন্তান লাভের চেষ্টায় দিশেহারা। দৈহিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির দিলে শান্তি নেই আবার সৌন্দর্যের নিয়ামত যে পেয়েছে, তারও দেখি সমস্যার অন্ত নেই। তারা কি তাকদির নিয়ে হতবুদ্ধ, না খোদ তাকদিরই তাদের অবস্থা দেখে হতভম্ব।'

সুরা আশ-শুআরা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২২৭।

নাম :

১. (اَلشُّعَرَاء) 'কবি'।

২. (اَلظُّلَّةُ) 'মেঘ'।

৩. (اَلْجَامِعَةُ) 'একত্রিতকারী'।

কেন এই নাম :

- (اَلشُّعَرَاء) 'কবি' : নবুওয়তের যুগের আরবে কবিরা সমাজের মানুষের মন-মানসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখত—তাদের ভূমিকা অনেকটা বর্তমান যুগের মিডিয়ার মতো ছিল।
- (اَلظُّلَّةُ) 'মেঘ' : কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ﴾ 'পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আজাব এসে পাকড়াও করল।'
- (اَلْجَامِعَةُ) 'একত্রিতকারী' : এই সুরায় শেষ রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত স্বতন্ত্র শরিয়াহর অধিকারী সব রাসুলের আলোচনা একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এটি প্রথম সুরা। (ইবনে আশুর)

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা বর্ণনা করে :

﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾

'এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।'[২৬২]

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

'নিশ্চয় আল-কুরআন জগৎসমূহের রব হতে অবতীর্ণ।'[২৬৩]

আরও একটি মিল হলো :

- সুরাটি শুরু হয়েছে জালিমদের ধমকি দিয়ে :

﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ﴾

'আমি যদি ইচ্ছে করি তাহলে তাদের কাছে আসমান থেকে কোনো নিদর্শন পাঠাতে পারি, যার সামনে তারা তাদের ঘাড়গুলো নত করে দেয়।'[২৬৪]

- আর শেষও হয়েছে জালিমদের ধমকি দিয়ে :

﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾

'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে, তারা কোন গন্তব্যস্থলে ফিরে যাবে।'[২৬৫]

কুরআনই একমাত্র হক। কুরআন ব্যতীত সবকিছুই বাতিল। কুরআনে বর্ণিত সকল ইতিহাস সত্য, কুরআনের আহ্বান সত্য, কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলি সত্য, কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ সত্য, কুরআনের সকল আয়াত সত্য। কারণ কুরআন পরম সত্যবাদী আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে কবিদের অধিকাংশই ভ্রান্তি ও জুলুমে নিমজ্জিত। তাই প্রায়শ তারা তাদের কাব্যপ্রতিভা ভ্রান্ত পথে ব্যয় করে।

---

২৬২. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২।
২৬৩. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯২।
২৬৪. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৪।
২৬৫. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২২৭।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মিডিয়ার গুরুত্ব।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- দাওয়াহর পথে নবি-রাসুলগণ যেসব কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা :

মুসা ﷺ জগতের অন্যতম নিকৃষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী জালিম ফিরআউনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছিল। যারা তাকে ইলাহ হিসেবে মানত না, তাদেরকে সে কঠিন সব নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট করত।

- রাসুলদের মধ্যে মুসা ﷺ দাওয়াহর পথে অধিক আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলেন। (আয়াত : ১২)

- দাওয়াহর কাজ করতে গিয়ে তাঁর অন্তর সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁর জবানও আড়ষ্ট ছিল। (আয়াত : ১৩)

- মুসা ﷺ তাঁর জাতির কাছে অপরাধীও ছিলেন। (আয়াত : ১৪)

- আবার আল্লাহ তাআলা তাঁকে কঠিন একটি দায়িত্বও দিয়েছিলেন। আর তা হলো, বনি ইসরাইলকে ফিরআউনের কবল থেকে উদ্ধার করা। (আয়াত : ১৫, ১৬, ১৭)

- ফিরআউন মুসা ﷺ-কে জেলে বন্দী করার হুমকি দেয়। (আয়াত : ২৯)

- ফিরআউন মুসার বিরুদ্ধে তার জাদুকরদের লেলিয়ে দেয়। (আয়াত : ৩৭-৪২)

- ফিরআউন মিডিয়াকে মুসার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। (আয়াত : ৫৩-৫৬)

- অবশেষে ফিরআউন মুসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (আয়াত : ৬০, ৬১)

তারপর আসে নুহ ﷺ-এর কথা। আল্লাহর পথে আহ্বান করার অপরাধে স্বজাতির লোকেরা তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দেয়। (আয়াত : ১১৬)

তারপর আসে হুদ ﷺ-এর কথা। তাঁর জাতি আল্লাহর কুদরতকে চ্যালেঞ্জ করে এবং আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করে। (আয়াত : ১৩৬ ও ১৩৭)

তারপর সালিহ ﷺ। তাঁর জাতি আল্লাহর প্রেরিত উটনীর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। (আয়াত : ১৫৭)

তারপর লুত ﷺ। তাঁর জাতি এমন এক জঘন্য অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়, যে কাজ তাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (আয়াত : ১৬৫ ও ১৬৬)

তারপর শুআইব ﷺ। তাঁর জাতির লোকেরা ওজনে কম দিত। (আয়াত : ১৭১-১৭৩)

- সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কুরআনুল কারিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের অবস্থা। (আয়াত : ১৯২-২১২)
- যেসব মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অর্পণ করেছেন। (আয়াত : ২১৩-২২০)

۞ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. (مُبِينٌ) 'সুস্পষ্ট' শব্দটি আলোচ্য সুরায় তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে :

- ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ 'এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।'[২৬৬]
- ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ﴾ 'সে (মুসা) বলল, "আমি যদি তোমার নিকট সুস্পষ্ট কোনো নিদর্শন আনয়ন করি তবুও?"'[২৬৭]
- ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ 'অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।'[২৬৮]

---

২৬৬. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২।
২৬৭. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৩০।
২৬৮. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯৫।

যাতে পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন মানবজাতির সামনে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসেছে, যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট।

২. (لِسَانٌ) 'জিহ্বা/ভাষা' শব্দটি এই সুরায় বহুবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে :

- ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ﴾ 'আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বাও সাবলীল নেই। সুতরাং হারুনকেও ওহি পাঠান।'[২৬৯]
- ﴿وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ 'আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষী করুন।'[২৭০]
- ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ 'অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।'[২৭১]

শব্দটি বারবার পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে; যাতে ভাষার শক্তি, গুরুত্ব ও প্রভাব মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

৩. কলব যখন ইমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন ইমানের প্রবল শক্তি ও প্রভাব চারদিকে সাড়া ফেলে দেয়। ফিরআউনের জাদুকরদের ইমানপূর্ব অবস্থা এবং ইমান-পরবর্তী অবস্থার তুলনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় :

- ইমান আনার পূর্বে তারা পার্থিব অর্থবিত্ত ও বাদশাহর নৈকট্য লাভের জন্য লালায়িত ছিল। (আয়াত : ৪১)
- অথচ ইমান আনার পর তারা সহসা আমূল বদলে গেল। নির্যাতন ও হত্যার হুমকি দিয়েও দ্বীন থেকে তাদের এতটুকু টলানো যায়নি। এমনকি কি তারা সামান্য ভয়ও পায়নি। বরং আখিরাতের পুরস্কার ও রহমান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তারা উদগ্রীব হয়ে উঠল। (আয়াত : ৫০)

---

২৬৯. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৩।
২৭০. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৮৪।
২৭১. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯৫।

সুরা আন-নামল

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৩।

❀ নাম :

১. (اَلنَّمْلُ) 'পিঁপড়া'।

২. (سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) 'সুলাইমান ﷺ'।

❀ কেন এই নাম :

- (اَلنَّمْلُ) 'পিঁপড়া' : এই সুরায় পিঁপড়ার কথা এসেছে। পিঁপড়া অনেক সুশৃঙ্খল ও উন্নত রীতিতে জীবনযাপন করে। ভেবে দেখুন, জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী মানুষের জীবন কতটা সুশৃঙ্খল ও উন্নত হওয়া উচিত!
- (سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) 'সুলাইমান ﷺ' : এই সুরার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সুলাইমান ﷺ-এর ইতিহাস নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছে।

❀ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা বর্ণনা করে :

﴿طس تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ - هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

'তা-সিন, এগুলো কুরআন ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; এগুলো পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য।'[২৭২]

---

২৭২. সুরা আন-নামল, ২৭ : ১-২।

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা বলে :

﴿وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ﴾

'আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করতে। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে আপনি বলুন, "আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।"'[২৭৩]

এভাবে শুরু ও শেষ করার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির উপায়-উপকরণ :

১. চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে লাগিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করা। (আয়াত : ১৯)
২. ইলম ও জ্ঞান। (আয়াত : ১৬)
৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। (আয়াত : ৪৪)
৪. সামরিক শক্তি। (আয়াত : ৩৭)
৫. জাতির সকল সদস্য নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ ও আস্থাশীল থাকা। যেমন : হুদহুদ। (আয়াত : ২২-২৬)
৬. বিশ্বজগতে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের বর্ণনা। (আয়াত : ৫৯-৬৪)

---

২৭৩. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৯২।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির উপায়-উপকরণ বর্ণনার পর সুরাটি বিশ্বজগতে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রম নিয়ে আলোচনা করেছে; যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনই সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির উপায়-উপকরণসমূহের মূল স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। তাই আল্লাহকে ভুলে গিয়ে কেবল উন্নতি ও অগ্রগতির এসব উপায়-উপকরণের পেছনে ছোটা সমীচীন নয়।

২. আলোচ্য সুরায় এই প্রশ্নটি বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে :

﴿ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾

'আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?'[২৭৪]

যাতে মানুষ আল্লাহকেই উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র নিয়ামক হিসেবে বিশ্বাস করে; তাঁর সঙ্গে গাইরুল্লাহকে শরিক না করে। সভ্যতার যত উন্নতি ও অগ্রগতি সবই আল্লাহর নিরঙ্কুশ ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

৩. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কোনো অঞ্চল কিংবা ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব দান করেছেন, তাদের জন্য অপরিহার্য শরয়ি দায়িত্ব হলো, তারা নিজেদের শাসনাধীন অঞ্চল কিংবা ভূখণ্ডের অধিবাসীদের যথাযথ নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে। (আয়াত : ২০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

'তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৭৫]

---

২৭৪. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬০-৬৪।
২৭৫. সহিহুল বুখারি : ২৫৫৪।

৪. ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়া ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি কেবল দ্বীনের নিয়ামত পেলেই আনন্দিত হয়; দুনিয়ার নিয়ামতের দিকে সে ভ্রুক্ষেপও করে না। (আয়াত : ৩৬)

৫. বান্দার উচিত নির্দ্বিধায় হক ও সত্যকে গ্রহণ করে নেওয়া, সেটি যার কাছ থেকেই আসুক না কেন। এমনকি কোনো কাফিরও যদি হক কথা বলে, তা কবুল করা চাই। তাই তো আল্লাহ তাআলা বিলকিসের কথাকেও সত্যায়ন করেন; যদিও কথাটি বলার সময় সে কাফির ছিল।

﴿قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً﴾

'সে (বিলকিস) বলল, "রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন সেটিকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে।"'[২৭৬]

আল্লাহ তাআলা তার কথাকে সত্যায়ন করে বলেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ 'তারা এমনই করে থাকে।'[২৭৭] (তাফসিরে ইবনে কাসির)

৬. আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন আপনি আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দুআটি করুন। দুআটির ফজিলতের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা দুআটি কুরআনে দুইবার উল্লেখ করেছেন :

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾

'হে আমার রব, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন; যাতে আমি আপনার শোকর আদায় করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি নেক আমল

---

২৭৬. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৩৪।
২৭৭. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৩৪।

করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার নেককার বান্দাদের মাঝে শামিল করুন।'[২৭৮]

অপর আয়াতে এসেছে :

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾

'হে আমার রব, আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, আমাকে তার শোকর আদায় করার এবং আপনার পছন্দনীয় কাজ করার তাওফিক দিন এবং আমার জন্য আমার সন্তানসন্ততিকে নেককার বানিয়ে দিন। আমি আপনার অভিমুখী হলাম এবং আমি একজন মুসলিম।'[২৭৯]

২৭৮. সুরা আন-নামল, ২৭ : ১৯।
২৭৯. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ১৫।

সুরা আল-কাসাস

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৮।

নাম :

(اَلْقَصَصُ) 'গল্প, ইতিহাস'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরার আলোচ্য বিষয় দুইটি : ফিরআউনের গল্প ও কারুনের গল্প।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মুসা ﷺ-এর মায়ের সাথে আল্লাহর কৃত ওয়াদার কথা উল্লেখ করে। আল্লাহ তাআলা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, শিশু মুসা নবি হয়ে ফিরে আসবে :

  ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

  'আমি মুসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে বুকের দুধ পান করাও। যখন তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে, তখন তাকে সাগরে ফেলে দিয়ো। তবে ভয় পেয়ো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে একজন রাসুল বানাব।'[২৮০]

- আর শেষ হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আল্লাহর কৃত ওয়াদার কথা উল্লেখ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয়ী বেশে ফেরার সুসংবাদ দিয়েছিলেন :

---

২৮০. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭।

﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

'যিনি আপনার ওপর কুরআনের বিধান ফরজ করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন, "আমার রব ভালো জানেন, কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।"'[২৮১]

সুরার শুরু ও শেষে আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করে বান্দাকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করেন; যাতে বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি একিন ও তাওয়াক্কুল সৃষ্টি হয়। বান্দার অন্তরে যেন এই অনুভূতি তৈরি হয় যে, আল্লাহ তার জন্য যে ফায়সালাই করুন না কেন, এতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর ওয়াদার প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- ফিরআউনের গল্প। ফিরআউন ছিল একজন জালিম শাসক। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমতা ও রাজত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহর নবি মুসা ﷺ যখন তার কাছে হকের দাওয়াত নিয়ে আসেন, সে অহংকারের বশে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। কেবল এতটুকুই নয়, সে হকের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং হকপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। যার পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেন। (আয়াত : ২০-৪৩)
- কারুনের গল্প। আল্লাহ তাআলা তাকে বিপুল অর্থবিত্ত ও প্রবল ক্ষমতা দান করেছিলেন। অর্থ ও সম্পদের অহংকারে সে তার রবকে ভুলে যায়। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হকের দাওয়াত আসে, সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

২৮১. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮৫।

উলটো দ্বীনের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে। এমনকি সে আল্লাহর রহম ও দয়াকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংস করে দেন। (আয়াত : ৭৬-৮৪)

- আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে স্বীয় জন্মভূমিতে বিজয়ী বেশে ফিরিয়ে আনার ওয়াদা করেন। (আয়াত : ৮৫)
- আল্লাহ তাআলার তাওহিদ। কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে আঁকড়ে ধরার শিক্ষা। কারণ আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। (আয়াত : ৮৮)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. একটি আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই সুরায় বর্ণিত মুসা ﷺ-এর ঘটনার এক বড় অংশের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘটনার অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় :

মুসা ﷺ মিসর থেকে হিজরত করে মাদয়ান চলে গিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ আট বছর পর পুনরায় মিসর ফিরে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছিলেন এবং আট বছর পর বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা ফিরে এসেছিলেন।

২. একজন মহান মানুষ তার কষ্ট ও অভাবের সময়ও মানুষকে সাহায্য করেন। যেমন মুসা ﷺ তাঁর চরম দুঃসময়েও মাদয়ানে দুই নারীকে তাদের বকরির পালকে পানি পান করাতে সহায়তা করেন। (আয়াত : ২৪)

৩. হায়া ও লজ্জা নারীদের সর্বোত্তম ভূষণ। এটি তাদের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। একজন মহীয়সী নারীর কথাবার্তা, চালচলন, লেবাস-পোশাক সবকিছুতেই পাওয়া যায় হায়া ও লজ্জার নিদর্শন। (আয়াত : ২৫, ২৬)

৪. পিতা তার কন্যার পক্ষ থেকে যোগ্য পাত্রকে প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। বরং আপন কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রকে কোনোভাবে হাতছাড়া করা উচিত নয়। তাই তো সাইয়িদুনা শুআইব ﷺ তাঁর কন্যার পক্ষ হয়ে যুবক মুসা ﷺ-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। (আয়াত : ২৭)

সুরা আল-আনকাবুত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬৯।

নাম :

(ٱلْعَنكَبُوتُ) 'মাকড়সা'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা মাকড়সাকে উপমা হিসেবে পেশ করেন :

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾

'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম—যদি তারা বুঝত।'[২৮২]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে দুনিয়ার জীবনে বান্দার পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে :

﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

'মানুষ কি মনে করে, আমরা ইমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে। আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও

২৮২. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪১।

পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ তাআলা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী।'[২৮৩]

- আর শেষ হয়েছে পরীক্ষার দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করে :

﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ - لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ - أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾

'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়; যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে। তারা কি দেখে না, আমি "হারাম"কে[২৮৪] নিরাপদ স্থান করেছি; অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের ওপর হামলা করা হয়, তবে কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?'[২৮৫]

শুরুর সঙ্গে শেষের আরও একটি মিল হলো :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদ ও চেষ্টা-সাধনা করার কথা বলে :

﴿وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

'যে ব্যক্তি সাধনা করে সে নিজের জন্যই সাধনা করে। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী।'[২৮৬]

---

২৮৩. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ২-৩।
২৮৪. কাবা শরিফের চতুর্দিকে নির্ধারিত সীমিত স্থানকে হারাম বলে।
২৮৫. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৫-৬৭।
২৮৬. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬।

- আর শেষও হয়েছে আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনার কথা বলে :

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

'যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই নেককারদের সঙ্গে থাকেন।'[২৮৭]

এভাবে শুরু ও শেষ করে এটি বোঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করবে, দুনিয়ার শত পরীক্ষাও তাকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তাকে সব ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। ফলে সে সকল পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ফিতনা ও পরীক্ষা দুনিয়ার চিরন্তন রীতি।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- এই সুরায় বহু প্রকারের ফিতনা ও পরীক্ষার আলোচনা এসেছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যাচাই করেন—সে দ্বীনের ওপর কতটুকু অবিচল থাকে :

- মাতাপিতার ফিতনা। (আয়াত : ৮)
- মানুষের দেওয়া কষ্ট, ধমকি ও নির্যাতন। (আয়াত : ১০)
- কুপ্রবৃত্তি ও কামনাবাসনার ফিতনা। (আয়াত : ২৮, ২৯)
- ইলমের ফিতনা। (আয়াত : ৪৭, ৫১)
- শক্তি ও ক্ষমতার ফিতনা। (আয়াত : ৩৮, ৩৯)
- দুনিয়ার জীবনের ফিতনা। (আয়াত : ৬৪)
- শান্তি ও নিরাপত্তার ফিতনা। (আয়াত : ৬৫, ৬৬ ও ৬৭)

---

২৮৭. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরায় আল্লাহ তাআলা মাকড়সার উপমা পেশ করেছেন। মাকড়সার জালের বুনন যেমন বিচিত্র ও জটিল, তেমনই দুনিয়ার জীবনের ফিতনাও বড়ই বিচিত্র ও জটিল।

তবে বান্দা যখন ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন সব ফিতনা মাকড়সার জালের মতো দুর্বল প্রমাণিত হয়। (আয়াত : ৪১)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়। বান্দার তাড়াহুড়োতে আল্লাহর নিজাম ও কর্মরীতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। (আয়াত : ৫৩)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

'যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[২৮৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানেন তাঁর সাক্ষাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ বান্দাদের হৃদয় সাক্ষাৎ ব্যতীত কখনোই শান্ত হবে না, তাই তিনি সাক্ষাতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেন; যাতে বান্দাদের হৃদয় কিছুটা হলেও প্রশান্ত হয়।'

৪. একজন মুসলিমের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তার নাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল, তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন। (আয়াত : ৫১)

---

২৮৮. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৫।

সুরা আর-রুম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬০।

নাম :

(ٱلرُّوم) 'রোমান সাম্রাজ্য'।

কেন এই নাম :

আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একটি গায়েবি সংবাদ দিয়ে। রোমানরা ছিল খ্রিষ্টান। আহলে কিতাব হওয়ার কারণে আকিদা-বিশ্বাসের বিচারে তারা মুসলিমদের তুলনামূলক কাছাকাছি ছিল। আল্লাহ তাআলা সুরায় তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অগ্নিপূজক পারস্যবাসীর কথা উল্লেখ করেননি।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য একটি গায়েবি সংবাদ দিয়ে। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকেই এই সংবাদ এসেছে, তাই এর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ - فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ - فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾

'রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের ফায়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।'[২৮৯]

২৮৯. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২-৪।

- আর শেষ হয়েছে এ কথা উল্লেখ করে যে, আল্লাহর ওহি ও ওয়াদা সত্য এবং এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই :

﴿فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

'অতএব আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।'[২৯০]

যাতে বান্দা ওহিকে একিনের সাথে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে; চাই তা কোনো সংবাদ হোক কিংবা কোনো নির্দেশ হোক বা কোনো ওয়াদা।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ওহির প্রতি একিন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- সর্ববৃহৎ ফিতনা বিশেষ করে বর্তমান যুগের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফিতনার বর্ণনা। আর সেটি হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফিতনা—যেমনটি সমকালীন রোমান সাম্রাজ্যে দেখা গিয়েছিল। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বর্তমানেও হুবহু একই ফিতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কুফফারবিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা এ ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল ও পশ্চাদপদ। এতে অনেক স্বল্পবুদ্ধির লোক ভাবছে কাফিররাই বোধহয় হকের ওপর আছে। নইলে তাদের সভ্যতা এত উন্নত ও শক্তিশালী কেন। বৈষয়িক উন্নতিকে তারা হক ও সত্যের মাপকাঠি মনে করছে। আর যারা পার্থিব জীবনের এসব বিলাস-ব্যসনে পিছিয়ে আছে, তাদেরকে ভ্রান্ত ও বাতিল মনে করছে। নিঃসন্দেহে এটি অনেক নিকৃষ্ট ও জঘন্য ভুল ধারণা।

সুমহান সেই সত্তা, যিনি হাজার বছর আগেই এই ফিতনা খণ্ডন করে আয়াত নাজিল করেছেন।

---

২৯০. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৬০।

- আলোচ্য সুরাটি জীবন ও জগতের বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও বাস্তবতা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর অনেকগুলো নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেছে।

- ঐতিহাসিক বাস্তবতা : রোম ও পারস্যের যুদ্ধ। (আয়াত : ২-৪)
- অর্থনৈতিক তত্ত্ব : জাকাতের ফজিলত, সুদের অবৈধতা ও কুফল। (আয়াত : ৩৯)
- সামাজিক তত্ত্ব : বিয়ের তাৎপর্য। (আয়াত : ২১)
- মানুষের সৃষ্টি ও জীবনচক্র। (আয়াত : ২০ ও ৫৪)
- আসমান ও জমিনের সৃজন। (আয়াত : ২২)
- রাত ও দিন। (আয়াত : ২৩)
- বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ। (আয়াত : ২৪)

বান্দা যদি এসব নিদর্শন নিয়ে ফিকির করে, তবে তার অন্তর ওহির সত্যতা ও বাস্তবতা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত রোমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণে বৈষয়িক উন্নতি ও ভোগবিলাস যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহকে ফিতনায় ফেলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই রোমানরাই মানুষদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ»

'কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত রোমানরা মানুষের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।'[২৯১]

২৯১. সহিহ মুসলিম : ২৮৯৮।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই সুরা নাজিল করেছেন; যাতে মুমিনদের অন্তরে কোনো প্রকার সংশয় বাসা বাঁধতে না পারে এবং আল্লাহর ওহির প্রতি তাদের একিন দৃঢ় হয়। সেই সঙ্গে তারা এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে যায় যে, মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী জাতি।

২. সর্বোত্তম ইবাদত হলো আল্লাহর জিকির। জিকির জবানে হালকা; কিন্তু মিজানে অনেক ভারী। আবার জিকিরের ইবাদত করার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। দিনের যেকোনো সময় জিকির করা যায়। (আয়াত : ১৭, ১৮)

৩. দুনিয়ার বিপদাপদ, ধ্বংস-বিপর্যয়, ও বালা-মুসিবতের নেপথ্য কারণ হলো, গুনাহ ও নাফরমানি। (আয়াত : ৪১)

৪. সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে তার হায়াতকে উত্তম কাজে ব্যয় করেছে। প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে লাগিয়েছে। সারা জীবন নেক আমলের পেছনে ছুটেছে। আর দুঃসংবাদ সেই বান্দার জন্য, যে তার হায়াতকে বরবাদ করেছে; খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে নিজের মূল্যবান জীবনকে নিঃশেষ করেছে; কামনাবাসনার গোলামি করেছে এবং দুনিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে কবরের গর্তে মুখ থুবড়ে পড়েছে। (আয়াত : ৫৪)
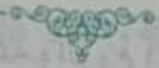
সুরা লুকমান

মাক্কি সুরা। ২৭ ও ২৮ নং আয়াত ব্যতীত। আয়াতসংখ্যা : ৩৪।

নাম :

(لُقْمَانُ) 'লুকমান ﷺ'।

কেন এই নাম :

এই সুরায় লুকমানের আলোচনা এসেছে। তাঁর হিকমাহ ও প্রজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় সন্তানকে করা নাসিহা ও উপদেশের কথা এসেছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- আখিরাতে যারা সাফল্য লাভ করবে, তাদের গুণাবলি বর্ণনা করে সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ - هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ - ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

'এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, হিদায়াত ও রহমত নেককারদের জন্য। যারা সালাত আদায় করে, জাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।'[২৯২]

---

২৯২. সুরা লুকমান, ৩১ : ২-৫।

- আর শেষ হয়েছে তাকওয়া অবলম্বন ও আখিরাতকে ভয় করার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর ওয়াদা সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।'[২৯৩]

হিকমত ও প্রজ্ঞার মূল কথা হলো, আল্লাহকে ভয় করা এবং আখিরাতের জন্য নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আসমানি তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কুরআন হিকমাহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি কিতাব। কারণ এটি মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে নাজিল হয়েছে।
- সন্তানকে লুকমানের উপদেশ।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার দলিল।
- আখিরাতের প্রস্তুতি।

---

২৯৩. সুরা লুকমান, ৩১ : ৩৩।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সন্তানের প্রতি লুকমান ﷺ-এর নাসিহা :

- আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না।
- মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।
- তবে তারা যদি কোনো গুনাহের নির্দেশ দেয়, তা পালন করো না। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাদের প্রতি আদব ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করবে।
- যেকোনো কাজ করার সময় অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এই অনুভূতি রেখো।
- আল্লাহর ইবাদত করো এবং লোকদেরকে দ্বীনের পথে ডাকো। ইবাদত ও দাওয়াতের পথে যত বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশা আসে সবগুলো সহ্য করো।
- মানুষের সঙ্গে সুন্দর ও বিনয়-নম্র আচরণ করো।

২. মিউজিকযুক্ত গান হারাম। কুরআনে গানবাজনাকে (لهو الحديث) বা 'অসার বাক্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। (আয়াত : ৬)

গানবাদ্য যে হারাম, এই ব্যাপারে চার মাজহাব একমত। (আল-মাজমু, আল-মুগনি)

৩. গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। কারণ আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নয়। গোপন গুনাহ অনেক সময় আখিরাতে ধ্বংস ও বরবাদির কারণ হয়। (আয়াত : ১৬)

৪. অন্তরে যখন কোনো নেক কাজ করার চিন্তা আসে, যত দ্রুত সম্ভব অবিলম্বে সেটি করে ফেলার চেষ্টা করুন। কারণ বলা তো যায় না, কখন কোন বাধাবিপত্তি চলে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'কেউ জানে না, কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।'[২৯৪]

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا»

'তোমরা যখন মোরগের ডাক শোনো, তখন আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করো, কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শোনো, তখন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, কারণ সে শয়তান দেখেছে।'[২৯৫]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ﴾

'গাধার আওয়াজই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।'[২৯৬]

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾

'আর সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।'[২৯৭]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এই আয়াতে প্রবঞ্চক মানে হলো শয়তান।' (ইবনে কাসির)

৭. লুকমান ﷺ অনেক বড় আল্লাহর অলি ও বুজুর্গ ছিলেন। তবে নবি ছিলেন না। এটিই জুমহুর মুফাসসিরদের মত।

---

২৯৪. সুরা লুকমান, ৩১ : ৩৪।
২৯৫. সহিহুল বুখারি : ৩৩০৩।
২৯৬. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৯।
২৯৭. সুরা লুকমান, ৩১ : ৩৩।

৮. একবার লুকমান ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কীভাবে এত বড় হাকিম ও প্রজ্ঞাবান হলেন?'

তিনি উত্তর দেন, 'চারটি গুণ অর্জনের মাধ্যমে :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে যথাযথ মূল্যায়ন।
- আমানতের হিফাজত।
- সত্যবাদিতা।
- অর্থহীন কথা ও কাজ পরিত্যাগ।' (কুরতুবি)

সুরা আস-সাজদা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩০।

নাম :

১. (السَّجْدَةُ) 'সাজদা'।

২. (الم تنزيل السجدة) 'সুরাটির শুরুর অংশ'।

কেন এই নাম :

- (السَّجْدَةُ) 'সাজদা' : কারণ (الم) দিয়ে শুরু হয়েছে এমন একটি সুরাতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই। এটিই (الم) দিয়ে শুরু হওয়া একমাত্র সুরা, যেটিতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আছে।
- (الم تنزيل السجدة) : কারণ তাআলা এই শব্দগুলো দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন। তবে (السجدة) শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে (الم) দিয়ে শুরু হওয়া অন্যান্য সুরা থেকে এটিকে আলাদা করার জন্য।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- হাদিসে এসেছে :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ জুমআর দিন ফজরের সালাতে সুরা সাজদা ও সুরা ইনসান তিলাওয়াত করতেন।'[২৯৮]

---

২৯৮. সুনানুত তিরমিজি : ৫২০।

- সাইয়িদুনা জাবির ﷺ বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরা সাজদা ও সুরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না।'[২৯৯]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾

'আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি সমুন্নত হন আরশে।'[৩০০]

- আর শেষ হয়েছে এই আয়াতগুলো দিয়ে :

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ - أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾

'এটি কি তাদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা নয় যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি—যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না? তারা কি লক্ষ করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি নিয়ে এসে তার সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, যা তাদের পশুরা ও তারা নিজেরা খায়। তবুও কি তারা লক্ষ করবে না?'[৩০১]

---

২৯৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৮৯২, মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬৫৯।
৩০০. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ৪।
৩০১. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২৬-২৭।

কারণ বান্দা যখন বিশ্বজগতে আল্লাহর কুদরত ও পরাক্রম নিয়ে ভাববে, আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করবে, নাফরমানদেরকে তিনি কীভাবে পাকড়াও করেন, তা নিয়ে ফিকির করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনুগত্যে নত হয়ে পড়বে এবং তার মন থেকে অহংকার দূর হয়ে যাবে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর প্রতি বিনয়-নম্রতা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে আরবের মুশরিকদের কাছে কোনো রাসুল আসেনি।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলাই গোটা সৃষ্টিজগৎকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।
- মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়।
- নাফরমান ও গুনাহগারদের লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থার বিবরণ।
- দুনিয়ায় মুমিনদের অবস্থা এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার বর্ণনা।
- কিয়ামতের দিনের জন্য কাফিরদের তাড়াহুড়ো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ইমাম শাফিয়ি ؒ বলেন, 'মুসিবত ও পরীক্ষায় পড়া ব্যতীত বান্দা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। সবর ও একিন ব্যতীত কেউ ইমাম ও নেতা হতে পারে না। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

'তাদের মধ্য থেকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল। তারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত।'[৩০২]

২. বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের অন্যতম নিদর্শন হলো, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুনিয়াতে ছোট ছোট অনেক আজাব দেন; যাতে আখিরাতের বড় আজাবে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই সে সতর্ক হয়ে যায়, তাওবা করে এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'আমি তাদেরকে আখিরাতের বড় শাস্তির পূর্বে অবশ্যই দুনিয়ার ছোট ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব; যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।'[৩০৩]

৩. একটি হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: ١٧]

'আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো মানুষের অন্তর কল্পনা করেনি।' যেমনটি কিতাবুল্লাহয় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য যেসব চোখ-জুড়ানো প্রতিদান লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না। (সুরা আস-সাজদা : ১৭)'[৩০৪]

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾

৩০২. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২৪।
৩০৩. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২১।
৩০৪. সহিহ মুসলিম : ২৮২৪।

'আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি সমুন্নত হন আরশে।'[৩০৫]

এই ছয় দিন হলো, রবিবার থেকে জুমআবার পর্যন্ত। আর এই ছয় দিনের প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। (কুরতুবি)

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শানে এমন কিছু বলা যাবে না, যেটি তাঁর মহান সত্তার সঙ্গে যায় না। যেমন কেউ কেউ দুআয় (يَا مُنْتَقِمُ) 'হে শাস্তিদাতা' বলে আল্লাহকে ডাকেন। অথচ সঠিক সম্বোধনটি হবে : (يا ذا الانتقام) 'হে শাস্তির মালিক।' কারণ আল্লাহ তাআলা কেবল নাফরমানদেরকেই শাস্তি দেন। আর তাঁর রহমত তাঁর গজব ও ক্রোধকেও ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

'তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে, যাকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদেরকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো।'[৩০৬]

---

৩০৫. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ৪।
৩০৬. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২২।

সুরা আল-আহজাব

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৩।

⊛ নাম :

(ٱلْأَحْزَابُ) 'দলসমূহ'।

⊛ কেন এই নাম :

এই সুরায় মুশরিকদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগীদের আলোচনা এসেছে, যারা সম্মিলিতভাবে মদিনার ওপর আক্রমণ করেছিল। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করেন।

⊛ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

'হে নবি, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথামতো কাজ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।'[৩০৭]

- আর শেষ হয়েছে মুমিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا﴾

৩০৭. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ১।

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।'[৩০৮]

কারণ তাকওয়াই মুমিনের পরম লক্ষ্য। তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা ভাগ্যবান হয় এবং আখিরাতের পাথেয় গুছিয়ে নেয়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর নির্দেশ ও শরিয়াহর সামনে আত্মসমর্পণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহর কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুউচ্চ সম্মান ও অতুলনীয় মর্যাদা :

- আল্লাহ তাআলা কুরআনে রাসুলুল্লাহকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। (আয়াত : ১, ২৮, ৪৫, ৫০)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল এবং ফেরেশতাদের সালাত ও সালাম প্রেরণ। (আয়াত : ৫৬)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনদের অনুপম আদর্শ। (আয়াত : ২১)
- রাসুলুল্লাহকে কষ্ট না দেওয়ার নির্দেশ। (আয়াত : ৫৩, ৬৯)
- যারা রাসুলুল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক আজাবের হুমকি। (আয়াত : ৫৭)

- তাকওয়া অবলম্বনের আসমানি নির্দেশ :

- নবি ﷺ-কে। (আয়াত : ১)
- উম্মুহাতুল মুমিনিন তথা নবি ﷺ-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণকে। (আয়াত : ৫৫)
- সকল মুমিনকে। (আয়াত : ৭০)

---

৩০৮. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০।

- আল্লাহর নির্দেশের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ :

- মুমিনরা যখন শত্রুদলকে দেখতে পায়। (আয়াত : ২২)
- উম্মুহাতুল মুমিনিনকে যখন আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ কিংবা দুনিয়ার জীবনের ভোগবিলাসের যেকোনো একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। (আয়াত : ২৮-২৯)
- আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ কোনো নির্দেশ দিলে সে ব্যাপারে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কারও নেই। (আয়াত : ৩৬)
- আল্লাহ তাআলা যখন নবি ﷺ-এর ব্যাপারে কোনো ফায়সালা দেন। (আয়াত : ৩৮)
- যখন হিজাবের নির্দেশ আসে। (আয়াত : ৫৯) কুরআনে এমন দৃষ্টান্ত অনেক।

- জাহিলি যুগের রীতিনীতি ছুড়ে ফেলে আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়াহ ও মানহাজের পূর্ণ অনুসরণ :

- পালকপুত্র বানানোর জাহিলি রীতি বাতিল। (আয়াত : ৪, ৫)
- নারীদেরকে জাহিলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। (আয়াত : ৩৩)
- অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ না করা। খাবার খাওয়ার পর গল্পগুজব করার জন্য বসে না থাকা। (আয়াত : ৫৩)

- দ্বীনি বিধান পালন ও প্রতিদান লাভে নারী ও পুরুষে সমতা। (আয়াত : ৩৫)
- মুমিনদের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষ্য। (আয়াত : ২৩)
- কাফিরদেরকে কঠিন আজাবের ধমকি। (আয়াত : ৬৪-৬৮)

- শরিয়াহ পালন অনেক ভারী একটি দায়িত্ব। আসমান, জমিন ও পাহাড়ের মতো বড় বড় মাখলুকও এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। কেবল মানুষই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। (আয়াত : ৭২)
- দুনিয়াতে নবি-রাসুল প্রেরণে আল্লাহর হিকমত। (আয়াত : ৭৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনে বর্ণিত একমাত্র গুনাহ যেটিতে কেউ লিপ্ত হয়নি, তা হলো উম্মুহাতুল মুমিনিনের কাউকে বিয়ে করা। এটি হারাম হওয়ার কারণ হলো, তাঁরা জান্নাতেও রাসুলুল্লাহর স্ত্রী থাকবেন। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا﴾

'তোমাদের কারও জন্য আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি ঘোরতর অপরাধ।'[৩০৯]

২. বালা-মুসিবত ও দুর্যোগ-দুর্দশার সময় দৃঢ়পদ থাকার অন্যতম একটি সম্বল হলো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا﴾

'মুমিনগণ যখন দুশমনের সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, "এ তো তাই, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন।" আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই কেবল বৃদ্ধি পেল।'[৩১০]

---

৩০৯. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৩।
৩১০. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ২২।

৩. ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'কিয়ামতের দিন যেখানে নবিদেরকে তাঁদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সেখানে আমাদের মতো সাধারণ উম্মতের কী অবস্থা হবে?' ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের গুনাহগুলোকে গোপন রাখুন। আমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে হিফাজত করুন।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا﴾

'মুনাফিকরা, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের ব্যক্তিরা ও মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি (তাদের অপকর্ম থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করব। এরপর এই নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে।'[৩১১]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, 'এই আয়াতে ধমকি বাস্তবায়ন না করা বৈধ হওয়ার দলিল পাওয়া যায়। কারণ আয়াতে উল্লেখিত ধমকির পরও মুনাফিকরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত মদিনায় ছিল।'

মহান লোকদের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো, তাঁরা সাধারণত প্রতিদান ও পুরস্কারের ওয়াদা দ্রুত পূরণ করেন এবং শাস্তি বাস্তবায়নে দেরি করেন।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا﴾

'অতঃপর জাইদ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম; যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই

৩১১. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৬০।

সব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোনো অসুবিধা না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।'[৩১২]

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে জাইদ ﵁-কে বলা হতো, জাইদ বিন মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের ছেলে জাইদ। আল্লাহ তাআলা যখন পোষ্যপুত্র প্রথাকে হারাম ঘোষণা করলেন, লোকেরা বলতে শুরু করল, জাইদ বিন হারিসা। এটি জাইদের জন্য অনেক দুঃখের ব্যাপার ছিল। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুত্র বলে সম্বোধিত হওয়ার বিষয়টি তাঁর জন্য অনেক সম্মান ও মর্যাদার বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরেকটি সম্মানে ভূষিত করলেন, যে সম্মান আর কোনো সাহাবি কেউ পাননি। আর তা হলো, তাঁর নাম কুরআনুল কারিমে সরাসরি উল্লেখ করা। (ইবনুল কাইয়িম, আত-তাফসিরুল কাইয়িম)

৩১২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৭।

সুরা সাবা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৪।

নাম :

(سَبَأ) 'সাবা রাজ্য'।[৩১৩]

কেন এই নাম :

এই সুরায় আল্লাহ তাআলা সাবা রাজ্যের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অন্য কোনো সুরায় এই ঘটনা এতটা বিস্তারিত বলেননি।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কাফিরদের কিয়ামত অস্বীকারের কথা উল্লেখ করে :

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾

'কাফিররা বলে, "আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না।" আপনি বলুন, "অবশ্যই আসবে। আমার রবের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের কাছে কিয়ামত আসবে। তিনি গাইব সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আসমানমণ্ডলী ও জমিনে অণু পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং সবকিছু সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"'[৩১৪]

৩১৩. সুলাইমান ﷺ-এর সমকালীন ইয়েমেনের একটি রাজ্য।
৩১৪. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩।

- আর শেষ হয়েছে, কাফিরদের কিয়ামতের প্রতি ইমান আনার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে :

﴿وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٍ - وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٍ﴾

'আর তারা বলবে, "আমরা কিয়ামতের প্রতি ইমান আনলাম।" কিন্তু এত দূর থেকে তারা নাগাল পাবে কীভাবে? তারা তো পূর্বে তা অবিশ্বাস করেছিল। তারা দূর থেকে গাইবের বিষয়ে আন্দাজে মন্তব্য করত।'[৩১৫]

শুরুর সঙ্গে শেষের আরও একটি মিল হলো :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মুমিনদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে :

﴿لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

'(কিয়ামত অবশ্যই আসবে) কেননা, যারা মুমিন ও নেককার তিনি তাদেরকে পুরস্কার দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।'[৩১৬]

- আর শেষ হয়েছে কাফিরদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে :

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍۭ﴾

'তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, যেমন পূর্বে তাদের সমপন্থীদের সঙ্গে করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিপতিত ছিল।'[৩১৭]

এখান থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনের কথা হৃদয়ে জাগরূক রাখে, সে কখনোই আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারে না; যদিও তার জীবন নিয়ামতে নিয়ামতে ভরে যায়।

---

৩১৫. সুরা সাবা, ৩৪ : ৫২-৫৩।
৩১৬. সুরা সাবা, ৩৪ : ৪।
৩১৭. সুরা সাবা, ৩৪ : ৫৪।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর ফজল ও রহমত।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের সদ্ব্যবহার ও আল্লাহর শোকর আদায় করলে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দীর্ঘস্থায়ী করেন। (আয়াত : ১০-১৩, ১৫)
- বান্দা যদি আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং অহংকারে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (আয়াত : ১৭, ১৮, ৩৪ ও ৩৫)
- কিয়ামতের ব্যাপারে কাফিরদের সন্দেহ। (আয়াত : ৩, ৭, ২৯, ৫৩ ও ৫৪)
- আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। (আয়াত : ৩, ১৪ ও ৪৮)
- জাহান্নামে দুর্বল ও অহংকারীদের বাগ্‌বিতণ্ডা। (আয়াত : ৩১-৩৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সম্পদ, উন্নত জীবনযাত্রা ও সন্তানসন্ততি ইত্যাদি হলো দুনিয়ার মারাত্মক ফিতনা। কারণ এসবের কারণে মানুষ আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ ও শরিয়াহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে। (আয়াত : ১৭, ৩৪ ও ৩৫)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন দাউদ-পরিবারকে শোকর আদায়ের হুকুম করেন, তখন থেকে একটি মুহূর্তও এমন যায়নি, যে মুহূর্তে দাউদ-পরিবারের কেউ না কেউ সালাতে দাঁড়িয়ে ছিল না। (আয়াত : ১৩) (ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন সাবিত আল-বুনানি থেকে)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾

'বলুন, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা রিজিক সীমিত করেন। তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।"'[৩১৮]

আবু হাজিম ﷺ বলেন, 'এই আয়াত শোনার পর থেকে কেউ সম্পদ সঞ্চয় করলে আমি বেশ আশ্চর্য বোধ করতাম।' (আয়াত : ৩৯)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদের প্রতিদান সম্পর্কে বলেন :

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ﴾

'সেখানে তাদের মন যা চায় সব রয়েছে।'[৩১৯]

আর কাফিরদের প্রতিদান সম্পর্কে বলেন :

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾

'তাদের ও তাদের মন যা চায়, তার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।'[৩২০]

এবার ভেবে দেখুন, ইমান আনার কারণে মুমিনরা মন যা চায়, আখিরাতে তা-ই ভোগ করতে পারবে আর কাফিররা ইমান না আনার কারণে আখিরাতে মন যা চায়, তা থেকে বঞ্চিত হবে।

---

৩১৮. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।
৩১৯. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৭১।
৩২০. সুরা সাবা, ৩৪ : ৫৪।

সুরা ফাতির

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৫।

নাম :

১. (فَاطِرٌ) 'যিনি কোনো পূর্বনমুনা ব্যতীত সৃষ্টি করেন'।

২. (اَلْمَلٰئِكَةُ) 'ফেরেশতাগণ'।

কেন এই নাম :

- (فَاطِرٌ) 'যিনি নমুনাবিহীন সৃষ্টি করেন' : আলোচ্য সুরার আলোচনা আবর্তিত হয়েছে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অন্যতম রহমত ও নিয়ামত হলো, তাঁর অনুপম সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সৃষ্টির সৌন্দর্য। তাই সুরাটি শুরু হয়েছে এই সুন্দর নামটি দিয়ে—فَاطِرُ 'নমুনাবিহীন স্রষ্টা'। আর সুরাটির নামও রাখা হয়েছে এটি। উল্লেখ্য যে, فَاطِرُ মানে ওই সত্তা, যিনি কোনো ধরনের নমুনা ছাড়াই কোনো বস্তু সৃষ্টি করেন।

- (اَلْمَلٰئِكَةُ) 'ফেরেশতাগণ' : কারণ আল্লাহ তাআলা সুরার শুরুর দিকেই ফেরেশতাদের সৃষ্টি এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের কথা উল্লেখ করে :

﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

'আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করলে কেউ তা রুদ্ধ করতে পারে না এবং রুদ্ধ করলে তা কেউ উন্মুক্ত করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[৩২১]

- আর শেষও হয়েছে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের কথা উল্লেখ করে :

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا﴾

'আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ভালোভাবেই দেখতে পান।'[৩২২]

এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যে কারও চেয়ে বেশি দয়ালু। তাঁর মতো করুণাময় কেউ হতে পারে না। এই সুরাটি নিয়ে ফিকির করলে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- দুনিয়াতে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা। (আয়াত : ৩, ৯, ১১, ১২, ১৩, ২৭, ২৮, ৪১ ও ৪৫)
- বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও রহমত হলো, তাদের হিদায়াতের জন্য রাসুল প্রেরণ। (আয়াত : ২৪)

---

৩২১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২।
৩২২. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৪৫।

- মানুষের সম্মান ও মর্যাদা কেবল আল্লাহর ইবাদতের মাঝেই নিহিত। (আয়াত : ১০)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার ব্যাপারে জাগতিক বিভিন্ন নিদর্শনকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন। (আয়াত : ৯, ১২, ১৩, ২৭ ও ২৮)
- কুরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ ও আমল করার বিচারে মানুষের প্রকার। (আয়াত : ৩২)
- কাফিরদের প্রতিদান ও মুত্তাকিদের প্রতিদান। (আয়াত : ৩৩-৩৭)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলিমগণই আল্লাহ তাআলাকে যথার্থরূপে ভয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'[৩২৩]

অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলাকে যথার্থরূপে ভয় করে, তারাই আলিম ও জ্ঞানী।

২. ব্যবসা-বাণিজ্যে কখনো লাভ হয়, কখনো লোকসান হয়। পৃথিবীর যেকোনো ব্যবসার জন্য এটি সত্যি। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যে ব্যবসা হয়, তাতে লোকসানের কোনো আশঙ্কা নেই। বরং সব সময় এই ব্যবসা লাভজনক। (আয়াত : ২৯)

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

৩২৩. সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।

'তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তার অলংকার পরানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।'[৩২৪]

প্রথমে বান্দাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. নিজের প্রতি জুলুমকারী। ২. মধ্যমপন্থী। ও ৩. নেক আমলে অগ্রগামী।

উল্লিখিত আয়াতে (يَدْخُلُونَهَا) শব্দটির বহুবচন আসার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বহুবচনের কারণে উল্লিখিত তিন প্রকার বান্দার সবাই জান্নাতে প্রবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার ফজল ও রহম থেকে মাহরুম করবেন না।

৪. আদম ﷺ থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত যত জাতি পৃথিবীতে এসেছে, প্রতিটি জাতির কাছেই আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

'এমন কোনো জাতি নেই, যাদের কাছে সতর্ককারী (নবি) পাঠানো হয়নি।'[৩২৫]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবার পরিচয় ও ইতিহাস আমাদের জানাননি। কেবল নির্বাচিত কিছু নবি-রাসুলের ইতিহাস আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾

---

৩২৪. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৩৩।
৩২৫. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২৪।

'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। তাঁদের কারও কারও কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করেছি এবং কারও কারও কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসুলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৩২৬]

৩২৬. সুরা গাফির, ৪০ : ৭৮।

সুরা ইয়াসিন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৩।

নাম :

(يس) 'হুরুফে মুকাত্তাআহ'।

কেন এই নাম :

কারণ এই হরফগুলো দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ তাআলার মৃতকে জীবিত করার কথা উল্লেখ করে :

  ﴿إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ﴾

  'আমি মৃতদেরকে জীবন দান করি এবং তারা যা সামনে পাঠায় ও পেছনে রেখে যায়, তা আমি লিখে রাখি। সবকিছু আমি এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।'[৩২৭]

- আর শেষও হয়েছে মৃতকে জীবিত করার কথা উল্লেখ করে :

  ﴿قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ﴾

  'বলুন, "সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"'[৩২৮]

---

৩২৭. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ১২।
৩২৮. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৭৯।

এই আয়াতদুটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দলিল।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আকিদার বর্ণনা।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দার সকল কাজের হিসাব রাখেন এবং তিনি সকল কাজের প্রতিদান দেবেন। (আয়াত : ১২)
- নবিদের প্রতি যারা ইমান এনেছে এবং নবিদেরকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে উভয় দলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং উভয় দলের প্রতিদান বর্ণনা। (আয়াত : ১৩-২৯)
- যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সাব্যস্ত করা। (আয়াত : ৩৩, ৭৮, ৭৯ ও ৮১)
- মুমিনদের প্রতিদানের বর্ণনা। (আয়াত : ৫৫-৫৮)
- কাফিরদের প্রতিদানের বর্ণনা। (আয়াত : ৬৩-৬৫)
- জাগতিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তা সাব্যস্ত করা। (আয়াত : ৩৩-৪২, ৭১-৭৩ ও ৮০)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. যে ব্যক্তি রাসুলগণের প্রতি ইমান আনে এবং তাঁদেরকে সত্যায়ন করে, সে স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং জীবনে-মরণে তাদের কল্যাণ কামনা করে। (আয়াত : ২০, ২৬ ও ২৭)

২. মুমিন তার ভাইদের সাহায্যে শক্তিশালী হয়। এক মুমিন অপর মুমিনকে সহায়তা করে। (আয়াত : ১৪)

৩. বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিন্যাস ও শৃঙ্খলা অবিশ্বাস্য রকমের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। (আয়াত : ৩৮-৪০) এরূপ উদাহরণ অগণিত।

৪. এমন সময় কিয়ামত এসে হানা দেবে, যখন মানুষ বাজারে কেনাকাটার মতো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যস্ত থাকবে। (আয়াত : ৪৯ ও ৫০)

৫. কুরআন থেকে কেবল জীবিতরাই উপকৃত হতে পারে। (আয়াত : ৭০)

৬. শিঙায় দুটি ফুৎকারের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন :

প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সবাই ভীত-প্রকম্পিত হবে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত সকলেই মারা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ﴾

'আর যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।'[৩২৯]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾

'আর (কিয়ামতের দিন) শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই

৩২৯. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৮৭।

বেহুঁশ হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় ফুৎকার দেওয়া হবে আর তখনই তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।'[৩৩০]

দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ - وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾

'তখন তারা না পারবে কোনো অসিয়ত করতে, না পারবে তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে। আর শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে; অমনি তারা কবর থেকে উঠে তাদের রবের দিকে ছুটতে থাকবে।'[৩৩১]

৭. একদিন সূর্যাস্তের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু জার ﷺ-কে বলেন :

«أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»

'তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়?'

আবু জার ﷺ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।' তিনি বলেন :

فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ} [يس: ٣٨]

'সূর্য আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। তারপর পুনরায় আসার অনুমতি চায়। তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সে দিনটি অনেক কাছে এসে গেছে, যেদিন সে সিজদা করবে; কিন্তু তার সিজদা গ্রহণ করা হবে

৩৩০. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৬৮।
৩৩১. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৫০-৫১।

না। সে দ্বিতীয় বার আসার অনুমতি চাইবে; কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। সেদিন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এই আয়াত থেকে এটিই উদ্দেশ্য : "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে; এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।'"[৩৩২] (সুরা ইয়াসিন : ৩৮)

---

৩৩২. সহিহুল বুখারি : ৩১৯৯।

সুরা আস-সাফফাত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৮২।

নাম :

(اَلصَّافَّاتُ) 'সারিবদ্ধ ফেরেশতা'।

কেন এই নাম :

আল্লাহ তাআলা তাদের নামে কসম করেই সুরাটি শুরু করেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের নামে কসমের মাধ্যমে :

﴿وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا - فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا - فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا﴾

'শপথ সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের। শপথ (মেঘ) পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের। শপথ কালামুল্লাহ তিলাওয়াতকারী ফেরেশতাদের।'[৩৩৩]

- আর শেষও হয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য নিয়ে ফেরেশতাদের গর্বের কথা বিবৃত করে :

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ - وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ﴾

'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'[৩৩৪]

৩৩৩. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১-৩।
৩৩৪. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১৬৫-১৬৬।

এখান থেকে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সাহায্য করেন; শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিজয় দান করেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের মর্যাদা এবং আল্লাহর দুশমনদের লাঞ্ছনা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহর অলি ও বন্ধুদের মর্যাদা। তাদের মর্যাদার একটি বড় নিদর্শন হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের নামে কসম করেছেন।
- কাফিরদের ধ্বংসের কারণসমূহ। (আয়াত : ১২-১৭, ৩৫, ৩৬, ৬৯, ৭০)
  - আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন নিয়ে হাসি-তামাশা।
  - নাসিহা ও উপদেশ থেকে বিমুখ হওয়া।
  - নবিদের রিসালাতকে ভ্রান্ত ও বাতিল বলা।
  - মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার।
  - অহংকার করা।
  - রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পাগল ও কবি বলে বেয়াদবি করা।
  - পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করা।
- আল্লাহর প্রিয় বান্দা নবি-রাসুল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাহায্য করার দৃষ্টান্ত। (আয়াত : ৭৫-১৪৮)
- মুশরিকদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা। (আয়াত : ১৫১-১৫৩, ১৫৮)
- কাফিরদের জন্য আল্লাহর প্রস্তুতকৃত আজাবের বিবরণ। (আয়াত : ৬২-৬৮)
- আল্লাহ তাআলার তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদেরকে দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয় দান করার চিরন্তন ওয়াদা। (আয়াত : ১৭১-১৮২)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কখনো আরবি ভাষার (أَوْ) 'অথবা' অব্যয়টি (بَلْ) 'বরং' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

﴿وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾

'তাঁকে আমি এক লক্ষ লোকের নিকট বরং তার চেয়েও বেশি লোকের নিকট পাঠিয়েছিলাম।'[৩৩৫]

যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ক্ষেত্রে সংখ্যা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, তাই (أَوْ)-কে (بَلْ)-এর অর্থে নিতে হবে। আর আরবিভাষীদের কাছে এটি বেশ পরিচিত নিয়ম।

অনুরূপভাবে এই হাদিসটিও দেখুন :

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

'দুনিয়াতে এমনভাবে দিনাতিপাত করো যে, তুমি একজন মুসাফির; বরং একজন পথিক।'[৩৩৬]

এখানে (أَوْ) অব্যয়টি (بَلْ)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পথিকের মতো জীবনযাপন দুনিয়াত্যাগের আরও চূড়ান্ত রূপ।

২. (اَلْمُحْسِنُوْنَ) 'নেক আমলকারী', (اَلْمُخْلِصُوْنَ) 'ইখলাস ও নিষ্ঠা অবলম্বনকারী' ও (اَلْمُؤْمِنُوْنَ) 'মুমিন' এই তিনটি গুণ আলোচ্য সুরায় বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

- (اَلْمُخْلِصُوْنَ) 'ইখলাস ও নিষ্ঠা অবলম্বনকারী'। (আয়াত : ৪০, ৭৪, ১২৮, ১৬০, ১৬৯)

- (اَلْمُحْسِنُوْنَ) 'নেক আমলকারী'। (আয়াত : ৮০, ১০৫, ১১০, ১২১, ১৩১)

---

৩৩৫. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১৪৭।
৩৩৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪১৬।

- (ٱلْمُؤْمِنُونَ) 'মুমিন'। (আয়াত : ৮১, ১১১, ১২২, ১৩২)

এই গুণগুলো বারবার উল্লেখ করার কারণ হলো, যাতে মুমিনরা এই গুণগুলো অর্জনে উৎসাহিত হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভের উপযুক্ত হয়।

৩. নবিদের স্বপ্নও ওহি, যেটি কোনো সংবাদ অথবা নির্দেশ বহন করে। (আয়াত : ১০২)

৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন ও মর্যাদা পাবে বিশুদ্ধ হৃদয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাইয়িদুনা ইবরাহিম ﷺ-এর প্রশংসা করে বলেন :

﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

'যখন সে তার রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ হৃদয়ে।'[৩৩৭]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

'যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে।'[৩৩৮]

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ»

'সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত মানুষ হলেন নবিগণ, তারপর যারা তাদের সঙ্গে যত বেশি সাদৃশ্য রাখে।'[৩৩৯]

---

৩৩৭. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৮৪।
৩৩৮. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৮৮-৮৯।
৩৩৯. সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৭৪৪০।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইবরাহিম ﷺ-কে তাঁর প্রিয় সন্তান ইসমাইলকে কুরবানি করার নির্দেশ দেন। অনেক দিন পর পাওয়া তরুণ এই সন্তানকে নিজের হাতে কুরবানি করা পিতার জন্য সহজ ব্যাপার ছিল না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন দেখতে চেয়েছিলেন, ইবরাহিমের অন্তরে কার মহব্বত বেশি—পুত্রের নাকি রবের?

সুরা সাদ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৮।

নাম :

(ص) 'হরফে মুকাত্তাআহ'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই হরফ দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে :

﴿صٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِی ٱلذِّكۡرِ﴾

'সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের।'[৩৪০]

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে :

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرࣱ لِّلۡعَـٰلَمِینَ﴾

'এ তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশমাত্র।'[৩৪১]

কুরআন আল্লাহর নাজিলকৃত হক ও সত্য বাণী। কেউ যদি হক ও সত্য পেতে চায়, সে যেন কুরআনের শরণাপন্ন হয়।

---

৩৪০. সুরা সাদ, ৩৮ : ১।
৩৪১. সুরা সাদ, ৩৮ : ৮৭।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

হক ও সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কাফিরদের অহংকারবশত হক ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং হক নিয়ে অযৌক্তিক বিতর্ক। (আয়াত : ২-৮)
- পূর্ববর্তী যুগের অহংকারী কাফিরদের পরিণাম। (আয়াত : ১২-১৫)
- কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও শত্রুতা এবং আল্লাহর আজাবের ধমকি নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। (আয়াত : ১৬)
- ইনাবত ইলাল্লাহ ও আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন :

- দাউদ ﷺ। (আয়াত : ১৭-২৫)
- সুলাইমান ﷺ। (আয়াত : ৩০-৩৫)
- আইউব ﷺ। (আয়াত : ৪১-৪৪)

- মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রস্তুতকৃত নিয়ামতের বর্ণনা। (আয়াত : ৪৯-৫৪)
- কাফিরদের জন্য আল্লাহর প্রস্তুতকৃত শাস্তির বর্ণনা। (আয়াত : ৫৫-৫৮)
- জাহান্নামের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন ও বাদ-প্রতিবাদের বিবরণ। (আয়াত : ৫৯-৬৪)
- অহংকারবশত হককে প্রত্যাখ্যানকারীর দৃষ্টান্ত এবং তার ও তার অনুসারীদের ভয়ংকর পরিণামের বর্ণনা। (আয়াত : ৭১-৮৫)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কিছু লোক সব সময় এমন থাকে, যারা আপনাকে হক ও সত্য গ্রহণ করতে বাধা দেবে। হক ও সত্যের পথে যারা দাওয়াত দেবে, তাদেরকে তারা ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিহিত করবে এবং বলবে, ওরা আমাদের কল্যাণ চায় না। (আয়াত : ৬)

২. পারস্পরিক মতানৈক্য, ঝগড়া ও দ্বন্দ্বের কারণে যেন আপনি দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কথা ভুলে না যান। যেমনটি কুরআনে বর্ণিত ঘটনায় দাউদ ﷺ-এর আদালতে বাদী বিবাদীকে উদ্দেশ্য করে বলছে :

﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِى﴾

'এই ব্যক্তি আমার ভাই।'[৩৪২]

৩. গাইবের মালিক অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বেই নিজেকে গুনাহের বোঝা থেকে হালকা করো, তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করো এবং তোমার জবানকে দুআয় নিয়োজিত করো। (আয়াত : ৩৫)

৪. চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, ঠান্ডা পানি অনেক রোগ নিরাময়ের কারণ। (আয়াত : ৪২)

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবিদেরকে একটি বিশেষ গুণ দিয়েছিলেন। সেটি হলো, আখিরাতের স্মরণ। আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ সব সময় এই গুণ অর্জনের ফিকিরে থাকেন। (আয়াত : ৪৬)

৬. দুনিয়া কষ্ট ও বিপদের জায়গা। আর আখিরাত মুত্তাকিদের জন্য আরাম-আয়েশের জায়গা। (আয়াত : ৫১) সুতরাং এখানে কষ্ট করো ওখানে আরামে থাকার জন্য।

---

৩৪২. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৩।

৭. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ﴾

'আমি দাউদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা[৩৪৩]।'[৩৪৪]

আবু মুসা আশআরি ﷺ বলেন, 'সর্বপ্রথম (أَمَّا بَعْدُ)[৩৪৫] "অতঃপর" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন দাউদ ﷺ। আর এটিই (فَصْلُ الخِطَابِ)।'

আবার কারও মতে, (فَصْلُ الخِطَابِ) মানে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী বিশুদ্ধ ভাষা।

---

৩৪৩. (فَصْلُ الخِطَابِ) বা ফায়সালাকারী বাগ্মিতা মানে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী বিশুদ্ধ ভাষা।

৩৪৪. সুরা সাদ, ৩৮ : ২০।

৩৪৫. আরবি ভাষায় বক্তব্যের শুরুতে হামদ ও সালাতের পর 'আম্মা বাদ' শব্দবন্ধটি বলা হয়।

সুরা আজ-জুমার

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৫।

নাম :

(الزُّمَرُ) 'দলসমূহ'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা এই সুরায় বলেছেন, জান্নাতি ও জাহান্নামিরা দলে দলে প্রবেশ করবে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

'তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, আল্লাহ তাআলা তার ফায়সালা করে দেবেন।'[৩৪৬]

- আর শেষ হয়েছে :

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ﴾

'আর জিন ও ইনসানের বিচার করা হবে ইনসাফের সাথে।'[৩৪৭]

---

৩৪৬. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৩।
৩৪৭. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৭৫।

এভাবে শুরু ও শেষ করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, বিচার ও ফায়সালার মালিক কেবল আল্লাহ তাআলা। আর এটি তাওহিদের অনিবার্য দাবিসমূহের একটি।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

খালিস তাওহিদ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- খালিস তাওহিদের নির্দেশ।
- আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তার ব্যাপারে বিভিন্ন জাগতিক নিদর্শন ও দলিল উপস্থাপন। (আয়াত : ৫, ৬, ২১)
- আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তার ব্যাপারে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন (আয়াত : ৪, ৮, ২৭, ২৯, ৩৮, ৪২)
- শিরকের ব্যাপারে সতর্কীকরণ। (আয়াত : ৬৪, ৬৫)
- মুশরিকদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা। (আয়াত : ৮, ২৫, ৪৩, ৪৫, ৪৯)
- তাওবার দরোজা মুমিন-কাফির সবার জন্য খোলা। (আয়াত : ৫৩)
- কিয়ামতের দিন মুমিনদের অবস্থা। (আয়াত : ৭৩, ৭৪)
- কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা। (আয়াত : ৭১, ৭২)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. একের পর এক ভূখণ্ড বিজয়ের ফলে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে মুসলিমবিশ্বের সীমানা। অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ফলে কাবার এক পাশে ইমামের পেছনে কাতার বেঁধে সালাত আদায় করতে গেলে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হতো না। উমাইয়া খিলাফতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর খালিদ আল-কাসরি এই আয়াতটি দিয়ে দলিল পেশ করে বলেন, 'কাবার কেবল এক পাশে নয়; বরং ইমামের পেছনে কাবার চারদিক ঘিরেই সালাত আদায় করা যাবে :

﴿وَتَرَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾

"আর আপনি ফেরেশতাদের দেখবেন, তারা আরশের চারদিক ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।"[৩৪৮]

তখন থেকেই মুসল্লিরা ইমামের পেছনে কাবাকে ঘিরে অনেকটা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করে। (ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

২. কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে আশা-জাগানিয়া আয়াত। (আয়াত : ৫৩)

৩. প্রতিটি ইবাদতেরই দুটি দিক আছে : একটি বাহ্যিক অপরটি অভ্যন্তরীণ। সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা ইবাদতের অভ্যন্তরীণ দিকটিকেও পরিশুদ্ধ করেছে। (আয়াত : ৯)

এই আয়াতটি নাজিল হয় উসমান বিন আফফান ﵁-এর ব্যাপারে। তিনি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতেন। তাঁর ইবাদতের বাহ্যিক রূপ হলো, তিনি সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান। আর অভ্যন্তরীণ রূপ হলো, তিনি অন্তরে আখিরাতের ভয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা লালন করেন। (ইবনে আবি হাতিম, ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন।)

৪. হিসাব ও বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের চেয়ে মহান ও উদার কেউ নেই। (আয়াত : ৩৫)

৫. জনৈক আলিম বলেন, 'এই আয়াতটি শোনার পর কোনো মাখলুককে ভয় পাওয়া বান্দার উচিত নয়।' (আয়াত : ৩৬)

৬. অন্তরের সুস্থতা ও শুদ্ধতার অন্যতম নিদর্শন হলো, আল্লাহর জিকিরে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হওয়া।

---

৩৪৮. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৭৫।

আর অন্তরের অসুস্থতা ও অশুদ্ধতার অন্যতম নিদর্শন হলো, গাইরুল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হওয়া। (আয়াত : ৪৫)

৭. আল্লাহ রব্বুল আলামিন সকল নবিকেই শিরকের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এবার যারা নবিদের চেয়ে নিম্নস্তরের, তাদের কথা ভেবে দেখুন। (আয়াত : ৬৫)

حم দিয়ে শুরু হওয়া সুরাসমূহ

(اَلْمُؤْمِنُ\غَافِرٌ) সুরা আল-মুমিন/গাফির, (فُصِّلَتْ) ফুসসিলাত, (اَلشُّوْرى) আশ-শুরা, (اَلزُّخْرُفُ) আজ-জুখরুফ, (اَلدُّخَانُ) আদ-দুখান, (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া, (اَلْأَحْقَافُ) আল-আহকাফ

এই সাতটি সুরা কুরআনের পরপর দুইটি পারাজুড়ে বিস্তৃত। বেশকিছু পয়েন্টে উল্লিখিত সবগুলো সুরা কিংবা অধিকাংশ সুরার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন :

১. সবগুলো সুরাই মাক্কি।

২. সবগুলোর শুরুতেই কুরআনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলা হয়েছে :

- (غَافِرٌ) গাফির—(আয়াত : ২)
- (فُصِّلَتْ) ফুসসিলাত—(আয়াত : ২)
- (اَلشُّوْرى) আশ-শুরা—(আয়াত : ৩)
- (اَلزُّخْرُفُ) আজ-জুখরুফ—(আয়াত : ২)
- (اَلدُّخَانُ) আদ-দুখান—(আয়াত : ২)
- (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া—(আয়াত : ২)
- (اَلْأَحْقَافُ) আল-আহকাফ—(আয়াত : ২)

৩. মুসা ﷺ ও তাঁর দাওয়াহর আলোচনা :

- (غَافِرٌ) গাফির—(আয়াত : ২৩)
- (فُصِّلَتْ) ফুসসিলাত—(আয়াত : ৪০)
- (اَلشُّوْرٰى) আশ-শুরা—(আয়াত : ১৩)
- (اَلزُّخْرُفُ) আজ-জুখরুফ—(আয়াত : ৪৬)
- (اَلدُّخَانُ) আদ-দুখান—(আয়াত : ১৮)
- (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া—(আয়াত : ১৬, ১৭)
- (اَلْأَحْقَافُ) আল-আহকাফ—(আয়াত : ১২)

৪. দ্বীনি বিষয়ে মতবিরোধ ও মতানৈক্যের কুফল :

- (فُصِّلَتْ) ফুসসিলাত—(আয়াত : ৪৫)
- (اَلشُّوْرٰى) আশ-শুরা—(আয়াত : ১০)
- (اَلزُّخْرُفُ) আজ-জুখরুফ—(আয়াত : ৬৩)
- (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া—(আয়াত : ১৭)

৫. নবুওয়ত ও রিসালাত বনি ইসরাইল থেকে উম্মতে মুহাম্মাদির কাছে স্থানান্তর :

- (اَلشُّوْرٰى) আশ-শুরা—(আয়াত : ১৩)
- (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া—(আয়াত : ১৮)
- (اَلْأَحْقَافُ) আল-আহকাফ—(আয়াত : ১২)

৬. অবকাশ প্রদান ও ক্ষমা করা :

- (اَلشُّوْرٰى) আশ-শুরা—(আয়াত : ২৩)
- (اَلزُّخْرُفُ) আজ-জুখরুফ—(আয়াত : ৮৯)
- (اَلدُّخَانُ) আদ-দুখান—(আয়াত : ৫৯)
- (اَلْجَاثِيَةُ) আল-জাসিয়া—(আয়াত : ১৪)
- (اَلْأَحْقَافُ) আল-আহকাফ—(আয়াত : ৩৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, এই সাতটি সুরার আলোচনা উম্মতে মুহাম্মাদির রিসালাতের দায়িত্বভার বহন ও দাওয়াহ প্রদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

তবে প্রতিটি সুরায় রিসালাহ ও দাওয়াহর গুরুদায়িত্ব যারা বহন করবে, তাদের জন্য দাওয়াহর বিভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুরা গাফির

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৫।

নাম :

১. (غَافِرٌ) 'ক্ষমাকারী'।

২. (حم المؤمن) 'হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া সুরা, যেটিতে আলে ফিরআউনের মুমিনের আলোচনা আছে'।

৩. (الطَّوْلُ) 'নিয়ামত ও রহমত'।

কেন এই নাম :

- (غَافِرٌ) 'ক্ষমাকারী': কারণ আলোচ্য সুরায় আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম নিজের এই গুণটি বর্ণনা করেছেন।
- (حم المؤمن) : কারণ এই সুরায় ফিরআউন বংশের জনৈক মুমিনের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেটি হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া অন্য কোনো সুরায় করা হয়নি।
- (الطَّوْلُ) 'নিয়ামত ও রহমত' : আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অসীম নিয়ামত ও রহমতের ব্যাপারে সচেতন করার জন্যই এই নাম রাখা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কাফিরদের বিতর্ক ও তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে :

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾

'এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় এবং তার পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ও (তাদের নবিদেরকে) অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসুলকে আবদ্ধ করার অভিসন্ধি করেছিল এবং মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি।'[৩৪৯]

- আর শেষও হয়েছে কাফিরদের অহংকার ও তাঁদের পরিণতির কথা বর্ণনা করে :

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

'যখন তাদের রাসুলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, তখন তারা তাদের (পার্থিব বিষয়ের) জ্ঞানেই সন্তুষ্ট ছিল। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল।'[৩৫০]

যাতে পরবর্তীদের জন্য এটি ইবরত ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে; মানুষ যেন রাসুলদের উপেক্ষা না করে এবং হককে প্রত্যাখ্যান করে নিজের সর্বনাশ ডেকে না আনে।

۞ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দাওয়াহর গুরুত্ব ও পদ্ধতি।

۞ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুসা ﷺ-এর দাওয়াহ। কীভাবে তিনি সবকিছু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে দাওয়াহর পথে সব হুমকি-ধমকি, বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছিলেন। (আয়াত : ২৬)
- ফিরআউন বংশের জনৈক মুমিনের দাওয়াহ এবং বিতর্কে তাঁর অনুসৃত বিভিন্ন কার্যকর উসলুব ও পদ্ধতি :

---

৩৪৯. সুরা গাফির, ৪০ : ৫।
৩৫০. সুরা গাফির, ৪০ : ৮৩।

- যুক্তি। (আয়াত : ২৮, ৪১)
- স্বীয় জাতির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি। (আয়াত : ২৯)
- ভালোবাসা ও সহানুভূতির মোড়কে ভীতিপ্রদর্শন। (আয়াত : ৩০, ৩১)
- পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। (আয়াত : ৩৪)
- শেষ বিচারের দিন ও আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া। (আয়াত : ৩২, ৩৩)
- দাওয়াহর শেষ পর্যায়ে সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। (আয়াত : ৪৪)

▪ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিয়ামতের বর্ণনা। (আয়াত : ১৩, ৫৭, ৬১-৬৫, ৭৯-৮১)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. বান্দা যখন সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে, তিনি তাকে সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। (আয়াত : ৪৫)

২. কুরআনের যেসব সুরায় প্রচুর দুআর উল্লেখ আছে, এই সুরাটি সেগুলোর অন্যতম :

- মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের দুআ। (আয়াত : ৭-৯)
- বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে দুআ করার আহ্বান এবং দুআ কবুলের প্রতিশ্রুতি। (আয়াত : ৬০)
- ইসতিগফার ও গুনাহ মাফ চাওয়ার নির্দেশ। (আয়াত : ৫৫)

৩. তাওবার ফজিলত। যারা তাওবা করে, ফেরেশতারাও তাদের জন্য দুআ করেন। (আয়াত : ৭-৯)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾

'আর (ফেরেশতারা) মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, "হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"'[৩৫১]

খালাফ বিন হিশাম বাজ্জার ﵀ বলেন, 'একবার আমি সালিম বিন ইসাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলাম। আমি যখন এই আয়াতে এলাম (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟), তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, "খালাফ, মুমিনরা আল্লাহর কাছে কতই না সম্মানিত! সে বিছানায় পড়ে ঘুমায় আর ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"'

---

৩৫১. সুরা গাফির, ৪০ : ৭।

সুরা ফুসসিলাত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৪।

❁ নাম :

১. (فُصِّلَتْ) 'বিশদভাবে বিবৃত'।

২. (حم السجدة) 'হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া সুরা, যেটিতে তিলাওয়াতে সিজদা আছে।'

৩. (الْمَصَابِيْحُ) 'প্রদীপমালা'।

৪. (الْأَقْوَاتُ) 'খোরাক, রিজিক'।

❁ কেন এই নাম :

- (فُصِّلَتْ) 'বিশদভাবে বিবৃত' : কারণ সুরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি কুরআনের আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বিবৃত করেছেন।

- (حم السجدة) : কারণ হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া সুরাসমূহের মধ্যে এটিই একমাত্র সুরা, যেটিতে তিলাওয়াতে সিজদা আছে।

- (الْمَصَابِيْحُ) 'প্রদীপমালা' : কারণ এই সুরাতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفۡظٗاۚ﴾

'আমি নিকটতম আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি।'[৩৫২]

---

৩৫২. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১২।

- (الأَقْوَاتُ) 'খোরাক, রিজিক' : কারণ এই সুরাতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا﴾

'আর তার (অধিবাসীদের) জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।'[৩৫৩]

❁ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, কুরআনকে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য বিশদভাবে বিবৃত করেছেন :

﴿تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ - كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

'এটি দয়াময়, পরম করুণাময়ের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, এক আরবি কুরআন হিসেবে, জ্ঞানীদের জন্য।'[৩৫৪]

- আর শেষ হয়েছে যারা এই বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব থেকে বিমুখ হয়, তাদের কথা দিয়ে :

﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ﴾

'বলুন, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে নাজিল হয়ে থাকে আর তোমরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করো, তবে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত?"'[৩৫৫]

যাতে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিপুল নিয়ামত ও অতুল রহমতের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো, কুরআনুল কারিম, যেখানে সবকিছু বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

৩৫৩. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১০।
৩৫৪. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২-৩।
৩৫৫. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫২।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনের সাহায্যে তাঁর উপাস্যত্ব, একত্ব ও পরাক্রমের দলিল উপস্থাপন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষ ছিলেন। তবে ওহির কারণে গোটা মানবজাতির মাঝে তিনি সবার শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (আয়াত : ৬)
- জাগতিক বিভিন্ন নিদর্শনের সাহায্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন। (আয়াত : ৯-১২, ৩৭, ৩৯, ৫৩)
- কাফিরদের ইতিহাস ও তাদের পরিণাম। (আয়াত : ১৩-১৮)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। তারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে যথাযথ আকিদা পোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। (আয়াত : ২১-২৩)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুম ও বিধানের ওপর অটল থাকার ফজিলত। (আয়াত : ৩০-৩৫)
- সুখে ও দুঃখে মানুষের অবস্থা। (আয়াত : ৪৯-৫১)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআন থেকে কেবল সে ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে, কুরআনের বরকত কেবল সে-ই হাসিল করতে পারে, যে কুরআনের প্রতি ইমান আনে। যে ব্যক্তি কুরআনকে বিশ্বাস করে না, সে কুরআনের ফায়দা ও বরকত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়। (আয়াত : ৪৪)

২. ১৯-২৩ নং আয়াত সম্পর্কে :

সাইয়িদুনা আনাস ؓ বলেন, 'একবার আমরা রাসুলুল্লাহর দরবারে ছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসেন এবং বলেন :

«هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟»

"তোমরা কি জানো, আমি কেন হাসছি?"

আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তারপর তিনি বলেন :

مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ

"আমি রবের সঙ্গে বান্দার যে কথোপকথন হবে, তা নিয়ে হাসছি। বান্দা তার রবকে বলবে, "হে আমার রব, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে বাঁচাতে পারেন না? (আপনি তো জুলুম করবেন না বলে ওয়াদা করেছিলেন)।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "অবশ্যই, আমি জুলুম করি না।" বান্দা বলবে, "আমি নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য মানি না।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তোমার জন্য তোমার নিজের সাক্ষ্য এবং কিরামান কাতিবিনের সাক্ষ্যই আজ যথেষ্ট।" তারপর তার মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে, "তোমরা সাক্ষ্য দাও।" তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার আমলের বিবরণ পেশ করবে। তারপর তাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সম্বোধন করে বলবে, "দূর হও, দূর হও, আমি তোদের পক্ষেই এতক্ষণ বিতর্ক করছিলাম।""[৩৫৬]

৩. জারুল্লাহ জামাখশারি তার কাশশাফে বলেন, 'যদি প্রশ্ন করা হয়, মুশরিকদের মন্দ গুণ আখিরাতে অবিশ্বাসের পাশাপাশি জাকাত অস্বীকারকেও কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? তবে আমি বলব,

৩৫৬. সহিহ্ মুসলিম : ২৯৬৯।

এর কারণ হলো, অর্থবিত্ত মানুষের সবচেয়ে পছন্দের বস্তু। সম্পদ মানুষের কাছে তার জীবনের মতোই প্রিয়। বান্দা যখন আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল আছে এবং তার ইমান ও নিয়তও বিশুদ্ধ।' আপনি কি দেখেননি, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর মুরতাদরা দ্বীনের আর কিছুই অস্বীকার করেনি, কেবল জাকাতকে অস্বীকার করেছিল? বিষয়টি নিয়ে ফিকির করুন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কৃপণতা থেকে হিফাজত করুন এবং আমাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

সুরা আশ-শুরা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৩।

নাম :

১. (الشُّوْرى) 'পরামর্শ'।

২. (حم عسق) 'হুরুফে মুকাত্তাআহ'।

কেন এই নাম :

- (الشُّوْرى) 'পরামর্শ' : কারণ পরামর্শ মুসলিমদের দেশ ও রাজত্ব মজবুত রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণ পরামর্শের ওপরই নির্ভরশীল।
- (حم عسق) : কারণ আল্লাহ তাআলা এই হরফগুলো দিয়ে সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে ওহির কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, ওহি এসেছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়ের কাছ থেকে :

﴿كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾

'পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহ এভাবে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেন।'[৩৫৭]

---

৩৫৭. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৩।

- আর শেষও হয়েছে ওহির কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, ওহি হিদায়াতের পথ দেখায় :

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'এভাবে আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি রুহ (কুরআন) তথা আমার নির্দেশ। আপনি তো জানতেন না, কুরআন কী এবং ইমান কী! তবে আমি এটিকে (কুরআনকে) করেছি আলো, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই; আপনি তো কেবল সরল পথ দেখান।'[৩৫৮]

যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওহি বান্দাদের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

উম্মাহর ঐক্য ও পরামর্শের গুরুত্ব।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। (আয়াত : ৭)
- হিংসা ও জুলুম ধ্বংস ও বিভেদের কারণ। (আয়াত : ১৪)
- নেক নিয়তের ফজিলত এবং আখিরাতের কল্যাণ কামনা। (আয়াত : ২০)
- গুনাহ ও নাফরমানি অকল্যাণ ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ। (আয়াত : ৩০)
- ওহির বিভিন্ন প্রকার। (আয়াত : ৫১)

---

৩৫৮. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫২।

- যেসব মুমিন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের গুণাবলি :

- বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস লালন। (আয়াত : ৩৬)
- গুনাহ ও নাফরমানি পরিত্যাগ। (আয়াত : ৩৭)
- উত্তম ও সুন্দর আখলাক ধারণ। বিশেষ করে, ক্ষমা। (আয়াত : ৩৭)
- আল্লাহর আদেশ পালনে তৎপর হওয়া এবং তাঁর নির্দেশের ওপর অটল-অবিচল থাকা। (আয়াত : ৩৮)
- সালাত কায়িম ও জাকাত আদায়ে সচেতন, সচেষ্ট ও মনোযোগী হওয়া। উল্লেখ্য যে, সালাত আল্লাহর হক আর জাকাত বান্দার হক। (আয়াত : ৩৮)
- পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (আয়াত : ৩৮)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন উলুল আজম তথা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ রাসুলকে একই আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন। (আয়াত : ১৩)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন, যেভাবে আত্মীয়-স্বজনরা রোগীকে ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে রাখে। স্নেহ ও ভালোবাসার তাগিদেই এই দূরে রাখা। (আয়াত : ২৭)

৩. জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসার আসমানি রীতি হলো, তা আসবে কঠিন দুঃখ-দুর্দশার পর। (আয়াত : ২৮)

৪. সন্তানের বিষয় নিয়ে আপত্তি করার কিংবা মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ সন্তান হলো আল্লাহর দান। কাউকে আল্লাহ পুত্রসন্তান দান করলে তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। কাউকে কন্যাসন্তান দান করলেও তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। অনুরূপভাবে কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়টি দান করলেও তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। এমনকি কাউকে নিঃসন্তান রাখলেও তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। (আয়াত : ৪৯, ৫০)

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুই বার ফেরেশতাদের ইসতিগফারের কথা উল্লেখ করেছেন :

একবার সুরা শুরায় :

﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلْأَرْضِ﴾

'আর ফেরেশতাগণ তাঁদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং দুনিয়াবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।'[৩৫৯]

অপর বার সুরা গাফিরে :

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾

'আর (ফেরেশতারা) মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, "হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"'[৩৬০]

তবে সুরা গাফিরে যেসব ফেরেশতার কথা বলেছেন, তারা হলেন আরশ বহনকারী ফেরেশতা। তাদের ইসতিগফার করার মর্ম হলো, তারা কেবল মুমিন বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে সুরা শুরায় যেসব ফেরেশতার কথা এসেছে, তারা আরশ বহনকারী ফেরেশত নন; বরং তারা হলেন আসমানের অন্যান্য ফেরেশতা। তারা মুমিন হোক কিংবা কাফির সকল দুনিয়াবাসীর জন্য ইসতিগফার করেন। তাদের ইসতিগফারের মর্ম হলো, দুনিয়াবাসীর জন্য রিজিক প্রার্থনা। (কুরতুবি)

৩৫৯. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫।
৩৬০. সুরা গাফির, ৪০ : ৭।

সুরা আজ-জুখরুফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৯।

নাম :

(الزُّخْرُفُ) 'স্বর্ণ, স্বর্ণালংকার'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরায় দুনিয়ার অর্থবিত্ত, সুখ-সমৃদ্ধি, ভোগবিলাস এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে প্রবঞ্চিত হওয়ার আলোচনা এসেছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি এই বলে শুরু হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের স্রষ্টা :

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ﴾

'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "আসমানমণ্ডলী ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে?" তারা অবশ্যই বলবে, "এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।"'[৩৬১]

- আর এ কথা বলে শেষ হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের মালিক :

﴿سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

'তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আসমানমণ্ডলী ও জমিনের রব এবং আরশের রব পবিত্র।'[৩৬২]

---

৩৬১. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৯।
৩৬২. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৮২।

এভাবে শুরু ও শেষ করে বান্দাদেরকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দুনিয়ার ফিতনা থেকে সতর্কীকরণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- শুরুতেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইমান না আনার কারণে মুশরিকদের আজাবের ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পূর্বে যারা নবিদেরকে অস্বীকার করেছিল, তাদের পরিণতি কী হয়েছিল। (আয়াত : ৫-৮)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অসীম শক্তি ও পরাক্রমের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আসমান ও জমিনের সৃজন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, শস্য ও ফুল-ফসল উৎপাদন ইত্যাদির মতো নিয়ামতগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত : ৯-১৩)
- জাহিলি সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও শিরকের কিছু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। যেমন : তারা বলত, আল্লাহর কন্যাসন্তান আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত বকওয়াস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (আয়াত : ১৫-১৯)
- ইবরাহিম ﷺ শিরক ও মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। (আয়াত : ২৬-২৮)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাকে চান সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। সম্পদ ও খ্যাতি দেখে আল্লাহ তাআলা কাউকে মর্যাদা দেন না। (আয়াত : ৩১, ৩২)
- মুসা ﷺ ও তাগুত ফিরআউনের কাহিনি। সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজত্ব নিয়ে ফিরআউনের গর্ব ও অহংকার। (আয়াত : ৪৬-৫৬)
- ইসা ﷺ-এর মর্যাদা। তাঁকে নিয়ে লোকদের বিভিন্ন মতবিরোধ। তিনি কিয়ামতের অন্যতম আলামত। [শেষ জমানায় তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন।] (আয়াত : ৫৭-৬৫)

- আল্লাহ তাআলা আখিরাতে মুমিনদের জন্য কী কী নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং আখিরাতে কাফিরদের কী পরিণতি হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার নাম মালিক। (আয়াত : ৭৭)

২. সুরাটি শুরু হয়েছে ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে ক্ষমার কথা দিয়ে। কারণ আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়।

৩. দুনিয়াতে বিপদে সান্ত্বনা লাভের সুযোগ আছে। কিন্তু আখিরাতের আজাবে সান্ত্বনা লাভের কোনো উপায় নেই। (আয়াত : ৩৯)

৪. যত সম্পর্ক, যত বন্ধন, যত বন্ধুত্ব, যত ভালোবাসা সব মৃত্যুর সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কেবল হুব্ব ফিল্লাহ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দাদের পরস্পরের যে ভালোবাসা। (আয়াত : ৬৭)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

'তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিতপালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?'[৩৬৩]

এই আয়াতের মর্ম হলো, নারীরা অপূর্ণ। তাই শৈশব থেকেই তারা অলংকার পরিধান করে নিজেদের অপূর্ণতাকে পূরণ করে। আর বিতর্কেও তারা দুর্বল। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যর্থ হয়। দাবি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তি ও দলিলগুলো উপস্থাপন করতে পারে না। তাই তো ওফাতের আগে সর্বশেষ অসিয়তে রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। (ইবনে কাসির, ঈষৎ পরিমার্জিত)

---

৩৬৩. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ১৮।

সুরা আদ-দুখান

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৯।

নাম :

(اَلدُّخَانُ) 'ধোঁয়া'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা ধোঁয়াকে কাফিরদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের একটি নিদর্শন বানিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তাদেরকে যখন দুর্ভিক্ষ গ্রাস করল, তারা আসমানের দিকে তাকাল। ক্ষুধা ও কষ্টের আতিশয্যে তারা সেখানে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখতে পেল।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, কুরআন সতর্ককারী :

﴿وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ - إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

'সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমি কুরআনকে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।'[৩৬৪]

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, কুরআন হলো উপদেশ :

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾

৩৬৪. সুরা আদ-দুখান, ৪৪ : ২-৩।

'আমি আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৩৬৫]

এভাবে শুরু ও শেষ করে বান্দাদেরকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছেন। তাদেরকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় রহমত ও অনুগ্রহ।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ক্ষমতা ও রাজত্বের ধোঁকায় পতিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। (আয়াত : ১০)
- বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা কাফিরদের পিছু ছাড়ে না, যতক্ষণ না ইমানের পথে ফিরে আসে কিংবা আল্লাহর আজাব এসে তাদের পাকড়াও করে। (আয়াত : ১০-১৬)
- তাগুত ফিরআউন তার ক্ষমতা ও রাজত্বের অহংকারে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। (আয়াত : ১৭-৩১)
- মুমিনদের সুন্দর পরিণাম আর কাফিরদের মন্দ পরিণতি।

৩৬৫. সুরা আদ-দুখান, ৪৪ : ৫৮।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আবু জাহেল দাবি করত, সে মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান নেতা। আল্লাহ তাআলা তাকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করে দেন। তার মতো যারা অহংকার করে, তাদেরকে সতর্ক করে অনেক আয়াত নাজিল হয়। (আয়াত : ৪৭-৪৯)

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ﴾

'তাদের জন্য আসমান ও জমিন কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি।'[৩৬৬]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'প্রতিটি মানুষের জন্য আসমানে একটি দরোজা আছে, যেটি দিয়ে তার রিজিক নাজিল হয় এবং তার আমল ওপরে যায়। মুমিন যখন মারা যায়, তার দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দরোজাটি তাকে না পেয়ে তার জন্য কান্না করে। জমিনের যে অংশে দাঁড়িয়ে সে সালাত আদায় করত, আল্লাহর জিকির করত, সেটিও তাকে না পেয়ে কাঁদে। ফিরআউনের জাতি ছিল বদকার। তাদের নেক আমলের কোনো নিদর্শন পৃথিবীতে ছিল না। তাদের কোনো নেক আমল আসমানে আল্লাহর কাছে যেত না। তাই আসমান ও জমিন তাদের জন্য কাঁদেনি। (বাইহাকি, শুআবুল ইমান)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন জালিমকে অবকাশ দেন। কিন্তু একসময় এত কঠিনভাবে পাকড়াও করেন যে, তার পালানোর কোনো উপায় থাকে না। (আয়াত : ১৬)

৪. (اَلنَّعْمَةُ) ও (اَلنِّعْمَةُ) শব্দদুটির অর্থ হলো, সুখ, সমৃদ্ধি, আরাম, নিয়ামত, ঐশ্বর্য ইত্যাদি। সমার্থবোধক হলেও উভয়ের মাঝে দুইভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় :

---

৩৬৬. সুরা আদ-দুখান, ৪৪ : ২৯।

ক. (اَلنَّعْمَةُ) শব্দটি বলে রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি বোঝানো হয়, পক্ষান্তরে (اَلنَّعْمَةُ) শব্দটি বলে শরীর বা দ্বীনের সমৃদ্ধি বোঝানো হয়।

খ. (اَلنَّعْمَةُ) মানে হলো, অনুগ্রহ, নিয়ামত, উপহার ইত্যাদি। আর (اَلنَّعْمَةُ) মানে হলো, জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি।

সারমর্ম কথা হলো, (اَلنَّعْمَةُ) মানে ওই সব বস্তু, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন।

আর (اَلنَّعْمَةُ) মানে আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে আপনি যে অবস্থায় আছেন।
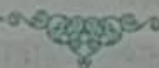
সুরা আল-জাসিয়া

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৭।

নাম :

১. (اَلْجَاثِيَةُ) 'হাঁটু গেঁড়ে বসা'।

২. (اَلشَّرِيْعَةُ) 'শরিয়াহ'।

৩. (اَلدَّهْرُ) 'সময়, যুগ, কাল'।

কেন এই নাম :

- (اَلْجَاثِيَةُ) 'হাঁটু গেঁড়ে বসা' : কারণ সুরাটিতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক জাতি আপন আপন গুনাহের ভয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে যাবে।

- (اَلشَّرِيْعَةُ) 'শরিয়াহ' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'তারপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরিয়াহর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, আপনি তারই অনুসরণ করুন, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[৩৬৭]

- (اَلدَّهْرُ) 'সময়, যুগ, কাল' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

---

৩৬৭. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ১৮।

'তারা বলে, "একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি[৩৬৮] আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।" বস্তুত এই ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।'[৩৬৯]

হা-মীম দিয়ে শুরু হওয়া সুরাগুলোর মধ্যে কেবল এই সুরাতেই 'কাল'-এর কথা বলা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- যারা গৌরব ও অহংকারবশত আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের কথা উল্লেখ করে সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

'যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে, তারপর অহংকারবশত (কুফরের ওপর) ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'[৩৭০]

- আর শেষ হয়েছে গৌরব-গরিমার কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, এটি কেবল আল্লাহ তাআলার গুণ, কোনো মাখলুকের নয় :

﴿وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিনে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৭১]

যাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে মুমিনের আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাঁর আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস লালন করে।

---

৩৬৮. কাফিররা বলে, 'আমাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা সব এই পৃথিবীতেই। মৃত্যুর পর সব শেষ। পুনরায় জীবিত হওয়ার কিংবা পুনরুত্থিত হওয়ার কোনো ভিত্তি নেই।'

৩৬৯. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৪।

৩৭০. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ৮।

৩৭১. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ৩৭।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

অহংকার ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- বিশ্বজগতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিদর্শন এবং তাঁর নিয়ামতরাজির বর্ণনা। (আয়াত : ৩-৫, ১২, ১৩)
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নাজিলকৃত শরিয়াহ ও তাঁর নিদর্শনগুলোকে যারা অহংকারবশত প্রত্যাখ্যান করে, তাদের পরিণাম। (আয়াত : ৭-১১, ২১, ৩১-৩৫)
- কামনাবাসনার অনুসরণের ভয়াবহতা। (আয়াত : ২৩)
- বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামতরাজি এবং বিপরীতে তাদের নাফরমানির বর্ণনা। (আয়াত : ১৬, ১৭)
- নাস্তিক ও মুলহিদরা নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে নিজেরাই সংশয়ে ভোগে। (আয়াত : ২৪, ২৫)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই সুরায় দুই বার (الاستكبار) তথা অহংকারের কথা উল্লেখ করেছেন। (আয়াত : ৮, ৩১) তবে দুই বারই তিনি মানুষের অহংকারের কথা বলেছেন। তবে তিনি স্বীয় পবিত্র সত্তার ব্যাপারে ব্যবহার করেছেন (الكِبْرِيَاءُ) 'গৌরব-গরিমা'/'মহিমা' শব্দটি।

২. বান্দা যখন বিশ্বজগতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিদর্শন নিয়ে ফিকির করে, তাঁর সৃষ্টি, রিজিক, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তখন তার একিন ও বিশ্বাস এবং আকল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। (আয়াত : ৪, ৫)

৩. আপনি যখন কোনো আলিমকে গোমরাহির পথে চলতে দেখেন, বুঝে নিন, এটি কামনাবাসনার পেছনে ছোটার অপরাধে আল্লাহ-প্রদত্ত শাস্তি। (আয়াত : ২৩)

৪. জীবনে চলার পথে আপনি হয়তো এমন অনেক কাফিরেরও দেখা পাবেন, যারা কুরআনের কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা কাফিরদের এই প্রকারের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন :

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًاۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

'সে যখন আমার কোনো আয়াত জানতে পারে, তখন তা নিয়ে ঠাট্টা করে। ওদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[৩৭২]

ইমাম ইবনে কাসির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সে যখন কুরআনের কোনো অংশ মুখস্থ করে, তখন সে সেই আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

বর্তমান যুগের ওই সব লোকও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা মুসলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করার জন্য কুরআন মুখস্থ করে। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা বড়ই হাস্যকর! যেখানে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন দ্বীনের হিফাজতকারী, সেখানে এসব বদমতলব লোকদের আস্ফালনে দ্বীনের কী আসে যায়? আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল রাখুন।

---

৩৭২. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ৯।

সুরা আল-আহকাফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৫।

নাম :

(اَلْأَحْقَافُ) 'ইয়েমেনের আহকাফ নামক বালুকাময় উপত্যকা'।

কেন এই নাম :

কারণ আহকাফ ছিল আদ জাতির আবাসস্থল। এটি ইয়েমেনে অবস্থিত। কুফর ও নাফরমানির কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টির কথা বলে :

﴿مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিন এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাফিরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তারা তা উপেক্ষা করে।'[৩৭৩]

- আর শেষও হয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

৩৭৩. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৩।

'তারা কি দেখে না, যে আল্লাহ আসমানমণ্ডলী ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৩৭৪]

আরও একটি মিল হলো :

■ সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনুল কারিমের কথা উল্লেখ করে :

﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾

'এই কিতাব পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।'[৩৭৫]

■ আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে :

﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾

'স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার কাছে কুরআন শোনার জন্য একদল জিন পাঠিয়েছিলাম। তারা কুরআন-পাঠের মজলিশে উপস্থিত হয়ে বলল, "সবাই চুপ করে শোনো।" তারপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করতে লাগল।'[৩৭৬]

কারণ বান্দা যখন কুরআন নিয়ে ফিকির করে, বিশ্বজগতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা করে, আল্লাহ তাআলা তার হৃদয় খুলে দেন এবং তার জন্য হিদায়াতের পথ সুগম করেন।

---

৩৭৪. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৩৩।
৩৭৫. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২।
৩৭৬. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২৯।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

বান্দাকে আল্লাহর হিদায়াত দান এবং তাঁর দুআ কবুল করা।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালন কিংবা উপেক্ষা করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন :

- আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﵁ এর নির্দেশ পালন করেন এবং ইহুদিরা প্রত্যাখ্যান করে। (আয়াত : ১০)
- এক ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং তার পিতামাতার আহ্বানে কর্ণপাত করে না। (আয়াত : ১৭)
- আদ জাতির আল্লাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি। (আয়াত : ২১-২৬)
- একদল জিনের আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং স্বজাতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত। (আয়াত : ২৯-৩২)

- বান্দাদেরকে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করার পরামর্শ। কেউ যদি এ ব্যাপারে চিন্তা করে, তবে সে হক ও সত্য পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে। (আয়াত : ৩, ৪)
- পিতামাতার ব্যাপারে উপদেশ—বিশেষ করে মায়ের ব্যাপারে। (আয়াত : ১৫)
- কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা। কুফর, নাফরমানি ও অহংকারের কারণে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ। (আয়াত : ২০, ৩৪)
- দাওয়াহর নির্দেশ এবং যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি দায়িকে কষ্ট দেয়, তবে তাকে সবর ও ধৈর্যধারণের নির্দেশনা প্রদান। (আয়াত : ৩৫)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সুরা আহকাফ ও সুরা জিনে জিন নিয়ে আলোচনা এসেছে। তবে সুরা আহকাফে উল্লেখিত জিনরা ইহুদি। কারণ তারা বলেছিল :

﴿يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'হে আমাদের জাতি, আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি, যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের সন্ধান দেয়।'[৩৭৭]

পক্ষান্তরে সুরা জিনে উল্লেখিত জিনরা খ্রিষ্টান। কারণ তারা বলেছিল :

﴿وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

'আর নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা। তিনি কোনো সঙ্গিনী কিংবা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি।'[৩৭৮]

২. কখনো (كُلّ) 'সবকিছু' শব্দটি ব্যবহার করেও ব্যাপকতা বোঝানো হয় না। (আয়াত : ২৫) কারণ এই আয়াতে বলা হয়েছে, বাতাস সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, তবে তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেনি।

৩. জিনরা বলেছিল :

﴿يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

'হে আমাদের জাতি, আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি, যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের সন্ধান দেয়।'[৩৭৯]

---

৩৭৭. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৩০।
৩৭৮. সুরা আল-জিন, ৭২ : ৩।
৩৭৯. সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ৩০।

তারা এখানে তাওরাতের কথা বলেছে; কিন্তু ইনজিলের কথা বলেনি; যদিও ইনজিল তাওরাতেরও পরের। কারণ ইনজিল তাওরাতকে রহিত করার জন্য আসেনি; বরং এসেছে তাওরাতের সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা বিধানের জন্য। তাই ইনজিল আসার পরও তাওরাত মূল কিতাব হিসেবে থেকে যায়।

সুরা মুহাম্মাদ

মাদানি সুরা । আয়াতসংখ্যা : ৩৮ ।

নাম :

১. (مُحَمَّدٌ) 'মুহাম্মাদ ﷺ'।

২. (الْقِتَالُ) 'যুদ্ধ, লড়াই'।

কেন এই নাম :

- (مُحَمَّدٌ) 'মুহাম্মাদ ﷺ' : আল্লাহ রব্বুল আলামিন সরাসরি মুহাম্মাদ নামে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ পুরো কুরআনে চার বার করেছেন। এই চার বারের একবার করেছেন এই সুরায়। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের ফলে কাফিররা তাঁর হাতে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছে, তেমনই তাঁর অনুসারীদের হাতেও অপদস্থ হয়েছে। তাই তাঁর নাম (نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ) 'যোদ্ধা নবি।'
- (الْقِتَالُ) 'যুদ্ধ, লড়াই' : কারণ এই সুরায় যুদ্ধের বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে :

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ﴾

'অতএব, তোমরা যখন কাফিরদের মোকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। অবশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে। তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সমর্পণ করে। এটিই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। তবে যারা আল্লাহর পথে শহিদ হয়, আল্লাহ তাআলা কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।'[৩৮০]

- আর শেষও হয়েছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিত্যাগ না করার কথা বলে :

﴿فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ﴾

'সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনোই বিনষ্ট করবেন না।'[৩৮১]

আরও একটি মিল হলো :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কাফিরদের লাঞ্ছনা ও তাদের কাজকর্ম বরবাদ হওয়ার কথা উল্লেখ করে :

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ﴾

'যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের কাজকর্ম বরবাদ করে দেন।'[৩৮২]

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ﴾

---

৩৮০. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪।
৩৮১. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৫।
৩৮২. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১।

'যারা কুফুরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেবেন।'[৩৮৩]

- আর শেষও হয়েছে কাফিরদের লাঞ্ছনা ও তাদের কাজকর্ম বরবাদ হওয়ার কথা উল্লেখ করে :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗا وَسَيُحۡبِطُ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾

'যারা কুফুরি করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের কাছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসুলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তিনিই তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।'[৩৮৪]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٞ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ﴾

'যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে; তারপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না।'[৩৮৫]

ইসলামের দাওয়াহ ও দায়িদের সমর্থন ও পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যই জিহাদ। যাতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় এবং কাফিরদের শান-শওকত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ এবং আমল কবুলের মাপকাঠি।

---

৩৮৩. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৮।
৩৮৪. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩২।
৩৮৫. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৪।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহর তরফ থেকে কাফিরদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার কিছু দৃশ্য উপস্থাপন।
- মুমিনদের মর্যাদা ও বিজয়ের কিছু দৃশ্য উপস্থাপন।
- মুমিনদেরকে জিহাদ অব্যাহত রাখার আহ্বান, যতক্ষণ না কাফিররা তাদের হাতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়।
- বিভিন্নভাবে আমল বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের বিবরণ :

- কুফর ও আল্লাহর পথে বাধা প্রদান। (আয়াত : ১)
- বাতিল ও মিথ্যার অনুসরণ। (আয়াত : ৩)
- আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করা। (আয়াত : ৯)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা। (আয়াত : ৩২)
- রিয়া ও নিফাক। (আয়াত : ৩০)
- রিদ্দা ও ইসলামচ্যুতি। (আয়াত : ২৫)
- কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ। (আয়াত : ৩৪)
- কৃপণতা লাঞ্ছনার ঘৃণ্য পথ। (আয়াত : ৩৮)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা আকবারুল কাবায়ির তথা বড় কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম, যেটি আল্লাহর অভিশাপ তথা তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। (আয়াত : ২২, ২৩)

২. মানুষের ফিকির ও ফাহম তথা চিন্তা-গবেষণা ও বুঝ-বুদ্ধির কেন্দ্র হলো অন্তর, মাথার মগজ নয়—যেমনটি অনেকেই মনে করে থাকে। (আয়াত : ২৪) এই ব্যাপারে কুরআনে প্রচুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩. জান্নাতিরা জান্নাতে গিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি চিনতে পারবে, যেভাবে তারা দুনিয়াতে নিজেদের ঘরবাড়ি চিনত। (আয়াত : ৬)

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ টানা ১৩টি বছর মক্কায় তাওহিদের দাওয়াত দেন। তা সত্ত্বেও হিজরতের পর নাজিল হওয়া এই সুরায় তিনি তাঁকে তাওহিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তাওহিদ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদ সবকিছুর অগ্রগণ্য; তাওহিদের চেয়ে অগ্রগণ্য কিছু হতে পারে না। (আয়াত : ১৯)

সুরা আল-ফাতহ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯।

নাম :

(اَلْفَتْحُ) 'বিজয়'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অনেক বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাঁর অনেক নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা তুলে ধরেছেন।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: ١]

'আজ রাতে আমার ওপর এমন একটি সুরা নাজিল হয়েছে, যেটি আমার কাছে গোটা দুনিয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। তারপর তিনি সুরা ফাতহের প্রথম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।'[৩৮৬]

---

৩৮৬. সহিহুল বুখারি : ৪১৭৭।

❁ শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়ে :

﴿لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

'এটি এ জন্য যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং (এ জন্য যে) তিনি তাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। এটিই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।'[৩৮৭]

- আর শেষ হয়েছে মুমিনদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের ওয়াদার কথা উল্লেখ করে :

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا﴾

'মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার রাসুল; আর তাঁর সাহাবিরা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাঁদের এমনই বর্ণনা রয়েছে তাওরাতে। আর ইনজিলে তাদের বর্ণনা এরূপ : যেমন একটি বীজ যেটি থেকে অঙ্কুর বের হয়, তারপর তা শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়—যা চাষীকে মুগ্ধ করে। এভাবে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা

---

৩৮৭. সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ৫।

সৃষ্টি করেন। যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।'[৩৮৮]

এটি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনেক বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে জান্নাতের মহা নিয়ামত দান করুন।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে আল্লাহর দেওয়া বিজয় ও অনুগ্রহ।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

আল্লাহর তরফ থেকে বিজয়, সাহায্য ও অনুগ্রহের বিবরণ :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহের মার্জনা এবং তাঁর ওপর আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। (আয়াত : ১, ২)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাহায্য। (আয়াত : ৩)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের অন্তরে সাকিনাহ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করা। (আয়াত : ৪)
- মুমিনদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা ও সুসংবাদ। (আয়াত : ৫, ২৯)
- মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা। (আয়াত : ১৮)
- দুনিয়াতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। (আয়াত : ১৯, ২০)
- মক্কার মুমিনদেরকে নিশ্চিন্ত করা। (আয়াত : ২৫)
- মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ। (আয়াত : ২৭)
- দ্বীনে ইসলামকে গোটা পৃথিবীতে বিজয়ী করার ওয়াদা। (আয়াত : ২৮)

---

৩৮৮. সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৯।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. বাইআতুর রিদওয়ানে যত সাহাবি বৃক্ষের নিচে রাসুলুল্লাহর হাতে হাত রেখে বাইআত হয়েছেন, সবাই কোনো ধরনের আজাব ভোগ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

সাইয়িদুনা জাবির ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»

'যারা বৃক্ষের নিচে (রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে) বাইআত হয়েছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'[৩৮৯]

২. সাহাবিদের মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁদের কথা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের মতো আসমানি কিতাবে আলোচিত হয়েছে।

৩. মুমিনের উচিত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা করা। সব সময় এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার জন্য সব সময় কল্যাণের ফায়সালাই করেন। নিয়ামত পেলেও তার কল্যাণ, নিয়ামত পেতে বিলম্ব হলেও কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

'তোমরা যা জানো না, আল্লাহ তাআলা তা জানেন। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের জন্য একটি নিকটবর্তী বিজয় মঞ্জুর করেছেন।'[৩৯০]

---

৩৮৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৫৩।

৩৯০. সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৭।

সুরা আল-হুজুরাত

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৮।

নাম :

(اَلْحُجُرَاتُ) 'কক্ষসমূহ'।

কেন এই নাম :

মুমিনদেরকে একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই নাম রাখা হয়েছে। একবার কিছু লোক কক্ষসমূহের পেছন দিক থেকে উচ্চ আওয়াজে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকাডাকি করে। এভাবে ডাকাডাকি করা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শানের খেলাফ। এই সুরায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাবস্থায় আদব ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দুটি গুণ : 'সর্বশ্রোতা' ও 'সর্বজ্ঞ'-এর কথা উল্লেখ করে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

'হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'[৩৯১]

৩৯১. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১।

■ আর শেষ হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সিফাতুল ইলম তথা 'জ্ঞানী' গুণটির কথা উল্লেখ করে :

﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾

'বলুন, "তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যা আছে, আল্লাহ তাআলা তা জানেন। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।"'[৩৯২]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আসমানমণ্ডলী ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় জানেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[৩৯৩]

যাতে মুমিনের অন্তর এই মর্মে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম, নির্দেশ-নির্দেশনা এবং ওহির জ্ঞান-বিজ্ঞানই হলো বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস। আর আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়াহই মানবতার কল্যাণ, পরিশুদ্ধি ও সাফল্যের একমাত্র জামিন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সচ্চরিত্র সমাজ বিনির্মাণের মূলভিত্তি।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

■ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে আদব ও শিষ্টাচার বজায় রাখা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর উঁচু করা যাবে না কিংবা আচরণে কোনো ধরনের অসংলগ্নতা থাকতে পারবে না। (আয়াত : ২-৫)

---

৩৯২. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৬।
৩৯৩. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৮।

- কোনো খবর এলে যাচাই করে গ্রহণ করা জরুরি। ফাসিক ও বদকার লোকদের দেওয়া খবর যাচাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। (আয়াত : ৬-৮)

- ফিতনা ও বিদ্রোহ সামাল দেওয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী বিবাদমান ব্যক্তি বা দলগুলোর মাঝে ফায়সালা। (আয়াত : ৯)

- ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অনিবার্য দাবিসমূহ। মুমিন ভাইদের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত করে এমন আখলাক-চরিত্র অর্জনের অপরিহার্যতা। (আয়াত : ১০-১২)

- মানবতার ঐক্য। ইসলাম ও ইমানের হাকিকত। ইমান ও ইসলামের অনিবার্য দাবি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইবাদত ও আনুগত্য এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ।

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বব্যাপী। গোটা বিশ্বজগৎ তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাই মুমিনের উচিত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সব সময় মনে রাখা এবং নিজের কথাবার্তা, কাজকর্ম, ওঠাবসা সবকিছুকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির গণ্ডির মধ্যে রাখা।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. (اَلْحُجُرَاتُ) শব্দটি এসেছে (اَلْحَجْرُ) শব্দ থেকে। যার অর্থ নিয়ন্ত্রণে রাখা, সুরক্ষিত রাখা, বাধা প্রদান করা ইত্যাদি। এই সুরাটির প্রতিটি আয়াত যেন মুমিনের দ্বীন ও ইজ্জতের হিফাজত করছে এবং অন্যের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করছে—বিশেষ করে, জবানের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা করছে।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।'[৩৯৪]

এই আয়াত নাজিল হলে সাইয়িদুনা সাবিত বিন কাইস ﵁ বলেন, 'আমিই তো নবির কণ্ঠস্বরের ওপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমি নিশ্চয় জাহান্নামি।' এই কথাটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কানে গেলে তিনি বলেন, 'বরং সে জান্নাতি....''[৩৯৫]

উল্লেখ্য যে, সাবিত ﵁-এর কণ্ঠস্বর বেশ বড় ছিল।

৩. এই সুরায় ছয়টি সম্বোধন আছে। আরবি নিষেধসূচক অব্যয় (لا)[৩৯৬] ১০ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই সুরাটি যেন সচ্চরিত্রের একটি সংবিধান।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী, সে-ই তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন।'[৩৯৭]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'পুরো কুরআনুল কারিমে এমন একটি আয়াতও নেই, যেটি কাউকে তার বংশের কারণে প্রশংসা করছে কিংবা নিন্দা করছে। কুরআন কেবল ইমান ও তাকওয়ার কারণে প্রশংসা করেছে এবং কুফর, গুনাহ ও নাফরমানির কারণে নিন্দা করেছে।' (মাজমুউল ফাতাওয়া)

---

৩৯৪. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ২।
৩৯৫. সহিহ মুসলিম : ১১৯।
৩৯৬. নিষেধসূচক অব্যয়টির অর্থ হলো, করো না বা হয়ো না।
৩৯৭. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

সুরা কাফ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৫।

নাম :

(ق) 'হরফে মুকাত্তাআহ'।

কেন এই নাম :

কারণ এই হরফ দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহায় সুরা কাফ ও সুরা কমার তিলাওয়াত করতেন।[৩৯৮]
- সহিহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি জুমআয় সুরা কাফ নিয়ে খুতবা দিতেন। রাসুলুল্লাহর মুখ থেকে বারবার শুনতে শুনতে উম্মু হিশাম বিনতে হারিসা বিন নুমান ﵂-এর সুরাটি মুখস্থ হয়ে যায়।[৩৯৯]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে :

﴿قٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ﴾

'কাফ, গৌরবময় কুরআনের শপথ।'[৪০০]

---

৩৯৮. সহিহু মুসলিম : ৮৯১।
৩৯৯. সহিহু মুসলিম : ৮৭৩।
৪০০. সুরা কাফ, ৫০ : ১।

- আর শেষও হয়েছে কুরআনের কথা উল্লেখ করে :

﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾

'অতএব, যে আমার শাস্তির ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।'[৪০১]

সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে। তাই এই সুরায় পুরস্কারের ওয়াদার চেয়ে শাস্তির ধমকি বেশি এসেছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- বিভিন্ন জাগতিক নিদর্শনের মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ উপস্থাপন। (আয়াত : ৬-১১)
- পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে উপদেশ প্রদান।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইলম ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। তিনি সবকিছু জানেন এবং দেখেন। বান্দার আমলের বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক সম্পর্কেই তিনি পূর্ণরূপে অবগত।
- কিয়ামতের দিনের আলোচনা।
- মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।
- যেসব আমল বান্দাকে ধৈর্যধারণে সাহায্য করে, সেগুলোর মধ্যে সালাত ও জিকির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

৪০১. সুরা কাফ, ৫০ : ৪৫।

- কুরআনে বর্ণিত দলিলসমূহ অকাট্য ও শক্তিশালী। আর কুরআনে বিবৃত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ধমকি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরায় তিনটি ধ্বংসকারী বস্তুর কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয় :

- নাফসে আম্মারা তথা কুমন্ত্রণাদানকারী প্রবৃত্তি। (আয়াত : ১৬)
- শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা। (আয়াত : ২৩)
- দ্বীনি ইলম শেখার ব্যাপারে অনীহা ও গাফিলতি। (আয়াত : ৩৭)

২. মানুষ যেভাবে অনেক বুঝে-শুনে কাজে নামে, অনুরূপভাবে কথাও ভেবে-চিন্তে বলা উচিত। (আয়াত : ১৮)

৩. আজাব যখন এসে যাবে, তখন আর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কিংবা তর্কবিতর্ক করে কোনো লাভ হবে না। (আয়াত : ২৩-২৯)

৪. কাতাদা ﵁ সুরা কাফ শেষ করে বলতেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তির ধমকিকে ভয় করে এবং আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের আশা রাখে।' (তাফসিরে ইবনে কাসির)

সুরা আজ-জারিয়াত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬০।

নাম :

(اَلذَّارِيَاتُ) 'ধুলো ওড়ানো প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা ঝঞ্ঝাবায়ুর কসম করেই সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে ওই সব ফেরেশতার কথা উল্লেখ করে, যারা আল্লাহর নির্দেশে রিজিক বণ্টন করেন :

﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا - فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا - فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾

'অতঃপর শপথ ভারবাহী মেঘমালার, তারপর স্বচ্ছন্দ গতিময় নৌযানের, তারপর কাজ বণ্টনকারী ফেরেশতাদের।'[৪০২]

- আর শেষও হয়েছে রিজিকের কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, রিজিক কেবল আল্লাহ তাআলার হাতে :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

'আল্লাহ তাআলাই তো রিজিক দানকারী, ক্ষমতাশালী, মহা শক্তিমান।'[৪০৩]

---

৪০২. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ২-৪।
৪০৩. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৮।

যাতে মুমিনের অন্তর কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সঙ্গেই জুড়ে থাকে এবং তার মনোযোগ অন্য কোনো দিকে নিবদ্ধ না হয়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

রিজিক কেবল আল্লাহর হাতে।

নিয়ামত দেওয়ার ও বঞ্চিত করার মালিক আল্লাহ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রিজিক কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাতে। তাঁর নির্দেশে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই রিজিক বণ্টিত হয়। (আয়াত : ২২, ৫৭)
- রিজিকের কতিপয় প্রকারের বর্ণনা : খাদ্য ও সন্তান। (আয়াত : ২৬-৩০)
- মুমিনের গুণাবলির বর্ণনা, যেগুলোর মাধ্যমে সে আল্লাহর রহমত ও জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়। (আয়াত : ১৫-১৯)
- কাফিরদের ভয়াবহ পরিণতির কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। (আয়াত : ৩২-৪৬)
- জিন ও মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। (আয়াত : ৫৬)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি ব্যক্তি থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু আল্লাহ তাআলার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই; বরং পালিয়ে তাঁর কাছেই আশ্রয় নেওয়া হয়। (আয়াত : ৫০)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন কসম করে বলেছেন, সবার রিজিক বণ্টিত ও সুনির্ধারিত; যাতে আমরা অস্থির না হয়ে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তাঁর শোকর ও ইবাদত করি। কারণ তিনি আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন।

৩. একবার আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব ﷺ কুফার মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, 'তোমরা কুরআনের যে আয়াত নিয়েই প্রশ্ন করো না কেন কিংবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যে সুন্নাহ নিয়েই প্রশ্ন করো না কেন, আমি উত্তর দেবো।' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে :

- আমিরুল মুমিনিন, কুরআনের আয়াত ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرۡوٗا﴾-এর অর্থ কী?
- 'বায়ু' আমিরুল মুমিনিন উত্তর দেন।
- ﴿فَٱلۡحَٰمِلَٰتِ وِقۡرٗا﴾-এর অর্থ? লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে।
- মেঘ।
- ﴿فَٱلۡجَٰرِيَٰتِ يُسۡرٗا﴾-এর অর্থ?
- নৌযান।
- ﴿فَٱلۡمُقَسِّمَٰتِ أَمۡرًا﴾?
- ফেরেশতা। (তাফসিরে তাবারি)

সুরা আত-তুর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৯।

নাম :

(اَلطُّوْرُ) 'তুর পর্বত'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা এই পর্বতের কসম করেই সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরার শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন কসম করে বলেছেন, আজাব অবশ্যই আসবে :

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾

'আপনার রবের আজাব তো অবশ্যম্ভাবী।'[৪০৪]

- আর শেষ হয়েছে জালিমদের ওপর আজাব আপতিত হওয়ার ব্যাপারে জোর প্রদান করে :

﴿فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ - يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ - وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

'তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত ছেড়ে দিন, যেদিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনো কাজে আসবে না

৪০৪. সুরা আত-তুর, ৫২ : ৭।

এবং তারা সাহায্যও পাবে না। জালিমদের জন্য এ ছাড়াও আরও শাস্তি আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।'[৪০৫]

এভাবে শুরু ও শেষ করার কারণ হলো, শাস্তির ভয় ও ধমকি মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহসমূহের খণ্ডন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কাফিরদেরকে আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী আজাবের ভীতিপ্রদর্শন।
- মুমিনদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা এবং জান্নাতের কতিপয় নিয়ামতের বর্ণনা।
- কাফিরদের দলিল ও সংশয়ের খণ্ডন।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান এবং সালাত ও জিকিরের নির্দেশ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদের জন্য অসংখ্য নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি প্রতিটি মুমিনকে জান্নাতে তার পরিবারের সঙ্গে একত্রিত করবেন—যদি তারা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (আয়াত : ২১)

২. বান্দা যদি দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আখিরাতে সব ধরনের ভয় থেকে নিরাপদ রাখবেন। (আয়াত : ২৬-২৮)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ﴾

---

৪০৫. সুরা আত-তুর, ৫২ : ৪৫-৪৭।

'যারা ইমান আনে এবং তাদের সন্তানেরা ইমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, তাদের সাথে আমি তাদের সন্তানদের মিলিত করব এবং তাদের আমল একটুও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের সঙ্গে দায়বদ্ধ।'[৪০৬]

একটু চিন্তা করে দেখুন, পিতৃত্বের স্নেহ ও ভালোবাসা দুনিয়ার মতো আখিরাতেও থাকবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন। যদি পরিবারের সদস্যরা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

'আর সুরক্ষিত মুক্তার মতো কিশোররা তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করবে।'[৪০৭]

চিন্তা করে দেখুন, যদি সেবক কিশোররা এত সুন্দর হয়, তাহলে যাদের সেবা করা হবে, তাদের সৌন্দর্য কেমন হবে?

৫. (اَلطُّوْرُ) হলো এমন পাহাড়, যেটিতে গাছপালা থাকে। যেমন : যে পাহাড়ে মুসা ﷺ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলেন। আর যে পাহাড়ে গাছপালা থাকে না, তাকে বলে (اَلْجَبَلُ)।

৬. কাসিম ﷺ বলেন, 'সকালে প্রথমেই আমি আয়িশা ﷺ-এর বাড়ি গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন সকালে গিয়ে দেখি, তিনি নামাজে এই আয়াত পড়ছেন :

﴿فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ﴾

৪০৬. সুরা আত-তুর, ৫২ : ২১।
৪০৭. সুরা আত-তুর, ৫২ : ২৪।

“তারপর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।”[৪০৮]

আয়াতটি তিনি বারবার পড়ছেন এবং পড়তে পড়তে কাঁদছেন। আমি দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থা দেখতে থাকি। অপেক্ষা করতে করতে একসময় আমি বিরক্ত হয়ে পড়ি এবং বাজারের দিকে চলে যাই। কাজ সেরে বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি, তিনি তখনও নামাজে আয়াতটি পড়ছেন এবং কাঁদছেন। (সিফাতুস সাফওয়াহ)

৪০৮. সুরা আত-তুর, ৫২ : ২৭।

সুরা আন-নাজম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬২।

নাম :

(اَلنَّجْمُ) 'তারকা'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা সুরাটির শুরুতে তারার কথা উল্লেখ করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে সিজদার কথা বলে :

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾

'তারকার শপথ, যখন তা পড়ে যায় (সিজদা করে।)'[৪০৯]

- আর শেষও হয়েছে সিজদার কথা উল্লেখ করে :

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۩﴾

'সুতরাং আল্লাহকে সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো।'[৪১০]

যাতে আল্লাহর নাজিলকৃত ওহির সামনে আত্মসমর্পণ করার আবশ্যকতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪০৯. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ১।
৪১০. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৬২। (সিজদার আয়াত)

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ওহির সত্যতা ও মর্যাদা।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্বীকৃতি ও প্রশংসা :

- তাঁর আকল ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা। (আয়াত : ২)
- তাঁর জবান ও ভাষার প্রশংসা। (আয়াত : ৩)
- তাঁর শিক্ষকের প্রশংসা। (আয়াত : ৫, ৬)
- তাঁর অন্তরের প্রশংসা। (আয়াত : ১১)
- তাঁর দৃষ্টির প্রশংসা। (আয়াত : ১৭)

- মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হলো ধারণা, কামনাবাসনা, অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুকরণ। (আয়াত : ২১, ২৩, ২৮, ৩৪)
- মৌলিক আকিদায় সকল আসমানি কিতাবের ভাষ্য এক। যেমন : আল্লাহর কুদরত ও শক্তি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আমলের হিসাব ও প্রতিদান। (আয়াত : ৩৮-৪৮)
- আসমান-জমিন সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। (আয়াত : ৩১)
- পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় কাফিরের ধ্বংস ও বরবাদির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন; যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. মর্যাদা যত উঁচুই হোক, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। (আয়াত : ২৬)

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ মিরাজে আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেছেন কি না, এই নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে সঠিক মত হলো যেটি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্তর্চক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যখন এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি উত্তর দেন, "তিনি নুরের পর্দার আড়ালে। তাঁকে আমি কীভাবে দেখব?"'[৪১১]

---

৪১১. সহিহ মুসলিম : ১৭৮।

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৫।

নাম :

১. (اَلْقَمَرُ) 'চাঁদ'।

কেন এই নাম :

এই সুরায় মুশরিকদের আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিদর্শন প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে আলোচনা এসেছে। তাই আল্লাহ তাআলা ওই সময়ে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে সুরাটি শুরু করেছেন। এই নিদর্শনটি কাফিররা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বিশেষভাবে দাবি করেছিল। আর তা হলো, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহায় সুরা কাফ ও সুরা কমার তিলাওয়াত করতেন।[৪১২]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- আল্লাহর নিদর্শন ও সতর্কবাণী উল্লেখ করেই সুরাটি শুরু হয়েছে :

﴿وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ - وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾

৪১২. সহিহ মুসলিম : ৮৯১।

'তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আর প্রতিটি বিষয়ই যথাসময়ে নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করবে। তাদের কাছে এমন সংবাদ এসেছে, যাতে সতর্কবাণী আছে।'[৪১৩]

- আর শেষ হয়েছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে :

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

'আমি তোমাদের (মতো) দলগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[৪১৪]

যাতে মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং তাঁর নির্দেশ ও নিদর্শনকে হালকাভাবে গ্রহণ না করে।

۞ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাহ ও চিরাচরিত নিয়ম।

۞ সুরার আলোচ্য বিষয় :

পুরো সুরাটিতে পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করে বান্দাকে তার গোমরাহি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজের নিখুঁত হিসাব রাখেন।

۞ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. প্রতিটি জাতির কাহিনি বর্ণনা শেষ করে বলা হয়েছে :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

---

৪১৩. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৩-৪।

৪১৪. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৫১।

'আমি তো উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[৪১৫]

কারণ কুরআন হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

২. পুরো সুরায় মুশরিকদের হককে প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুমিনদের কথা সুরার শেষে কেবল একটি আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মুমিনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো, দুআ। কারণ দুআ হলো আল্লাহর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতার নিদর্শন। আর বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী—তার অবস্থা ও অবস্থান দুর্বল হোক বা সবল। কুরআনে এসেছে :

﴿فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ﴾

'সে তার প্রভুকে ডেকে বলল, "আমি তো অসহায়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"'[৪১৬]

---

৪১৫. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৪০।
৪১৬. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১০।

সুরা আর-রহমান

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৮।

নাম :

(اَلرَّحْمٰنُ) 'পরম করুণাময়'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর (اَلرَّحْمٰنُ) 'পরম করুণাময়' নামটি দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নাম উল্লেখ করে :

﴿اَلرَّحْمٰنُ﴾

'পরম করুণাময়।'[৪১৭]

- আর শেষও হয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নাম উল্লেখ করে :

﴿تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾

'কত মহান তোমার রবের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।'[৪১৮]

কারণ মানুষের অন্তরে (اَلرَّحْمٰنُ) 'পরম করুণাময়' নামটির একটি সুন্দর প্রভাব আছে। আর এই নাম কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য। পক্ষান্তরে (الرحيم) নামটি গাইরুল্লাহর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

---

৪১৭. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ১।
৪১৮. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৭৮।

এই নামটি বান্দাকে আল্লাহ তাআলার দয়া, ভালোবাসা, রহমত, বরকত, নিয়ামত, ইহসান ও ক্ষমার কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বান্দাদেরকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আহ্বান।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- দুনিয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিয়ামতের বর্ণনা। (আয়াত : ২-১১, ২২, ২৪)
- জান্নাতিদের মর্যাদার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। (আয়াত : ৪৬, ৬২)
- মানবজাতির মতো জিনদেরকেও ইমান ও তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্যও রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআন আল্লাহর কালাম এবং এটি মাখলুক বা সৃষ্টি নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ﴾

'তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।'[৪১৯]

এখানে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কুরআন সৃষ্টি করার কথা বলা হয়নি।

২. গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহকে সিজদা করে। (আয়াত : ৬)

---

৪১৯. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ২।

৩. জিন মানুষের চেয়েও শক্তিশালী। কারণ শক্তি ও সক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জিনের কথা মানুষের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। (আয়াত : ৩৩)

৪. মানুষ জিনের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ - عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾

'তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।'[৪২০]

এখানে বলা হয়নি, জিন ও মানুষকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, প্রতিটি মুমিনের জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। কারণ মুমিনরা জান্নাতে কাফিরদের ঘরগুলোরও মালিক হবে। (আয়াত : ৪৬, ৬২)

---

৪২০. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৩-৪।

সুরা আল-ওয়াকিয়া

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৬।

নাম :

(اَلْوَاقِعَةُ) 'ঘটনা, কিয়ামত'।

কেন এই নাম :

কারণ এটি কিয়ামতের নামগুলোর একটি। আর আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই নামটি দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন :

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾

'যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।'[৪২১]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে মানুষের কিয়ামতের দিনের বিভিন্ন অবস্থান উল্লেখ করে :

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ - وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾

'ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! আর বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীরা তো অগ্রবর্তীই।'[৪২২]

---

৪২১. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১।
৪২২. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৮-১০।

- আর শেষও হয়েছে একই বিষয়ের উল্লেখ করে :

﴿فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ - فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ - وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ - فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ - وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ - فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾

'যদি সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একজন হয়, তবে তার জন্য রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবনোপকরণ আর সুখময় উদ্যান। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়, তাকে বলা হবে, "তোমার জন্য ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম।" কিন্তু সে যদি অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্টদের একজন হয়, তবে তার জন্য থাকবে উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন।'[৪২৩]

যাতে মানুষ জান্নাতে উচ্চ অবস্থান লাভের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় এবং নেক আমলে মনোনিবেশ করে এবং জাহান্নামের নিকৃষ্ট অবস্থান থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের দিন মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামতের দিন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।
- শেষ বিচারের দিন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হবে :

  ১. (مُقَرَّبُوْنَ) 'আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত।

  ২. (أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ) 'ডান দিকের লোক।'

  ৩. (أَصْحَابُ الشِّمَالِ) 'বাম দিকের লোক।'

---

৪২৩. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৮৮-৯৩।

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব, তাঁর শক্তি ও পরাক্রম, তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয়তা এবং তাঁর উলুহিয়্যাহ ও উপাস্যত্বের দলিল উপস্থাপন।
- কুরআনের সত্যতা, বিশুদ্ধতা, বড়ত্ব ও মর্যাদা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়িজ নয়।

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর আসমা ও সিফাতের কসম করেন। কখনো মর্যাদাবান কোনো মাখলুকের কসম করেন।

৩. খুব কম মানুষই কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশেষ করে পরবর্তীদের মধ্য থেকে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। আর এখানে পরবর্তীদের মধ্য থেকে মানে উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্য থেকে। (আয়াত : ১৩, ১৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِي سَابِقُونَ

'আমার উম্মতের প্রতিটি প্রজন্মে অগ্রগামীরা থাকবে।'[৪২৪]

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকেও নিয়ামতপ্রাপ্ত ও অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ۝٧٣﴾

'আমি একে (দুনিয়ার আগুনকে) করেছি একটি স্মারক ও মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।'[৪২৫]

---

৪২৪. সহিহুল জামি : ৪২৬৭।
৪২৫. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৩।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আগুনকে মুসাফিরদের প্রয়োজনীয় বস্তু বলে অভিহিত করেছেন; অথচ এটি মুকিম তথা শহরে অবস্থানকারী লোকদের জন্যও প্রয়োজনীয় বস্তু। তার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের কথা বলে বান্দাদেরকে এটি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তারা দুনিয়াতে মুসাফির; তাদের কেউ আপন বসতভিটায় নেই। (ইবনুল কাইয়িম, তারিকুল হিজরাতাইন)

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন জান্নাতবাসীদের দুটি দল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান দিকের লোকদের জন্য প্রস্তুতকৃত নিয়ামতের কথা আলোচনা করেন, তখন তিনি তাদেরকে কেন সম্মানিত করেছেন, তার কারণ উল্লেখ করেননি—যেমনটি ১১ থেকে ৪০ নং আয়াতে এসেছে। কিন্তু তিনি যখন বাম দিকের লোকদের জন্য প্রস্তুতকৃত আজাব ও শাস্তির আলোচনা করেন, তখন তিনি তাদের শাস্তি দেওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করেন—যেমনটি ৪৫ থেকে ৪৭ নং আয়াতে এসেছে।

এটিই কুরআনের বর্ণনারীতি : আজাব ও শাস্তির কারণ উল্লেখ করা এবং পুরস্কার প্রদানের কারণ বর্ণনা না করা। কারণ পুরস্কার প্রদান করা নিয়ে পুরস্কারদাতার ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো ইনসাফ। তাই শাস্তির কারণ স্পষ্ট করা জরুরি। যাতে কেউ শাস্তি প্রদানকারী জুলুম করছে বলে সন্দেহ না করে।

সুরা আল-হাদিদ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯।

নাম :

(اَلْحَدِيْدُ) 'লোহা'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা লোহা নাজিল করে বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কারণ এটি মানুষের বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবকাঠামো নির্মাণ ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে ইমান আনয়ন ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে :

﴿ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনো আর তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং ব্যয় করবে, তাদের জন্য এক বড় পুরস্কার রয়েছে।'[৪২৬]

---

৪২৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৭।

- আর শেষ হয়েছে এ কথা বলে যে, আল্লাহ তাআলা মহা অনুগ্রহশীল :

﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾

'যাতে আহলে কিতাবরা জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোনো অধিকার নেই এবং অনুগ্রহ সবই আল্লাহর হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।'[৪২৭]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন মহা অনুগ্রহশীল। বান্দা যখন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর রাস্তায় দান করা কঠিন অন্তরের সর্বোত্তম চিকিৎসা।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা, তাঁর শক্তি ও পরাক্রম এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বর্ণনা। (আয়াত : ১-৬)
- মানুষ কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ ভোগ-দখলের অধিকার লাভ করে। সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। (আয়াত : ৭)
- আল্লাহর সঙ্গে মুমিনদের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (আয়াত : ৮)
- বিজয়ের আগে ও পরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফজিলত। (আয়াত : ১০)
- কিয়ামতের দিন মুনাফিক ও সংশয়বাদীদের অবস্থা। (আয়াত : ১৩-১৫)
- আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সুফল, ফজিলত ও বরকত। (আয়াত : ১৮)
- নশ্বর এই জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি।

---

৪২৭. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৯।

- তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস বিপদের সময় মুমিনের অন্তরকে দৃঢ় ও মজবুত রাখে এবং তাকে গর্ব ও অহংকার থেকে রক্ষা করে। (আয়াত : ২২-২৪)
- রাসুল প্রেরণ ও কিতাব অবতরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। (আয়াত : ২৫)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. বলা হয়ে থাকে, কুরআনের যত জায়গায় ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟﴾ 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সব জায়গায় উম্মতে মুহাম্মাদির মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে আলোচ্য সুরার ২৮ নং আয়াতে ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟﴾ বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তা আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে করা হয়েছে। (ইবনে সাদি)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

'তোমাদের কী হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করো না! আসমানমণ্ডলী ও জমিনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে, তারা অন্যদের সমান নয়। মর্যাদায় এরা তাদের চেয়ে বড়, যারা মক্কা-বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[৪২৮]

সকল সাহাবি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

---

৪২৮. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১০।

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'পূর্ববর্তী অগ্রগামী সাহাবি এবং পরবর্তীকালে কাফেলায় যোগ দেওয়া সাহাবি সবাইকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর থাকবে।' (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন)

ইমাম ইবনে হাজম ﷺ বলেন, 'বিশুদ্ধ নিয়তে সামান্য সময়ও যাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত ও সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁরা জান্নাতি।' (আল-ফাসল ফিল মিলালি ওয়ান নিহাল)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'এই ব্যাপারে দলিল সুস্পষ্ট যে, সাহাবিগণ জান্নাতি।' (আল-মিনহাজ)

৩. কঠিন অন্তরের সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হলো, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। এই সুরায় বহুবার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পার্থিব অর্থবিত্ত ও কৃপণতার নিন্দার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে।

এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করুন :

﴿ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনো আর তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং ব্যয় করবে, তাদের জন্য এক বড় পুরস্কার রয়েছে।'[৪২৯]

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

৪২৯. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৭।

‘তোমাদের কী হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করো না! আসমানমণ্ডলী ও জমিনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে, তারা অন্যদের সমান নয়। মর্যাদায় এরা তাদের চেয়ে বড়, যারা মক্কা-বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।’[৪৩০]

﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

‘এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে পারে? তার জন্য তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।’[৪৩১]

﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

‘সাদাকা দানকারী পুরুষ ও নারীদেরকে এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে (প্রতিদানে) বহুগুণ বেশি দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।’[৪৩২]

﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ﴾

‘তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার দ্বারা

---

৪৩০. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১০।

৪৩১. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১১।

৪৩২. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৮।

উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষককে মুগ্ধ করে; তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলদে বিবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে (কাফিরদের জন্য) রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ব্যতীত কিছুই নয়।'[৪৩৩]

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

'(আল্লাহ এটি এ জন্য বলেছেন) যাতে তোমরা যা হারাও, তার জন্য দুঃখ না করো এবং তিনি তোমাদের যা দান করেন, তা নিয়ে উল্লসিত না হও। আল্লাহ তাআলা তো অহংকারী দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।'[৪৩৪]

﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

'যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং লোকদেরকেও কার্পণ্য করতে বলে (আল্লাহ তাদের দানের মুখাপেক্ষী নন।) আর (দ্বীনের পথ থেকে) যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৪৩৫]

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি; যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

৪৩৩. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২০।
৪৩৪. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৩।
৪৩৫. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৪।

করে। আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি আর মানুষের জন্য নানাবিধ উপকার; যাতে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসুলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।'[৪৩৬]

ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে : ১. একটি পথপ্রদর্শনকারী কিতাব। ও ২. একটি সাহায্যকারী তরবারি। কুরআনে বিষয়দুটিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে :

১. (الكتاب والميزان) কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড : মানুষের হিদায়াত, তাদের সামনে হক ও সত্যকে স্পষ্ট করে বয়ান করা, তাদের মাঝে ন্যায়ের শাসন জারি করা।

২. (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ) 'আমি লোহা নাজিল করেছি' : এখানে প্রতিরক্ষাশক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেটি কাফির ও জালিমদের হাত থেকে দ্বীনি আকিদা-মানহাজের হিফাজত ও শরিয়াহ শাসনের নিরাপত্তা বিধান করবে।

---

৪৩৬. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৫।

সুরা আল-মুজাদালাহ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২২।

নাম :

১. (اَلْمُجَادَلَةُ) 'বাদানুবাদ'।

২. (اَلْمُجَادِلَةُ) 'বাদানুবাদকারী মহিলা'।

৩. (قَدْ سَمِعَ) 'তিনি শুনেছেন'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمُجَادَلَةُ) 'বিতর্ক', (اَلْمُجَادِلَةُ) 'বিতর্ককারী মহিলা' : আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন বাদানুবাদকারী খাওলা বিনতে সালাবাহ ও তাঁর স্বামী আউস বিন সামিতের ঘটনা উল্লেখ করে। খাওলা বিনতে সালাবাহ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে এই ঘটনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করেন।
- (قَدْ سَمِعَ) 'তিনি শুনেছেন' : কারণ আল্লাহ তাআলা এ কথাটি বলেই সুরাটি শুরু করেছেন।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জ্ঞানের ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করে :

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾

'যে মহিলা তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুজনের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৪৩৭]

- আর শেষ হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনাদি ও অনন্ত ইলম ও জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে :

﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'আল্লাহ তাআলা লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।'[৪৩৮]

যাতে বান্দা সব সময় নিজের কাজকর্মগুলো পর্যবেক্ষণে রাখে এবং সে যেন ইলম অর্জনে ব্রতী হয়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সর্বব্যাপী জ্ঞানের মহিমা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- ইসলামে জিহারের হুকুম। (আয়াত : ১-৪)
- উত্তম ও কল্যাণজনক বিষয়ে সলা-পরামর্শের নির্দেশ এবং মন্দ ও অকল্যাণজনক বিষয়ে সলা-পরামর্শ না করার নির্দেশ। (আয়াত : ৮-১০)
- আওয়ামের ওপর আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত—এমনকি মজলিশে বসার ক্ষেত্রেও। (আয়াত : ১১)
- কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট না দেওয়া। (আয়াত : ১২, ১৩)

---

৪৩৭. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১।
৪৩৮. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১।

- আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং আল্লাহর দুশমন ও রাসুলের দুশমনদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ; যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। (আয়াত : ১৪-২২)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরাটি কুরআনের একমাত্র সুরা, যার প্রতিটি আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দটি আছে।

২. এই সুরায় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইলমের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার ওপর অন্য অনেক সুরার চেয়ে অধিক আলোকপাত করা করেছে :

- ﴿وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ﴾ 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের কথোপকথন শোনেন।'[৪৩৯]

- ﴿أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ 'আল্লাহ তাআলা তার হিসাব রেখেছেন; যদিও তারা তা ভুলে গিয়েছে।'[৪৪০]

- ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[৪৪১]

- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ...﴾ 'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে তিনি ষষ্ঠ জন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম-বেশি যেমনই হোক তারা যেখানেই থাকুক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই অবগত আছেন।'[৪৪২]

---

৪৩৯. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১।
৪৪০. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ৬।
৪৪১. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৩।
৪৪২. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭।

- ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত থাকেন।'[৪৪৩]

৩. এই সুরার ১২ নং আয়াতের ওপর কেবল একজন সাহাবি আমল করেছিলেন। তিনি হলেন, সাইয়িদুনা আলি বিন আবি তালিব ﷺ। তারপর আয়াতটি মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। (ইবনে কাসির)

৪. ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে আলিমের মর্যাদা সমুন্নত করে। রাজত্ব ও সম্পদও মানুষকে এতটা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে না। ইলম সম্মানিত মানুষের সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করে—এমন ইলম একজন সামান্য ক্রীতদাসকেও বাদশাহদের মজলিশে নিয়ে বসাতে পারে। (মিফতাহু দারিস সাআদাহ)

৫. সুফিয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদাবান মানুষ হলো তারাই, যারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরির কাজ করে। আর তাঁরা হলেন, নবি-রাসুল ও আলিম-উলামা। (সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওজি)

৬. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾

'যে মহিলা তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুজনের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৪৪৪]

বাদানুবাদকারী মহিলাটি হলেন খাওলা বিনতে সালাবাহ। আর তাঁর স্বামী হলেন আউস বিন সামিত। উমর ﷺ-এর খিলাফতকালে একবার তিনি

৪৪৩. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১।
৪৪৪. সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১।

খাওলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজনও ছিল। খাওলা ﵂ তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে রাখেন, তাঁকে নসিহত করেন। খাওলা ﵂ তাঁকে বলেন, 'উমর, একসময় আপনাকে উমাইর বলে ডাকা হতো। তারপর আপনাকে উমর ডাকা হয়। তারপর এখন আপনাকে আমিরুল মুমিনিন বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। উমর, আপনি তাকওয়া অবলম্বন করুন। কারণ যে অনিবার্য মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, সে সহসা মারা যাওয়ার ভয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে একদিন অবশ্যই তাকে তার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে, সে আজাবের আশঙ্কা করে।'

খলিফা উমর বিন খাত্তাব ﵁ ঠায় দাঁড়িয়ে তাঁর নসিহত শুনতে থাকেন। সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, 'আপনি এই বুড়িটির কথা শোনার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?' তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহর কসম, যদি তিনি আমাকে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তও কথায় আটকে রাখেন, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব—ফরজ সালাতের প্রয়োজন ছাড়া আমি এক পাও সরব না। এই বুড়িকে তোমরা চেনো না? উনি হলেন, খাওলা বিনতে সালাবাহ। আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে তাঁর কথা শুনেছেন। যার কথা রব্বুল আলামিন শোনেন, তাঁর কথা উমর শুনবে না, তা কী করে হয়?!' (ইবনে আবি হাতিম)

সুরা আল-হাশর

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৪।

নাম :

১. (اَلْحَشْرُ) 'সমাবেশ, একত্রিত করা'।

২. (بَنِي النَّضِيْرِ) 'বনু নাজির, একটি ইহুদি গোত্র'।

কেন এই নাম :

- (اَلْحَشْرُ) 'সমাবেশ, একত্রিত করা' : রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যাচেষ্টার মাধ্যমে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে প্রথমবারের মতো ইহুদিদেরকে একত্রিত করে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এটিকেই বলেছেন (لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) 'প্রথম সমাবেশ'। অর্থাৎ প্রথমবারের মতো তাদেরকে একত্রকরণ।
- (بَنِي النَّضِيْرِ) 'বনু নাজির, একটি ইহুদি গোত্র' : কারণ সুরাটিতে বনু নাজিরের যুদ্ধ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৪৫]

---

৪৪৫. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ১।

- আর শেষ হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

'তিনিই আল্লাহ, মহান স্রষ্টা, মহা-উদ্ভাবক, প্রকৃত রূপকার। উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আসমানমণ্ডলী ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৪৬]

এভাবে শুরু ও শেষ করার ফলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অতুলনীয় জ্ঞান, মর্যাদা ও মহিমার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর অনুপম শক্তি ও অতুল পরাক্রম দিয়ে মুমিনদেরকে সম্মানিত ও কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা, মহিমা, পরাক্রম, মর্যাদা ও প্রজ্ঞার বিবরণ। (আয়াত : ১, ২২-২৪)
- ইহুদি ও মুনাফিকদের অবস্থা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কীভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। (২-৫, ১১-১৭)
- মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের অবস্থা। তারা কীভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং পরবর্তীদের দুআর উপযুক্ত হলেন। (আয়াত : ৮-১০)
- ফাই এর বিধান ও আহকাম। (আয়াত : ৫-৭)
- মুমিন ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্য। (আয়াত : ২০)
- কুরআনের শান, মর্যাদা ও প্রভাব। (আয়াত : ২১)

---

৪৪৬. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ২৪।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ইমাম মালিক ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি সাহাবিদের নিন্দা করে, ইসলামে তাদের কোনো অংশ নেই।' সুরা হাশরের ১০ নং আয়াত দিয়ে তিনি এর দলিল পেশ করেন। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল)

২. ইমানের পথে অটল-অবিচল থাকার অন্যতম সহায়ক উপায় হলো, নিয়মিত নিজের আমলের হিসাব গ্রহণ করা। (আয়াত : ১৮)

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য এবং সুন্নাহর অনুসরণের অপরিহার্যতা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ﴾

'সুতরাং রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বারণ করেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকো।'[৪৪৭]

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

'আমি যদি এই কুরআনকে একটি পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তবে পাহাড়টিকে আপনি আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হতে দেখতেন। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি; যাতে তারা ফিকির করে।'[৪৪৮]

জনৈক আলিম বলেন, 'আমার পরিচিত এক বুড়ি ছিল। তার শরীরে বেশ কয়েকটি টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার অপারেশন করাতে বললে সে রাজি হয়নি। অনেক দিন পর যখন সে পুনরায় ডাক্তারের কাছে আসে, তিনি দেখেন টিউমারগুলো গায়েব—শরীরের কোথাও টিউমারের চিহ্নমাত্রও নেই। ডাক্তার জানতে চান, "আপনার টিউমারগুলো ভালো হয়ে গেছে

---

৪৪৭. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭।
৪৪৮. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ২১।

কীভাবে?" "আমি সেগুলোর ওপর কুরআন তিলাওয়াত করে ফুঁ দিয়েছি। যে কুরআন পাহাড়কে পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে, সেই কুরআনের সামনে আমার শরীরের এই ছোট ছোট টিউমারগুলো কীভাবে টিকবে?'"

৫. আপনি যতই গবেষণা ও খোঁড়াখুঁড়ি করুন, সাহাবিদের পরস্পরের মাঝে যে নিখাদ ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ছিল, আপনি তার নজির দেখাতে পারবেন না। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো :

সহিহ বুখারিতে এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ ﵁ বলেন, 'আমরা যখন মদিনায় আসি, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার ও সাদ বিন রবির মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেন। সাদ বিন রবি ﵁ আমাকে বলেন, "আমি আনসারদের মধ্যে অধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার সম্পত্তি ভাগ করে আপনাকে অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে কাকে আপনার পছন্দ হয় বলুন, তাকে আমি আপনার জন্য তালাক দিয়ে দেবো। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আপনি তাকে শাদি করবেন।" আমি (ইবনে আউফ) বলি, "আমার এসবের দরকার নেই। বরং আপনি বলুন, এখানে ব্যবসা করার মতো কোনো বাজার আছে কি?" সাদ ﵁ বলেন, "বনু কাইনুকার বাজার আছে।"'[৪৪৯] এরপর থেকে আব্দুর রহমান বিন আউফ ﵁ ব্যবসায় লেগে যান।

৪৪৯. সহিহুল বুখারি : ২০৪৮।

সুরা আল-মুমতাহিনা

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৩।

নাম :

১. (اَلْمُمْتَحِنَةُ) 'পরীক্ষা গ্রহণকারী'।

২. (اَلْمُمْتَحَنَةُ) 'যার পরীক্ষা নেওয়া হয়'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরায় পরীক্ষার কথা এসেছে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ﴾

'হে মুমিনগণ, যখন মুমিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা করবে।'[৪৫০]

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾

৪৫০. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১০।

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছ বলে তারা রাসুলকে ও তোমাদেরকে (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, (তাহলে কাফিরদের সঙ্গে কোনোরূপ সৌহার্দ্য বজায় রেখো না।) তোমরা তাদের কাছে গোপনে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো, আমি তা ভালো করেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটি করেছে, সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।’[৪৫১]

- আর শেষও হয়েছে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ﴾

‘হে মুমিনগণ, এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, যাদের ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের (পুনরায় জীবিত হওয়ার) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।’[৪৫২]

কারণ ইমানের সর্বাধিক মজবুত হাতল হলো, ‘আল-ওয়ালা ওয়াল বারা’ তথা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইসলামে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার গুরুত্ব।

৪৫১. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১।
৪৫২. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১৩।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ এবং এই নির্দেশের কারণ। (আয়াত : ১-৩)
- মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের একটি আদর্শ নমুনা ইবরাহিম ﷺ-এর তাঁর মুশরিক পিতা ও জাতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। (আয়াত : ৪-৬)
- মুহাজির মুসলিম নারীদের পরীক্ষা করা এবং তাদেরকে দারুল কুফরে ফিরিয়ে না দেওয়া। (আয়াত : ১০)
- দারুল ইসলামে মুসলিম নারীদের বাইআত। (আয়াত : ১২)
- আহলে কিতাবদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ। (আয়াত : ৮, ৯)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মু হাবিবাকে বিয়ে করেন, তখন আবু সুফিয়ান মুশরিক ছিলেন। (আয়াত : ৭) (আর-রাহিকুল মাখতুম লিল মুবারকপুরি)

২. নারীদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে বাইআত করাননি; কেবল মুখে বাইআত করিয়েছেন, যেমনটি আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেছেন। (আয়াত : ১২)

৩. কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে (قُدْوَةٌ) বা 'আদর্শ' শব্দ এসেছে। কারণ মুসলিমের জীবনে আদর্শের গুরুত্ব অপরিহার্য। আলোচ্য সুরার ৬ নং আয়াত সেগুলোর অন্যতম।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না।’[৪৫৩]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘এই আয়াতের মর্ম হলো, হে আমাদের রব, কাফিরদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না, যাতে তারা আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়।’

কাতাদা ﷺ বলেন, ‘এই আয়াতের মর্ম হলো, আমাদের ওপর কাফিরদের বিজয়ী করবেন না, যাতে তারা নিজেদেরকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে।’ (ইবনে কাসির)

৫. জ্ঞানীরা বলেন, ‘গাইরত ও আত্মমর্যাদাবোধ অন্তরের জ্বালানি।’ আর মুমিনের অন্তরে আকিদার চেয়েও অধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে ওই সব স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেগুলো তাদের আকিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মুশরিকরা অন্য কোনো কারণে নয়, আকিদার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই বিষয়গুলো চিন্তা করে দেখুন :

- (لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ) ‘তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।’ আল্লাহ তাআলা প্রথমে মুশরিকদের তাঁর প্রতি শত্রুতার কথা বলেছেন, তারপর বলেছেন মুমিনদের প্রতি তাদের শত্রুদের কথা। কারণ মুশরিকদের আল্লাহর প্রতি শত্রুতার বিষয়টি বেশি ঘৃণ্য।
- (وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ) ‘তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।’ অর্থাৎ তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
- (يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) ‘তারা রাসুলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।’ অর্থাৎ তারা রাসুলকে তাঁর শহর, বসতবাড়ি ও পরিবার থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকেও তোমাদের শহর, বসতবাড়ি ও পরিবার থেকে বের করে দিয়েছে।

---

৪৫৩. সুরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ৫।

সুরা আস-সাফ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৪।

নাম :

(اَلصَّفُّ) 'কাতার, সারি'।

কেন এই নাম :

সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে জিহাদকে কেন্দ্র করে, যার মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ী হয়। এখানে (اَلصَّفُّ) শব্দটি উম্মাহর ঐক্য, জিহাদ ও বিজয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে :

  ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ﴾

  'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে কাতার বেঁধে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'[৪৫৪]

- আর শেষও হয়েছে দ্বীনকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে :

  ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ﴾

---

৪৫৪. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ৪।

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারয়ামপুত্র ইসা তার সঙ্গীদের বলেছিলেন, "আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?" সঙ্গীরা বলেছিল, "আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।" তারপর বনি ইসরাইলের একটি দল ইমান আনল এবং একটি দল কুফুরি করল। যারা ইমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি জুগিয়েছিলাম; ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।'[৪৫৫]

কারণ মুমিনের জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম কখনোই এই ব্যাপারে গাফিল হতে পারে না।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দ্বীনের নুসরত ও সাহায্য।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কথায় ও কাজে অমিলের নিন্দা। (আয়াত : ২, ৩)
- রাসুলদের বিরোধিতা করা এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া ধ্বংসের পথ। (আয়াত : ৫)
- ইসা ﷺ মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (আয়াত : ৬)
- আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো, তাঁর প্রতি ইমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আর এটিই রবের সঙ্গে বান্দার সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসা। (আয়াত : ১০-১৩)
- দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যের অপরিহার্যতা। (আয়াত : ১৪)

৪৫৫. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ১৪।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. মানুষ একটি গুনাহের শাস্তিস্বরূপ পরবর্তী সময়ে আরও গুনাহে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

'কিন্তু তারা যখন বাঁকা পথই ধরল, আল্লাহ তাআলাও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন।'[৪৫৬]

২. রিসালাতের আমানত মুসা ﷺ থেকে ইসা ﷺ হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছে। (আয়াত : ৫, ৬)

৩. আল্লাহ তাআলা ইমানের সঙ্গে জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ জিহাদ দ্বীনের সুরক্ষা ও বিজয়ের হাতিয়ার।

৪৫৬. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ৫।

সুরা আল-জুমুআহ

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

নাম :

(اَلْجُمُعَةُ) 'জুমআর সালাত'।

কেন এই নাম :

কারণ এটিই একমাত্র সুরা, যেটিতে জুমআর সালাতের কথা এসেছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে রাসুল-প্রেরণের কথা উল্লেখ করে। বলা হয়েছে, রাসুল-প্রেরণ বান্দাদের প্রতি আল্লাহর এক বড় অনুগ্রহ :

  ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ - وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ - ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾

  'তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাদেরকে কলুষতা থেকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়। আগে তো তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল। আর তাদের আরও লোকদের জন্য, যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। তিনিই অসীম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।'[৪৫৭]

৪৫৭. সুরা আল-জুমুআহ, ৬২ : ২-৪।

- আর শেষ হয়েছে এ কথা বলে যে, আখিরাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ মুমিনদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা দুনিয়ার নিয়ামত ও অনুগ্রহের চেয়েও উত্তম :

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

'তারা যখন কোনো ব্যবসার সুযোগ বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুন, "আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।"'[৪৫৮]

যাতে বান্দা বুঝতে পারে, দুনিয়ার অর্থবিত্ত ও সুখ-শান্তির চেয়ে আখিরাতের নিয়ামত ও সুখ-শান্তি অনেক উত্তম। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের পথেই হাঁটা উচিত।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দ্বীনের বৈশিষ্ট্যাবলি ও নিদর্শনসমূহের সুরক্ষা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মহামহিম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা।
- আরবদের মধ্য থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে নবি হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে আরব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।
- বনি ইসরাইল আল্লাহর আমানত রক্ষা করেনি। তারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়েছে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করেছে।
- জুমআর সালাতের গুরুত্ব ও আহকাম।

---

৪৫৮. সুরা আল-জুমুআহ, ৬২ : ১১।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরার ৩ নং আয়াতটি নাজিল হয়েছে সালমান ফারসি ﷺ-এর ব্যাপারে।

২. উম্মি বা নিরক্ষর মানে হলো, যে ব্যক্তি পড়তেও জানে না, লিখতেও জানে না। তবে সবচেয়ে বড় নিরক্ষর হলো সে, যে আল্লাহকে চেনে না। সুতরাং যে আল্লাহকে জানে না, সে মহামূর্খ ও মহা অজ্ঞ।

৩. জুমহুর আলিমদের মতে, জুমআর আজানের পর বেচাকেনা হারাম। (আল-মুগনি, ইবনে কুদামা।)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের অবস্থা পুস্তক বহনকারী গাধার মতো। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ জালিমদের হিদায়াত দেন না।'[৪৫৯]

আয়াতের ব্যাপক অর্থে তারাও অন্তর্ভুক্ত, যারা কুরআন পাঠ করে; কিন্তু কুরআন বুঝেও না, কুরআনের নির্দেশনাও অনুসরণ করে না।

---

৪৫৯. সুরা আল-জুমুআহ, ৬২ : ৫।

সুরা আল-মুনাফিকুন

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

নাম :

(اَلْمُنَافِقُوْنَ) 'মুনাফিকরা'।

কেন এই নাম :

কারণ পুরো সুরাটিতে মুনাফিকদের বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾

'মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল।" আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল; তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'[৪৬০]

- আর শেষ হয়েছে এই আয়াত দিয়ে :

﴿وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

---

৪৬০. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ১।

'কিন্তু যখন কারও নির্ধারিত সময় এসে যাবে, আল্লাহ তাকে মোটেও অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[৪৬১]

যাতে মুমিনরা নিজেদের নিয়ত ও আমলের হিসাব রাখে; আর মুনাফিকরা জেনে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় জানেন।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : মিথ্যা, কাপুরুষতা, মিথ্যা কসম, মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ ও তাদের অকল্যাণ কামনা, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অহংকার ইত্যাদি। (আয়াত : ১-৮)
- দান-সাদাকার ব্যাপারে মুমিনদেরকে উৎসাহ প্রদান। কারণ এটি দুনিয়া ও আখিরাতে বিপুল কল্যাণ বয়ে আনে। (আয়াত : ১০)
- সম্পদ ও সন্তানের ফিতনা থেকে সতর্কীকরণ। (আয়াত : ৯)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরার ১০ নং আয়াতে যে সাদাকার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে উদ্দেশ্য হলো ফরজ জাকাত, নফল সাদাকা নয়। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এই মত দিয়েছেন। (তাফসিরে কুরতুবি)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ 'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে।'[৪৬২]

---

৪৬১. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ১১।
৪৬২. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন এখানে (لَا تَشْغَلْكُمْ) না বলে (لَا تُلْهِكُمْ) বলেছেন। কারণ আরবি (اَلشُّغْلُ) শব্দ দ্বারা যে ব্যস্ততা বোঝায়, তাতে কল্যাণ থাকতে পারে। পক্ষান্তরে (اَللَّهْوُ) মানে এমন কাজ, যাতে কোনো কল্যাণ নেই।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ৩০০টিরও অধিক সংখ্যক আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন ১৭টির অধিক সংখ্যক সুরায়। এমনকি তাদের নামে আলাদা একটি সুরায় তাদের কথা আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কুরআন যেন পুরোটাই মুনাফিকদের আলোচনা।' (মাদারিজুস সালিকিন)

সুরা আত-তাগাবুন

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৮।

নাম :

(اَلتَّغَابُنُ) 'লাভ-লোকসান, হার-জিত, প্রবঞ্চনা'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটির আলোচনা (اَلتَّغَابُنُ)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। আর (اَلتَّغَابُنُ) মানে ক্ষতি, ধোঁকা ইত্যাদি। কিয়ামতের দিন কাফিররা ক্ষতি ও প্রবঞ্চনার শিকার হবে।

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পবিত্রতা ও ইলমের কথা বর্ণনা করে :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'আসমানমণ্ডলী ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয়েছে কাফির এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[৪৬৩]

---

৪৬৩. সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১-২।

■ আর শেষও হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইলমের কথা বলে :

﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

'তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্বন্ধে অবগত, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৬৪]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন অনাদিকাল থেকেই জানেন, কারা জান্নাতি কারা জাহান্নামি। তিনি জানেন, তাদের মধ্যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত।

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের দিন কাফিরদের মহা ক্ষতি ও সর্বনাশ।

❁ সুরার আলোচ্য বিষয় :

■ ইমান আনার ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান : যারা ইমান এনেছে, তারা জিতবে, লাভবান হবে; আর যারা কুফুরি করেছে, তারা হারবে, লোকসানের শিকার হবে। (আয়াত : ৯, ১০)

■ আনুগত্যের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করেছে, তারা লাভবান হবে; আর যারা গাফিলতি ও অবহেলা করেছে, তারা লোকসানের শিকার হবে। (আয়াত : ১২, ১৪)

■ ব্যয়ের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান : যারা সাদাকা করেছে, তারা লাভবান হবে; আর যারা সাদাকা করেনি, তারা লোকসানের শিকার হবে। (আয়াত : ১৭)

---

৪৬৪. সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১৮।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরায় ইমানের ছয়টি রুকনের আলোচনা এসেছে :

- আল্লাহর প্রতি ইমান। (আয়াত : ১-৪) এই চারটি আয়াত আল্লাহ তাআলা ও তাঁর আসমা ও সিফাতের কথা বলছে।

- কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান। (আয়াত : ৯)

- রাসুলগণের প্রতি ইমান। (আয়াত : ৫)

- আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান। (আয়াত : ৮) ﴿وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ﴾ 'আমার নাজিলকৃত নুর মানে এখানে আসমানি কিতাব।

- ফেরেশতাদের প্রতি ইমান। (আয়াত : ৮) কিতাব ফেরেশতারাই নিয়ে আসেন।

- তাকদিরের প্রতি ইমান। (আয়াত : ২, ১১)

২. এই সুরায় আল্লাহ তাআলা তাঁর ১২টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন স্ত্রী-পুত্রের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন। কারণ তারা অনেক সময় গুনাহ ও নাফরমানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কারণে অনেক সময় ইবাদতে গাফিলতি চলে আসে। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাতে মুমিন গাইরুল্লাহর মহব্বতকে আল্লাহর মহব্বতের ওপর প্রাধান্য না দেয় এবং গাইরুল্লাহর আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য না দেয়। (আয়াত : ১৪)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾

'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।'[৪৬৫]

আলকামা ﵀ বলেন, 'বান্দা যখন বুঝতে পারে মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তখন সে মুসিবতেও সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে মাথানত করে।' (ইবনে জারির)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই আশ্চর্যের! সবকিছুই তার জন্য কল্যাণজনক। মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য সবকিছু কল্যাণকর নয়। মুমিনের জীবনে যদি সুখ ও আনন্দ আসে, সে আল্লাহর শোকর করে। আর শোকর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি তার জীবনে দুঃখ ও কষ্ট আসে, সে সবর করে। আর সবরও তার জন্য কল্যাণ ডেকে আনে।'[৪৬৬]

সাদ বিন জুবাইর বলেন, '﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ "আর যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন"—এই আয়াতের মর্ম হলো, বিপদ এলে মুমিন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে।' (ইবনে কাসির)

---

৪৬৫. সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১১।
৪৬৬. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯।

সুরা আল-তালাক

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২।

নাম :

১. (اَلطَّلَاقُ) 'তালাক'।

২. (اَلنِّسَاءُ الْقُصْرَاءُ) 'ছোট সুরা নিসা'।

কেন এই নাম :

- (اَلطَّلَاقُ) 'তালাক' : কারণ এই সুরাটি অন্য যেকোনো সুরার চেয়ে বিস্তারিতভাবে তালাকের আহকাম নিয়ে আলোচনা করেছে।
- (اَلنِّسَاءُ الْقُصْرَاءُ) 'ছোট সুরা নিসা' : কারণ সুরাটি নারীদের তালাকের আহকাম নিয়ে কথা বলেছে—প্রায় গোটা সুরাটি জুড়েই বর্ণিত হয়েছে তালাকের বিধিবিধান। তাই পার্থক্য করার জন্য সুরা নিসাকে বলা হয় 'বড় সুরা নিসা' আর সুরা তালাককে বলা হয় 'ছোট সুরা নিসা।'

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾

'হে নবি, তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দেবে এবং ইদ্দতের হিসাব রাখবে। আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেবে না এবং তারা নিজেরাও ঘর থেকে বের হবে না, তবে তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লীল কাজ করলে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরই জুলুম করে। তুমি জানো না, আল্লাহ হয়তো এর পরে কোনো একটি পথ বের করবেন।'[৪৬৭]

- আর শেষও হয়েছে তাকওয়ার কথা বলে :

﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾

'আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানরা, যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তো তোমাদের কাছে উপদেশ পাঠিয়েছেন।'[৪৬৮]

কারণ বান্দা যখন তাকওয়া অবলম্বন করে, শরিয়াহর সকল বিধিবিধান পালন করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

তাকওয়া : পরিবার, সমাজ ও জাতির সুরক্ষার চাবিকাঠি।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- তালাকের বিধান, ইদ্দত ও ভরণপোষণ। (আয়াত : ১-৬)
- ব্যক্তি ও সমাজে তাকওয়ার সুফল, প্রভাব ও উপকারিতা। (আয়াত : ২-৫)

---

৪৬৭. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ১।
৪৬৮. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ১০।

- নাফরমানি ও তাকওয়াহীনতার কুফল ও ভয়াবহ পরিণাম। (আয়াত : ৮, ৯)
- ইমান ও নেক আমলের প্রতিদান। (আয়াত : ১১)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এখনো হায়িজ আসেনি এমন মেয়ের বিয়ের আকদ সম্পন্ন করা জায়িজ। (আয়াত : ৪) (আল-মুগনি, ইবনে কুদামা)

২. এই সুরায় এক জায়গায় তাকওয়া অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আরেক জায়গায় তাকওয়া অবলম্বন না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ অন্তরের তাকওয়া বান্দাকে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখে।

৩. শরিয়াহ-প্রণয়নে বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমতের একটি নিদর্শন হলো, আল্লাহ তাআলা তালাকের পূর্বে, তালাক চলাকালীন এবং তালাকের পরও ইদ্দত পালনের পর্যায় রেখেছেন : ইলা[৪৬৯], তালাকে বায়িন পরবর্তী ইদ্দত, তালাকে রজয়ির সময়গুলোতে স্ত্রীকে নাসিহা ও বিছানা থেকে আলাদা করে দেওয়া ইত্যাদি।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইদ্দতের হিসাব রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; যাতে বংশধারা বিশুদ্ধ ও সুরক্ষিত থাকে।

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

'হে নবি, তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দেবে।'[৪৭০]

---

৪৬৯. স্ত্রীর সঙ্গে চার মাস বা ততোধিক সময় সহবাস না করার শপথ করা। যদি চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগে শপথ ভঙ্গ না করে, তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়িন পতিত হবে।

৪৭০. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ১।

সাহাবিদের ঐকমত্যে তালাকের সুন্নাহসম্মত নিয়ম হলো, স্বামী স্ত্রীকে তুহর বা হায়িজ থেকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেবে, যে তুহরে সহবাস হয়নি। (তাবারি, কুরতুবি, ইবনে কাসির)

৬. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ) বা 'হে নবি' সম্বোধনটি তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : কখনো (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ) বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু তিনি উদ্দিষ্ট সম্বোধিতদের অন্তর্ভুক্ত নন; বরং সম্বোধন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে করা হলেও সকলের ঐকমত্যে সম্বোধনের উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মত ও সকল মুসলিম। যেমন :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

'তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উফ" শব্দটিও বলো না এবং তাদের সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলো না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।'[৪৭১]

উল্লিখিত আয়াতের সম্বোধনমূলক প্রতিটি শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে। অথচ সম্বোধনের উদ্দেশ্য তিনি নন। কারণ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় তাঁর পিতামাতা জীবিত ছিলেন না।

দ্বিতীয় প্রকার : কখনো (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ) বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, আর সম্বোধনের উদ্দেশ্য কেবল তিনিই। তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ সম্বোধিত নয়। যেমন :

﴿وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

---

৪৭১. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৩।

‘কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পণ করে, নবি তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও হালাল। এটি কেবল আপনার জন্য—অন্য কোনো মুমিনের জন্য অনুমোদিত নয়।’[৪৭২]

তৃতীয় প্রকার : কখনো (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ) বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে সম্বোধিত হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গোটা উম্মাহ শামিল আছে। যেমন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾

‘হে নবি, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা কেন আপনি হারাম করছেন?’[৪৭৩]

এখানে কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী আয়াত ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ...﴾ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন...’ থেকে বোঝা যায় সম্বোধনটি পুরো উম্মাহকে শামিল করে। (আদওয়াউল বায়ান)

৪৭২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫০।
৪৭৩. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ১।

সুরা আত-তাহরিম

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২।

নাম :

(اَلتَّحْرِيْمُ) 'হারাম সাব্যস্ত করা'।

কেন এই নাম :

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কতিপয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মধুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এই কারণেই সুরাটি নাজিল হয়। আর সুরাটির শুরুতেই এই ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। (আল-মুসনাদ মিন আসবাবিন নুজুল)

শুরুর সঙ্গে শেষের মিল :

- সুরাটি শুরু হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। (আয়াত : ৩, ৪)
- আর শেষ হয়েছে নুহ ও লুত ﷺ-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। (আয়াত : ১০)

- তারপর একজন নেককার স্ত্রীর দৃষ্টান্ত। (আয়াত : ১১)
- তারপর জগতের নারীদের অন্যতম সর্দার ইমরান-কন্যা মারয়ামের দৃষ্টান্ত। (আয়াত : ১২)

যাতে পরিবার, সমাজ ও জাতির মাঝে একজন নারীর ভূমিকা ও প্রভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আদর্শ মুসলিম পরিবার বিনির্মাণের উপদেশ ও নির্দেশনা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার তিরস্কার এবং ক্ষমার ঘোষণা। (আয়াত : ১)
- দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয় ফাঁস এবং তার পরিণতি। (আয়াত : ২-৫)
- সন্তানদেরকে দ্বীনি তালিম ও তারবিয়াহর মাধ্যমে গড়ে তোলা অপরিহার্য। (আয়াত : ৬)
- পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। (আয়াত : ১০-১২)
- সব সময় তাওবা করা জরুরি। (আয়াত : ৮)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনের যেখানেই আল্লাহ তাআলা কোনো গুনাহ ও তার শাস্তির কথা বলেছেন, সেখানেই তাওবার কথা বলেছেন এবং তাওবা করার আহ্বান করেছেন। এটি বান্দার প্রতি তাঁর রহমতের নিদর্শন। (আয়াত : ৪)

২. কসম করে ভেঙে ফেললে কাফফারা আদায় করতে হয়। (আয়াত : ২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম করার পর দেখে যে অন্য কোনো বিষয় তার চেয়েও উত্তম, তবে সে যেন উত্তম বিষয়টি সম্পাদন করে এবং কসমের কাফফারা আদায় করে।'[৪৭৪]

৪৭৪. সহিহ মুসলিম : ১৬৫০।

আর কসমের কাফফারা হলো, দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো অথবা পোশাক পরানো কিংবা একটি গোলাদ আজাদ করা। যদি এসবের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তিন দিন সওম পালন করা।

৩. মহান ও উদার মানুষের চিরাচরিত স্বভাব হলো, তারা মানুষের দোষক্রটি উপেক্ষা করেন। কুরআনের ভাষায় :

﴿عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ﴾

'তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন আর কিছু অব্যক্ত রাখলেন।'[৪৭৫]

৪. নারীদের জন্য তালাকের চেয়ে বড় কোনো শাস্তি নেই। তাই তো আল্লাহ তাআলা তালাককে ধমকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

'আর তালাক মেয়েদের ভেঙে ফেলার নামান্তর।'[৪৭৬]

৫. মুসলিমদের ওপর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্ধারিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো, সন্তানদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের তালিম দেওয়া। তবুও অনেক মুসলিমকে আপনি দেখবেন, সন্তানের দুনিয়াবি ক্যারিয়ার নিয়ে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করছে; কিন্তু তাদেরকে দ্বীনি ইলম ও তাকওয়া শেখানোর কোনো চিন্তাই তাদের নেই। অনেকে তো দ্বীন শেখানোকে একেবারে বেহুদা বিষয় মনে করে। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।'[৪৭৭]

---

৪৭৫. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৩।
৪৭৬. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।
৪৭৭. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

আলি ﷺ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে কল্যাণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।'

কাতাদা ﷺ বলেন, 'তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও এবং নাফরমানি করতে বাধা দাও।' (আদ-দুররুল মানসুর)

সুরা আল-মুলক

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩০।

নাম :

১. (اَلْمُلْكُ) 'রাজত্ব, মালিকানা, সার্বভৌমত্ব'।

২. (تَبَارَكَ) 'মহিমান্বিত'।

৩. (اَلْمَانِعَةُ) 'রক্ষাকারী'।

৪. (اَلْمُنْجِيَةُ) 'মুক্তি দানকারী'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمُلْكُ) 'রাজত্ব, মালিকানা, সার্বভৌমত্ব' : কারণ সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে।
- (تَبَارَكَ) 'মহিমান্বিত' : এই শব্দ দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।
- (اَلْمَانِعَةُ) 'রক্ষাকারী' ও (اَلْمُنْجِيَةُ) 'মুক্তি দানকারী' : কারণ এই সুরাটি তার তিলাওয়াতকারীকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করে।

ফজিলত ও গুরুত্ব :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'সুরা মুলক কবরের আজাব থেকে রক্ষাকারী।'[৪৭৮]

---

৪৭৮. সহিহুল জামি : ৩৬৪৩।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

'কুরআনের ৩০ আয়াতবিশিষ্ট একটি সুরা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে মাফ করা হয়। আর সুরাটি হলো, সুরা মুলক।'[৪৭৯]

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব সবকিছু আল্লাহর হাতে।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- বিশ্বজগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। (আয়াত : ২, ২৩, ২৪)
- সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা বড়ই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। (আয়াত : ৩, ৪)
- আসমানের তারকারাজি সৃষ্টির রহস্য। (আয়াত : ৫)
- কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা। (আয়াত : ৭-১১, ২৭)
- কাফিরদেরকে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করার দাওয়াত এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান। (আয়াত : ১৬-২২, ২৮-৩০)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. শুরুতে (تَبَارَكَ) 'বরকতময়' শব্দের উল্লেখের পর আয়াতে আল্লাহর রাজত্বের কথা বলা হয়েছে; যাতে এটি বোঝা যায় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বরকত ও রহমত গোটা বিশ্বজগৎকে পরিবেষ্টন করে।

২. কাতাদা ﵀ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামিন তিনটি উদ্দেশ্যে আকাশের তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন :

---

৪৭৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৪০০।

- ﴿رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾ "শয়তান তাড়ানোর জন্য ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে।"
- ﴿زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا﴾ "দুনিয়ার আসমানের সৌন্দর্যের জন্য।"
- ﴿لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ "স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য।"'[৪৮০]

৩. যার কাছে কোনো সতর্ককারী নবি-রাসুল আসেনি কিংবা যার কাছে দ্বীনের দাওয়াতই পৌঁছেনি, তাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেবেন না। (আয়াত : ৮)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا﴾

'তোমরা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো।'[৪৮১]

এই আয়াতটি জীবিকার জন্য আসবাব ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার দলিল। কেবল হাত গুটিয়ে বসে থেকে আল্লাহর ওপর ভরসা করা সমীচীন নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

হাদিসে এসেছে, 'মানুষ মৃত্যু থেকে যেভাবে পালিয়ে বেড়ায়, সেভাবে যদি রিজিক থেকেও পালিয়ে বেড়ায়, তবুও রিজিক তার কাছে এসে যাবে, যেভাবে মৃত্যু সব বাধা পেরিয়ে তার কাছে চলে আসে।'[৪৮২]

কথাগুলো এভাবে বলার কারণ, যাতে বান্দার সঙ্গে রবের বন্ধন মজবুত হয় এবং বান্দা তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়; সে যেন উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে এবং ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। বস্তুত এটিই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

---

৪৮০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯৭।
৪৮১. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ১৫।
৪৮২. আস-সহিহাহ : ৯৫২।

৫. নিজের শক্তি ও প্রভাব নিয়ে মুমিনের আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগা উচিত নয়। বরং আল্লাহর সামনে সর্বদা বিনয়-নম্র হওয়া উচিত। একজন আদর্শ মুমিন আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না—সে যতই শক্তিশালী হোক। আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের সামনে মাখলুক কিছুই নয়। কুরআনের ভাষায় :

﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ﴾

'তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কি কোনো সৈন্যবাহিনী আছে? কাফিররা তো প্রবঞ্চনার মাঝেই আছে।'[৪৮৩]

---

৪৮৩. সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২০।

সুরা আল-কলাম

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২।

নাম :

১. (اَلْقَلَمُ) 'কলম'।

২. (ن) 'হরফে মুকাত্তাআহ'।

কেন এই নাম :

- (اَلْقَلَمُ) 'কলম' : কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা কলমের কসম করেছেন।
- (ن) 'হরফে মুকাত্তাআহ' : এই হরফ দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

উত্তম আখলাক অর্জন ও মন্দ আখলাক পরিত্যাগের দাওয়াহ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের প্রশংসা। (আয়াত : ৪)
- বদআখলাকের নিন্দা। যেমন : গিবত, মিথ্যা, অশালীনতা, মিথ্যা কসম ইত্যাদি। (আয়াত : ১০-১৩)
- বাগানের মালিকদের গল্প। কৃপণতার নিন্দা। (আয়াত : ১৭-৩৩)
- হিংসার নিন্দা। (আয়াত : ৫০)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন কলমের কসম করেছেন। এতে ইলমচর্চা ও লেখালেখির গুরুত্ব বোঝা যায়। (আয়াত : ১)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন রাতের পরিকল্পিত গুনাহ করার পূর্বেই বাগানের মালিকদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কারণ বান্দা যখন অন্তরে গুনাহের নিয়ত পাকা করে ফেলে এবং গুনাহ করার সংকল্প করে ফেলে, তখন সে আর আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। কারণ এমতাবস্থায় সে গুনাহ না করলেও গুনাহকারীর সমতুল্য। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় :

- যে ব্যক্তি রমাদানে রোজা ভেঙে ফেলার নিয়ত করেছে, কিন্তু অনেক খুঁজেও খাওয়ার জন্য কিছুই পায়নি—পেলে রোজা ভেঙে ফেলত—এমন ব্যক্তি রোজা ভঙ্গকারীর সমতুল্য। আল্লাহর কাছে সে গুনাহগার বলে গণ্য হবে।

- যে ব্যক্তি চুরি করার নিয়তে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাড়ির প্রাচীর শক্ত ও দুর্ভেদ্য হওয়ার কারণে প্রবেশ করতে পারেনি—পারলে চুরি না করে ফিরত না—সে চোরের সমতুল্য। চুরি না করলেও সে চুরি করেছে বলে ধরা হবে। সে আল্লাহর কাছে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। অবশ্য তার ওপর চুরির হদ বা দণ্ড জারি করা হবে না।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য (صِفَةُ السَّاق) 'সিফাতে সাক' সাব্যস্তকরণ। (আয়াত : ৪২)

সুরা আল-হাক্কা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২।

নাম :

(اَلْحَاقَّةُ) 'অবশ্যম্ভাবী বিষয়, কিয়ামত, বাস্তবতা'।

কেন এই নাম :

কারণ এর অর্থ হলো সেই সময়টি, যখন সব কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে, যখন সবকিছুর হাকিকত ও বাস্তবতা উন্মোচিত হবে। আর সেই সময়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই সুরার আলোচনা।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী সত্য।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে পূর্ববর্তী যুগের অনেক জাতির ধ্বংস ও বরবাদি। (আয়াত : ১-১২)
- আখিরাতে মুমিনদের পুরস্কার। (আয়াত : ১৯-২৪)
- আখিরাতে কাফিরদের শাস্তি। (আয়াত : ২৫-৩৭)
- কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাজিলকৃত সত্য ওহি। (আয়াত : ৩৮-৪৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালনই কুরআনুল কারিমের প্রকৃত ও সার্থক শ্রবণ। (আয়াত : ১২)

২. মৃত্যুর কষ্টই কাফিরদের জন্য মৃত্যুপরবর্তী অন্যসব কষ্টের চেয়ে তুলনামূলক হালকা। (আয়াত : ২৭)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নামে মিথ্যা কথা বলা বড়ই জঘন্য ও ভয়ংকর বিষয়। (আয়াত : ৪৪-৪৭) এই আয়াতগুলো প্রথমত বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে। এবার ভেবে দেখুন, যারা রাসুল নয়, তাদের কী অবস্থা?

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের বৃহত্তম ও সুন্দরতম সৃষ্টি হলো আরশ, তারপর কুরসি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ

'সাত আসমান কুরসির সামনে এরূপ, দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল ময়দানে একটি আংটি যেরূপ। আর কুরসির তুলনায় আরশের বড়ত্ব এরূপ, দিগন্ত-বিস্তৃত ময়দানের বড়ত্ব আংটির তুলনায় যেরূপ।'[৪৮৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'আসমান ও জমিনের মাঝে দূরত্ব পাঁচশ বছরের। দুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের। প্রতিটি আসমানের পুরুত্ব পাঁচশ বছরের দূরত্বের সমান। সাত আসমান ও কুরসির মাঝের দূরত্ব পাঁচশ বছরের। কুরসি ও পানির মাঝখানে দূরত্ব পাঁচশ বছরের। আর আরশ হলো পানির ওপর। আর আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর। তোমাদের কোনো আমল তাঁর কাছে গোপন নয়।' (আল-আজমাহ : আবুশ শাইখ আল-আসফাহানি) ইমাম ইবনুল কাইয়িম ও ইমাম জাহাবি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

---

৪৮৪. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৩৬১, আস-সহিহাহ : ১৭৪।

সুরা আল-মাআরিজ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৪।

নাম :

১. (اَلْمَعَارِجُ) 'সিঁড়ি, সোপান'।

২. (سَأَلَ سَائِلٌ) 'জনৈক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করল'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمَعَارِجُ) 'সিঁড়ি, সোপান' : কারণ এই সুরায় ফেরেশতাদের আসমানসমূহে আরোহণ করার কথা এসেছে।
- (سَأَلَ سَائِلٌ) 'জনৈক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করল' : কারণ এই কথাটি দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইমানের উচ্চতর সোপানসমূহে আরোহণের আকাঙ্ক্ষা করা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামতের কতিপয় ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা। (আয়াত : ৮-১০)
- জাহান্নামের কতিপয় আজাবের বর্ণনা। (আয়াত : ১৫-১৮)
- মানুষের উত্তম গুণাবলির বর্ণনা, যেগুলোর সাহায্যে সে ইমানের উচ্চতর সিঁড়িতে আরোহণ করতে পারে। (আয়াত : ২২-৩৪)
- কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরে কাফিরদের ভীতিপ্রদর্শন। (আয়াত : ৪০-৪৪)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. মুমিনের গুণাবলি বর্ণনাকারী আয়াতসমূহের শুরু হয়েছে সালাতের কথা বলে এবং শেষও হয়েছে সালাতের কথা বলে। এখান থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, অন্যান্য ইবাদত ও অন্যান্য গুণাবলি অর্জন করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সুতরাং সালাত হলো কল্যাণের মাস্টার কি (চাবি)। (আয়াত : ২৩, ২৪)

২. উল্লেখিত আয়াতগুলো মুমিনের গুণাবলিকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর এক বিন্যাসে উপস্থাপন করেছে। এখানে ইবাদত, অন্তরের আমল, আখলাক ইত্যাদির মাঝে চমৎকার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যাতে মুমিনের ব্যক্তিত্ব যথাসম্ভব পরিপূর্ণতা লাভ করে। হাদিসে এসেছে, 'আল্লাহ রব্বুল আলামিন উঁচুমানের কল্যাণময় বিষয়াদি পছন্দ করেন এবং তুচ্ছ ও অকল্যাণকর বিষয়াদি অপছন্দ করেন।'[৪৮৫]

৩. (اَلْمَعَارِجُ) শব্দের অর্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি অর্থ হলো :

- জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রস্তুতকৃত মর্যাদাময় স্তরসমূহ।
- নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি, কারণ এগুলো মাখলুকের মাঝে বিন্যস্তভাবে বণ্টিত।

---

৪৮৫. সহিহুল জামি : ২৭৭১।

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮।

নাম :

(نُوحٌ) 'নুহ ﷺ'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটি সাইয়িদুনা নুহ ﷺ-এর ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরেছে। এ ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করেনি।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দাওয়াহর পথে ত্যাগ ও কুরবানি।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- নুহ ﷺ তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম তাওহিদের দাওয়াত দেন। (আয়াত : ৩)
- দাওয়াহর ক্ষেত্রে তারগিব ও তারহিব তথা উৎসাহ ও ধমক। (আয়াত : ৪)
- দাওয়াহ সব সময়, দিনে যেমন রাতেও। (আয়াত : ৫)
- দাওয়াহ ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন হয়, তেমনই সামাজিক পর্যায়েও হয়। (আয়াত : ৮, ৯)
- ইসতিগফার ও গুনাহ মাফ চাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ইসতিগফারের সুফল। (আয়াত : ১০-১২)
- চারপাশের জগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান। (আয়াত : ১৩-২০)
- মুমিনদের জন্য নুহ ﷺ-এর নেক দুআ এবং কাফিরদের জন্য বদদুআ। (আয়াত : ২৬-২৮)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সাইয়িদুনা নুহ ﷺ মানবজাতির দ্বিতীয় আদি-পিতা। পৃথিবীর বুকে তিনিই প্রথম রাসুল।

২. যুগে যুগে মানুষের জন্য সম্পদ ও সন্তানের ফিতনাই ছিল সর্বাধিক কঠিন ফিতনা।

৩. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণও মানুষের কঠিন ফিতনাগুলোর অন্যতম।

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا﴾

'তাদের গুনাহের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পরে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে।'[৪৮৬]

এখানে (النَّار) থেকে উদ্দেশ্য হলো, কবরের আজাব। কারণ আরবি ভাষায় (ف) অব্যয়টি অব্যবহিত পরে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৫. মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য দুআ করা অনেক বড় ফজিলতের কাজ। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুমিনদের গুনাহ ক্ষমা চায়, প্রতিটি মুমিনের বদলে তার জন্য একটি করে নেকি লেখা হয়।'[৪৮৭]

---

৪৮৬. সুরা নুহ, ৭১ : ২৫।
৪৮৭. সহিহুল জামি : ৬০২৬।

সুরা আল-জিন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮।

নাম :

(اَلْجِنُّ) 'জিন'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটিতে জিন জাতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেমনটি অন্য কোনো সুরায় করা হয়নি।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

শরিয়াহ পালনে মানুষের সঙ্গে জিন জাতিরাও শামিল।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কুরআনের প্রতি জিনদের ইমান আনয়ন।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়ত লাভ করার পর জিনদের অবস্থা।
- সকল মসজিদ আল্লাহর।
- আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া কেউ গাইব জানে না। আর কিয়ামতের সময়ও গাইবের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ইসলামের দাওয়াহ বৈশ্বিক ও সর্বজনীন : পৃথিবীর প্রতিটি জাতির জন্য, মানুষ জাতির জন্য যেমন, জিন জাতির জন্যও। (আয়াত : ১-৫)

২. জিনের সাহায্য গ্রহণ করা অনেক বড় বড় ক্ষতির কারণ। (আয়াত : ৬)

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে কথা বলার সময় আদব ও শিষ্টাচারের দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখা ফরজ। (আয়াত : ১০)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾

'আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে ডেকো না।'[৪৮৮]

আয়াতে উল্লেখিত (ٱلْمَسَٰجِد) শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে :

- যেসব ঘরে কেবল আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হয়।
- অথবা যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করা হয়।

৫. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا - يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا﴾

'বলুন, "আমাকে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনেছে এবং বলেছে, "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যেটি সৎপথ প্রদর্শন করে; তাই আমরা তা বিশ্বাস করেছি। আমরা আমাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করব না।"'[৪৮৯]

---

৪৮৮. সুরা আল-জিন, ৭২ : ১৮।
৪৮৯. সুরা আল-জিন, ৭২ : ১-২।

ইমাম রাজি ﷺ বলেন, ‘এই আয়াতে বেশ কয়েকটি লক্ষণীয় পয়েন্ট আছে :

এক. রাসুলুল্লাহ ﷺ মানবজাতির জন্য যেমন জিন জাতির জন্যও তেমন রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

দুই. কুরাইশরা যেন জেনে নেয়, জিনরা উদ্ধত ও অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যখন কুরআন শুনেছে, তার ইজাজ ও অলৌকিকতা বুঝতে পেরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইমান এনেছে।

তিন. ইসলামি শরিয়াহ কেবল মানুষের জন্য নয়, জিনদের জন্যও।

চার. জিনরা আমাদের কথা শোনে, আমাদের ভাষা বুঝতে পারে।

পাঁচ. জিনরাও স্বজাতিকে দ্বীনের পথে আহ্বান করে।’ (আত-তাফসিরুল কাবির)

সুরা আল-মুজ্জাম্মিল

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০।

নাম :

(اَلْمُزَّمِّلُ) 'বস্ত্রাবৃত, চাদরে আবৃত ব্যক্তি'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই নামে সম্বোধন করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামুল লাইল দায়িদের সহায়ক। অথবা ইবাদতে কষ্ট-সাধনা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

পুরো সুরাটি জুড়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন নির্দেশ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে :

- রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংশ অথবা দুই-তৃতীয়াংশ কিয়ামুল লাইল/তাহাজ্জুদ আদায়। আয়াতটি নাজিলের সময় কিয়ামুল লাইল ফরজ ছিল।
- তারতিলের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত; যাতে তাদাব্বুর করা সহজ হয়।
- অধিক হারে জিকির করা এবং জিকিরে নিমগ্ন থাকা।
- প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা।
- মুশরিক ও কাফিরদের কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং তাদেরকে তিরস্কার না করা।

- বান্দাদের জন্য কিয়ামুল লাইলের বিধান শিথিলকরণ; যদিও নবিজি ﷺ-এর জন্য যথারীতি ফরজ। এটি উম্মতের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন।

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কিয়ামুল লাইল তারবিয়াহ, তাদাব্বুর, ইখলাস ও উচ্চ মর্যাদা অর্জনের বিশেষায়িত মাদরাসা। তাই তো আল্লাহ তাআলা পূর্ণ এক বছর কিয়ামুল লাইলের সালাত ফরজ করে দিয়েছিলেন। ফলে সাহাবিগণ কিয়ামুল লাইলে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা কিয়ামুল লাইল না পড়ে থাকতে পারতেন না। কিয়ামুল লাইল বান্দার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে রবের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে সে দাওয়াহর পথে যত কষ্ট ও মুসিবত সবগুলো সহ্য করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। (আয়াত : ১-৬)

২. কাউকে উপেক্ষা করার সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে কষ্ট না দিয়ে উপেক্ষা করা।

সুন্দর ক্ষমা হলো, যে ক্ষমায় তিরস্কার নেই।

উত্তম সবর হলো, যে সবরে অভিযোগ নেই।

৩. নেক আমল ইসতিগফার দিয়ে শেষ করা উত্তম। কুরআন-সুন্নাহয় এর অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। (আয়াত : ২০)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا﴾

'দিনের বেলা তো আপনার দীর্ঘ সাঁতার (কর্মব্যস্ততা) রয়েছে।'[৪৯০]

এই আয়াতের ব্যাপারে আমি জনৈক আলিমের চমৎকার এক মন্তব্য শুনেছি। তিনি বলেন, 'সাঁতারু যদি হাত-পা ছোড়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে সে পানিতে ডুবে যাবে।' এই বলে তিনি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বান্দা যদি জিকির বন্ধ করে দেয়, তবে তার অন্তর গাফিলতিতে ডুবে যাবে।

---

৪৯০. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ৭।

৫. প্রতিটি যুগে ধনী ও বিলাসী লোকেরাই সমাজের অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা ও অকল্যাণের মূল হোতা ছিল :

﴿وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعۡمَةِ وَمَهِّلۡهُمۡ قَلِيلًا﴾

'বিত্ত-বৈভবের অধিকারী অবিশ্বাসীদের আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দিন।'[৪৯১]

---

৪৯১. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ১১।

সুরা আল-মুদ্দাসসির

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৬।

নাম :

(اَلْمُدَّثِّرُ) 'বস্ত্রাবৃত, চাদরে আবৃত ব্যক্তি'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই নামে সম্বোধন করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দাওয়াহর কাজে চেষ্টা-সাধনা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াহর দায়িত্বভার গ্রহণের নির্দেশ। (আয়াত : ১-৭)
- কাফিরদেরকে কঠিন আজাবের ধমকি। (আয়াত : ৮-১০)
- দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ। (আয়াত : ১১-২৫)
- জাহান্নাম ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কদের বর্ণনা। (আয়াত : ২৬-৩১)
- আখিরাতে মুসলিম ও নাফরমানদের কথোপকথনের একটি নমুনা। (আয়াত : ৪২-৪৮)
- ইসলামের দাওয়াহ ও আহ্বান শোনার পর মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া। (আয়াত : ৪৯-৫৬)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. যুগে যুগে যারাই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, সবাই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কষ্ট ও মুসিবতের শিকার হয়েছেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আয়াত : ৭)

২. আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত নিয়ে কারও গর্ব ও অহংকার করা উচিত নয়। নিয়ামত পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়াও উচিত নয়। কারণ মানুষ পৃথিবীতে এসেছে একা, মরবেও একা, কবরে যাবেও একা, হিসেবের সম্মুখীনও হতে হবে একা... ইয়া আল্লাহ, আমাদের সহায় হোন। (আয়াত : ১১)

৩. বান্দার উচিত কোনো ইলম পেলে তা নিয়ে সময় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা। কারণ মানুষ যা জানে না, তাকে অপছন্দ করে। অনেক সময় মানুষ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও কল্যাণকেও না বুঝে উপেক্ষা করে। (আয়াত : ৪৯-৫১)

৪. আপনি যেখানেই থাকুন যখনই আপনার মনে কারও ভয় এসে ভর করে, আল্লাহকে স্মরণ করুন। কারণ কাউকে যদি আপনার ভয় পেতেই হয়, তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনকেই ভয় পাওয়া উচিত। আপনি যদি গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতি জুলুম করে ফেলেন, তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপরায়ণ। (আয়াত : ৫৬)

সুরা আল-কিয়ামাহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪০।

নাম :

(ٱلْقِيَامَةُ) 'কিয়ামত'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন নিয়ে আলোচনা হয়েছে—কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং সেদিন মানুষের বিভিন্ন অবস্থা।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের দিন।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামতের দিন। সন্দেহ ও সংশয় মানুষকে কিয়ামত অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। তাই আপনি দেখবেন, কিয়ামতসংক্রান্ত আয়াতগুলোতে অন্তরের বিভিন্ন অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে কথা বলা হয়েছে :

- ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾ 'না না, তোমরা বরং অযথা পার্থিব জীবনটাকেই ভালোবাসো।'[৪৯২] ভালোবাসা হৃদয়ের অনুভূতি।

- ﴿وَتَذَرُونَ ٱلْءَاخِرَةَ﴾ 'আর তোমরা আখিরাতকে উপেক্ষা করো।'[৪৯৩] উপেক্ষা একটি মানসিক ক্রিয়া।

---

৪৯২. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২০।
৪৯৩. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২১।

- ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ 'তারা আশঙ্কা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।'[৪৯৪] আশঙ্কাও একটি মানসিক বিষয়।

- তাই সুরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে : ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ﴾ 'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্রিত করব না?'[৪৯৫] আর শেষ হয়েছে এই আয়াত দিয়ে : ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ 'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে?'[৪৯৬]

এই আয়াতগুলো মানুষকে কিয়ামত ও হাশর নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে এবং আখিরাতের ব্যাপারে সতর্ক হতে উদ্বুদ্ধ করে।

- সুরাটিতে মানুষের সৃষ্টির বিষয়টি তুলে ধরে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দলিল দেওয়া হয়েছে :

﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ - فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ - أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ﴾

'সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে আকৃতি দেন এবং সুবিন্যস্ত করেন। তারপর তার থেকে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?'[৪৯৭]

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আলোচ্য সুরার ১৪ ও ১৫ নং আয়াত মানুষের হককে গ্রহণ না করার সব অজুহাত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এবং তাদের সব ইতস্ততাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। (আয়াত : ১৪, ১৫)

---

৪৯৪. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৫।
৪৯৫. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩।
৪৯৬. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৬।
৪৯৭. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৭-৪০।

২. জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো আল্লাহর দিদার। (আয়াত : ২২, ২৩)

৩. সর্বাবস্থায় নিজের ইমান-আমল পর্যবেক্ষণ এবং আত্মসমালোচনা হিদায়াতের ওপর অটল থাকার কার্যকর পন্থা। (আয়াত : ২)

৪. নফল সালাতে কিংবা সালাতের বাইরে তিলাওয়াতের সময় সুরাটি শেষ করে (سُبْحَانَكَ فَبَلَى) বলা মুসতাহাব। এটি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে মারফু ও মাওকুফ উভয় ধরনের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সুরা আল-ইনসান

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩১।

নাম :

(اَلْإِنْسَانُ) 'মানুষ'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটি মানুষের উৎস নিয়ে কথা বলেছে, আলোচনা করেছে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক ইনসানকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য জান্নাতের ব্যাপারে সচেতন করা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মানুষের উৎস : কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (আয়াত : ১, ২)
- শরিয়াহ পালনের দায়িত্বভার অর্পণের জন্য মানুষকে প্রস্তুতকরণ। (আয়াত : ২, ৩)
- নেককার লোকদের পুরস্কার ও সুখ-শান্তির বিস্তারিত বিবরণ। (৫, ৬, ১১-২২)
- যেসব নেক আমল সম্পাদনের মাধ্যমে তারা এই পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হয়েছে তার বর্ণনা। (আয়াত : ৭-১০)
- কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা। (আয়াত : ৪)

- কাফিরদের হক প্রত্যাখ্যানের নেপথ্য কারণ। (আয়াত : ২৭)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দান এবং তাঁর হিম্মত বৃদ্ধিকরণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সুরাটির ১৪টি আয়াতে জান্নাতের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কাফিরদের আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি আয়াতে। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য জান্নাতের প্রতি তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, জান্নাত লাভের জন্য তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের অন্তর সব সময় জান্নাতের ফিকিরে মশগুল থাকে।

২. দ্বীনের পথে সবর ও অবিচল থাকার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো কুরআনুল কারিম। (আয়াত : ২৩-২৬)

৩. সুরাটি বলছে, জান্নাতে ছায়া থাকবে; যদিও সেখানে রোদ থাকবে না। এটি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অন্যতম সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক সৃষ্টি।

৪. প্রতিটি প্রচেষ্টার একটি ফল আছে। আপনি যদি সুরাটি ভালোভাবে ফিকির করেন, তবে আপনার অন্তর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভালোবাসায় ভরে উঠবে। আপনি তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে পাওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পাওয়া নেই।

৫. এই সুরায় মানুষের দুর্বলতার অনেকগুলো দিক উঠে এসেছে :

- ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ 'একসময় মানুষ উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিল না।'
- ﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ 'মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে।'
- ﴿نَّبْتَلِيهِ﴾ 'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য।' আল্লাহর ফায়সালার অন্যথা করার কোনো শক্তিই তার নেই।

তার বিপরীতে সবলতারও অনেকগুলো দিক উঠে এসেছে :

- মানুষের শ্রবণশক্তি আছে। ﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

- দৃষ্টিশক্তি আছে। ﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

- তাকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শন করা হয়। ﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ﴾। অবশ্য পথ দেখানোর পর তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হয়, তারা এই পথের অনুসরণ করবে কি করবে না।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾

'খাদ্যের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। আর বলে, "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাওয়াই, (এর জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।"'[৪৯৮]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি দান করার পর ফকিরদের কাছ থেকে দুআ কিংবা প্রশংসা কামনা করে, সে এই আয়াতের আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই তো উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ যখন কারও কাছে হাদিয়া পাঠাতেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতেন, "তারা আমাদের জন্য কী দুআ করে শুনে আসবেন; যাতে আমরাও তাদের জন্য অনুরূপ দুআ করতে পারি। আর আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে থেকে যায়।"' (মাজমুউল ফাতাওয়া)

৭. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যস্ততা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন :

﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾

৪৯৮. সুরা আল-ইনসান, ৭৬ : ৮-৯।

'রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন।'[৪৯৯]

এই আমলগুলো দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে।

৮. বিশুদ্ধ নিয়ত কত মুবারক আমল! সাদাকাকারীরা বলেছিল : ﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾ 'তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।'

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'তারা কথাগুলো মুখে বলেনি। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের অন্তরের খবর জানেন। তাই তো তিনি অন্তরের এই বিশুদ্ধ নিয়তের প্রশংসা করেছেন।'

৯. ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ 'আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।' কোনো প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করা যায় না, তবে হ্যাঁ, তার চেয়েও অধিক কোনো প্রিয় বস্তুর জন্য করা যায়। আর যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভালোবাসার প্রশ্ন আসে, সেখানে সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

১০. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যখন আপনি কোনো কিছু দান করে দেন, তখন এই আয়াতটি স্মরণ করুন :

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾

---

৪৯৯. সুরা আল-ইনসান, ৭৬ : ২৬।

সুরা আল-মুরসালাত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫০।

নাম :

(اَلْمُرْسَلَاتُ) 'কল্যাণবাহী ফেরেশতা'।

কেন এই নাম :

কারণ তাদের নামে কসম করেই সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মানবজাতির প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণী।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ রব্বুল আলামিন নেককার ফেরেশতাদের কসম করে কিয়ামত দিবসের অনিবার্যতার ওপর জোর দিয়েছেন।
- কাফিরদেরকে আজাব ও শাস্তির ধমকি।
- নিজেদের মাঝে এবং বিশ্বজগতে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখেও যেসব কাফির হককে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের নিন্দা ও তিরস্কার।
- কিয়ামতের দিন কাফিররা যেসব আজাব ভোগ করবে।
- কিয়ামতের দিন মুমিনরা যেসব নিয়ামত লাভ করবে।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এটি ওফাতের পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তিলাওয়াত করা সর্বশেষ সুরা। সুরাটি তিনি মাগরিবের সালাতে তিলাওয়াত করেন। এটি ছিল প্রিয় নবির আদায় করা সর্বশেষ সালাত। (সহিহুল বুখারি ও সহিহু মুসলিম)

২. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ 'সেদিন দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য' আয়াতটি ১০ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন কাফিরদের দুর্ভোগ ও সর্বনাশের আধিক্য বোঝা যায়। আর কাফিররা ভয় পেয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। হাদিসে এসেছে, 'বান্দা তাওবা করে দ্বীনের পথে ফিরে এলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সবচেয়ে বেশি খুশি হন।' তাই তো তিনি বান্দার হিদায়াতের জন্য এত এত কিতাব ও নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। (সহিহুল বুখারি ও সহিহু মুসলিম)

৩. কিয়ামতের দিন কাফিররা যে দীর্ঘ সময় ধরে আজাব ভোগ করবে সেই তুলনায় দুনিয়ায় খুব অল্প সময়ই তারা সুখ-শান্তিতে কাটায়। (আয়াত : ৪৬)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾

'আমি কি ভূমিকে ধারণকারী করিনি?'[৫০০]

পৃথিবীর মাটি জীবিতদেরকে পিঠে বহন করে, আর মৃতদেরকে পেটে ধারণ করে। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মাইয়িতকে মাটিতে ঢেকে ফেলা জরুরি। তার দেহ-চুল সবকিছু দাফন করে দিতে হবে। (কুরতুবি)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

---

৫০০. সুরা আল-মুরসালাত, ৭৭ : ২৫।

‘(জান্নাতিদেরকে বলা হবে) তোমাদের আমলের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করো।’[৫০১]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ার নেক আমলের কারণেই জান্নাতবাসীরা নিয়ামত ভোগ করবে। অথচ হাদিসে এসেছে, ‘তোমাদের কেউ নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’

আয়াত ও হাদিসের মাঝে আসলে কোনো বৈপরীত্য নেই। উভয়ের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় : মৌলিকভাবে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহে। তারপর জান্নাতের সুখ-শান্তি ও নিয়ামত লাভ করবে এবং মর্যাদার বিভিন্ন স্তর অর্জন করবে দুনিয়ার আমলের বিচারে। (আদওয়াউল বায়ান, ঈষৎ পরিমার্জিত)

---

৫০১. সুরা আল-মুরসালাত, ৭৭ : ৪৩।

সুরা আন-নাবা

মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪০।

নাম :

১. (اَلنَّبَأُ) 'মহা সংবাদ'।

২. (اَلتَّسَاؤُلُ) 'একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা'।

৩. (عَمَّ) 'কোন বিষয়ে'।

৪. (عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ) 'কোন বিষয়ে তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করছে?'

৫. (اَلْمُعْصِرَاتُ) 'বৃষ্টিবাহী মেঘমালা'।

কেন এই নাম :

- (النبأ والتساؤُلُ) 'মহা সংবাদ' এবং 'পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করা' : মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিয়ে মুশরিকরা পরস্পরকে প্রচুর প্রশ্ন করে এবং এই ব্যাপারে তাদের সংশয়ও অনেক।

- (عَمَّ وعم يتساءلون) : কারণ এই শব্দগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলা সুরাটিকে শুরু করেছেন।

- (اَلْمُعْصِرَاتُ) 'বৃষ্টিবাহী মেঘমালা' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا﴾

'আমি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।'[৫০২]

---

৫০২. সুরা আন-নাবা, ৭৮ : ১৪।

❀ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আকিদা।

❀ সুরার আলোচ্য বিষয় :

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিয়ে মুশরিকদের মতানৈক্য ও পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ। (আয়াত : ১-৬)
- আল্লাহ তাআলার ওই সব জাগতিক নিদর্শনাবলির দিকে মুশরিক ও সংশয়বাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ, যেগুলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ। (আয়াত : ৬-১৬)
- কিয়ামত দিবসের অবস্থা বর্ণনা। (আয়াত : ১৭-১৯)
- কাফিরদের শাস্তির বিবরণ। (আয়াত : ২০-৩০)
- মুত্তাকিদের পুরস্কারের বিবরণ। (আয়াত : ৩১-৪০)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে কঠোর ও কঠিন ধমকি এসেছে এই সুরায় :

﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾

'সুতরাং তোমরা আজাবের মজা নাও। আমি তোমাদের আজাব কেবল বাড়াতেই থাকব।'[৫০৩]

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»

---

৫০৩. সুরা আন-নাবা, ৭৮ : ৩০।

'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।'[৫০৪]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা শিংবিশিষ্ট বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ নেওয়ার পর বলবেন, "তোমরা মাটি হয়ে যাও।" তখন কাফিররা বলবে :

﴿يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا﴾

"হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!"'[৫০৫]

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا﴾

'আমি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছি।'[৫০৬]

এই আয়াতের মর্ম হলো, আমি ছোট-বড় সব আমল লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি। তাই অপরাধীদের এই আশঙ্কা নেই যে, তারা করেনি এমন বদ আমলের সাজা তাদের ভোগ করতে হবে কিংবা তাদের কোনো নেক আমল বিনষ্ট হবে—বরং তাদের অণু পরিমাণ আমলও সংরক্ষণ করা হবে।

(তাফসিরে ইবনে সাদি)

৫০৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৮২।
৫০৫. সুরা আন-নাবা, ৭৮ : ৪০।
৫০৬. সুরা আন-নাবা, ৭৮ : ২৯।

সুরা আন-নাজিআত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৬।

নাম :

(اَلنَّازِعَاتُ) 'রুহ কবজাকারী ফেরেশতাগণ'।

কেন এই নাম :

এই ফেরেশতাদের কসম করেই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা। (আয়াত : ১-১৪)
- হক প্রত্যাখ্যানকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। (আয়াত : ১৫-২৬)
- জাগতিক নিদর্শনসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত। (আয়াত : ২৭-৩৩)
- কিয়ামতের দিন সমবেত সকল মানুষের মুমিন ও কাফির এই দুই দলে বিভক্তি এবং তাদের পরিণতি। (আয়াত : ৩৪-৪১)
- কিয়ামত কখন হবে এটি কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। (আয়াত : ৪২-৪৬)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾

'এরপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন।'[৫০৭]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, জমিনের সৃষ্টি আসমানের পরে হয়েছে।

অপর আয়াতে বলেন :

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾

'তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ।'[৫০৮]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আসমানের সৃষ্টি জমিনের পরে হয়েছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতদুটিকে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হয়। এই দুই আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রথমে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন, তারপর আসমান সৃষ্টি করেন এবং তাকে সুগঠিত ও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেন। তারপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন। জমিনকে বিস্তৃত করার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে পানি বের করেছেন, ঘাস ও লতাপাতা উৎপন্ন করেছেন, পাহাড়, টিলা ও পশুপাখি তৈরি করেছেন।'[৫০৯]

২. জান্নাতের পথ হলো, আল্লাহর ভয় ও কামনাবাসনার বিরোধিতা। (আয়াত : ৪০, ৪১)

৩. দুনিয়াতে যত বস্তুকে কাফিররা বড় মনে করত, কিয়ামতের দিন সবগুলোকে অতি ছোট ও তুচ্ছ মনে করবে। (আয়াত : ৪৬)

---

৫০৭. সুরা আন-নাজিআত, ৭৯ : ৩০।
৫০৮. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১।
৫০৯. সহিহুল বুখারি : ৬/১২৭।

৪. এই সুরার পুরোটা জুড়ে আছে আল্লাহর খাওফ ও ভয়ময় একটি আবহ :

রুহ টেনে হিঁচড়ে বের করা হবে

অন্তর ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে

দৃষ্টি অবনত হয়ে যাবে

যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে...

এ ছাড়াও বারবার ভয়ের সমার্থক শব্দগুলো পুনরাবৃত্ত হয়েছে : (فتخشى), (لمن يخشى), (من يخشاها) ইত্যাদি।

এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ভয়ের মর্যাদা ও ফজিলত অনেক।

৫. ﴿فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ - وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ 'অতঃপর (তাকে) বলো, "তোমার কি পবিত্র হতে মন চায়? আমি কি তোমাকে তোমার রবের পথ দেখাব; যাতে তুমি তাকে ভয় করো?"'[৫১০]

মুসা ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের মতো একজন সীমালঙ্ঘনকারীকে কত নম্র ও ভদ্রতার সঙ্গে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন! প্রতিটি দায়িরই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

৫১০. সুরা আন-নাজিআত, ৭৯ : ১৮-১৯।

সুরা আবাসা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪২।

নাম :

(عَبَسَ) 'তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।'

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটি নাজিল হয়েছে, আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ-এর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘটা ঘটনাটির প্রেক্ষিতে। (আস-সহিহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুজুল)

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দুর্বল মুমিনদের প্রতি সহমর্মিতা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- ইবনে উম্মে মাকতুমের সঙ্গে যা হয়েছে, তার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সংশোধনমূলক তিরস্কার। (আয়াত : ১-১০)
- বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ও সর্বোত্তম নাসিহা। (আয়াত : ১১-১৬)
- মানুষের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, খাদ্য ও পানীয় চিন্তাভাবনার সূত্রে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও অদ্বিতীয়তার প্রমাণ উপস্থাপন। (আয়াত : ১৭-৩২)
- কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য। (আয়াত : ৩৩-৩৭)
- মানুষের অবস্থা ও সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের মাঝে বিভক্তি। (আয়াত : ৩৮-৪২)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বড় বড় কাফির সর্দারদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ তাঁকে একটি প্রশ্ন করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেন এবং তাঁর ভ্রুকুঞ্চিত হয়। এই ঘটনার প্রসঙ্গেই এই সুরার প্রথম ১০টি আয়াত নাজিল হয়।

২. কুরআনুল কারিম সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। যে মুসহাফে এই কুরআন লেখা হয়, সেটিও শ্রেষ্ঠ মুসহাফ। যে ফেরেশতা এই কুরআন আসমান থেকে নিয়ে এসেছেন, তিনিও সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। এখান থেকে বোঝা যায়, কেউ যদি আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অর্জন করতে চায়, তার জন্য কুরআনকে আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। (আয়াত : ১১-১৬)

৩. কিয়ামতের দিন মানুষ তার প্রতিটি আত্মীয় থেকে পালিয়ে বেড়াবে। এমনকি মায়ের কাছ থেকেও। (আয়াত : ৩৪-৩৬)

সুরা মাআরিজে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন মানুষ আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার বিনিময়ে হলেও আজাব থেকে মুক্তি পেতে চাইবে—তবে মা ব্যতীত। কারণ সুরা মাআরিজে বিনিময় ও মুক্তিপণের কথা বলা হয়েছে আর বান্দা আল্লাহর কাছে তার মা-বাবার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইতে পারে না। কারণ মা-বাবার মর্যাদা অনেক বেশি।

পক্ষান্তরে সুরা আবাসায় পলায়নের কথা বলা হয়েছে। আর বান্দা আত্মরক্ষার চিন্তায় সবাইকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। এতে কোনো অসংলগ্নতা নেই।

সুরা আত-তাকউয়ির

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯।

নাম :

(التَّكْوِيْرُ) 'আলোহীন করা, নিষ্প্রভ করা'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা সুরাটিতে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন সূর্যকে নিষ্প্রভ করার কথা।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর পথে চলার মাঝেই শান্তি ও নিরাপত্তা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামত দিবসের স্বরূপ ও ভয়াবহতা :

- দুনিয়ায়। (আয়াত : ১-৬)
- পুনরুত্থানের পর। (আয়াত : ৭-১৪)

- ওহির স্বরূপ ও বাস্তবতা :

- বিভিন্ন জাগতিক দলিল ও নিদর্শনের শপথ। (আয়াত : ১৫-১৮)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়তের প্রমাণ। (আয়াত : ১৯-২৪)
- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। (আয়াত : ২৫-২৮)

- মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যেতে পারে না। (আয়াত : ২৯)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহর কাছে জিবরিল ﷺ-এর মর্যাদা। (আয়াত : ১৯-২১)

২. আল্লাহ তাআলা ১৩টি কসম করে বলেছেন, তিনি প্রত্যেককে দুনিয়াতে সে কী আমল করেছে, তা অবহিত করবেন। যাতে বান্দা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে এবং খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক থেকে নিজেকে দূরে রাখে।

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»

'যে ব্যক্তি নিজের চোখে দেখার মতো করে কিয়ামত দেখতে চায়, সে যেন সুরা তাকউয়ির, ইনফিতার ও ইনশিকাক পড়ে।'[৫১১]

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

'সুরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকউয়ির আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।'[৫১২]

৫. প্রিয় ভাই, সৎলোকের সান্নিধ্যে থাকো; কারণ নেককারের সুহবত কিয়ামতের দিন তোমার কাজে আসবে। সে দুনিয়াতে তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে আর আখিরাতে তোমার জন্য সুপারিশ করবে। আর সাবধান! মন্দ লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করো না। এতে তোমার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই ধ্বংস হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

৫১১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৩৩, মুসনাদু আহমাদ : ৪৩৯৪।
৫১২. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৯৭।

﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾

'যখন আত্মাসমূহকে পরস্পর মিলানো হবে।'[৫১৩]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'বদকারের সঙ্গে বদকারকে এবং নেককারের সঙ্গে নেককারকে মিলানো হবে।' (কুরতুবি)

---

৫১৩. সুরা আত-তাকউয়ির, ৮১ : ৭।

সুরা আল-ইনফিতার

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

নাম :

(الْاِنْفِطَارُ) 'বিদীর্ণ হওয়া'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটি শুরু হয়েছে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

নশ্বর এই দুনিয়া নিয়ে অহংকার করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কিয়ামত দিবসের কতিপয় দৃশ্যের বর্ণনা। (আয়াত : ১-৪)
- দুনিয়ার অর্থবিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয় এবং নিয়ামতদাতা রবকে ভুলে যায়। (আয়াত : ৬-৯)
- আমল-লেখক ফেরেশতাগণ সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন। (আয়াত : ১০-১২)
- কিয়ামত দিবসে নেককার ও বদকার উভয়ের পরিণতি। (আয়াত : ১৩-১৬)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ 'তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে, সে সামনে কী প্রেরণ করেছে এবং পেছনে কী ছেড়ে এসেছে।'[৫১৪]

- (مَّا قَدَّمَتْ) এর মর্ম হলো : নেক আমল কিংবা বদ আমল, যা সে সামনে পাঠিয়েছে।

- (وَأَخَّرَتْ) এর মর্ম হলো : যে ভালো বা মন্দ আদর্শ সে পৃথিবীতে রেখে এসেছে; তার মৃত্যুর পরও মানুষ যার অনুসরণ করছে।

তাই মুমিনের উচিত সব সময় কল্যাণের পথে চলা এবং নেক আমলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা; আর সব ধরনের বদ আমল ও নাফরমানি থেকে দূরে থাকা।

২. মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক। (আয়াত : ৭, ৮)

৩. 'আমি কী করছি, তা আল্লাহ তাআলা দেখছেন'—এই খেয়ালটি সব সময় অন্তরে ধরে রাখার সহায়ক একটি উপায় হলো, কিরামান কাতিবিন বা আমল-লেখক ফেরেশতাদের কথা স্মরণে রাখা। বারবার অন্তরকে এই বলে সতর্ক করা যে, আমার সকল আমল ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছেন। (আয়াত : ১০, ১১)

৪. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ﴾ 'হে মানুষ, তোমাকে তোমার মহানুভব রবের ব্যাপারে কীসে প্রতারিত করল?'[৫১৫]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ "নিশ্চয় মানুষ অতিশয় জালিম ও অজ্ঞ।"'[৫১৬]

---

৫১৪. সুরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৫।
৫১৫. সুরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬।
৫১৬. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭২।

আলি ﷺ-এর একজন গোলাম ছিল। একবার তিনি তাকে বেশ কয়েকবার ডেকেও সাড়া পাননি। পরে দেখেন, সে কাছেই দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি উত্তর দিলে না কেন?' সে উত্তর দেয়, 'কারণ আমি আপনার সহিষ্ণুতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম, আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন না।' উত্তরটি শুনে আলি ﷺ খুশি হন এবং গোলামটিকে আজাদ করে দেন।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন, প্রশ্ন করবেন। সৌভাগ্যবান হলো তারাই, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক উত্তর দেওয়ার তাওফিক দেবেন।

সুরা আল-মুতাফফিফিন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৬।

নাম :

১. (مُطَفِّفِين) 'যারা ওজনে কম দেয়'।

২. (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা ওজনে কম দেয়।'

কেন এই নাম :

- (مُطَفِّفِين) 'যারা ওজনে কম দেয়' : কারণ আল্লাহ তাআলা সুরার শুরুতেই যারা ওজনে কম দেয়, তাদেরকে ধমকি দিয়েছেন।
- (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) কারণ এই আয়াত দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

ইসলামে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- যারা ওজনে কম দেয়, তাদের ব্যাপারে যুদ্ধ ঘোষণা। (আয়াত : ১-৬)
- কাফিরদেরকে জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শন এবং তাদের কুফুরির কারণ। (আয়াত : ৭-১৭)
- মুমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান এবং নেক আমলে প্রতিযোগিতার দাওয়াত। (আয়াত : ১৮-২৮)
- হক কবুল করার কারণে মুমিনদেরকে যেসব কষ্ট সহ্য করতে হয়, তার কতিপয় দৃষ্টান্ত এবং তাদের সুন্দর পরিণাম। (আয়াত : ২৯-৩৬)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনা আসেন, তখন মদিনাবাসীরা ওজনে কম দেওয়ার মতো নিকৃষ্ট কাজে অভ্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো নাজিল করেন। তারপর তারা যথাযথ ওজন দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম মানুষে পরিণত হন। এখান থেকে ইসলামে উত্তম চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন লেনদেনের গুরুত্ব বোঝা যায়।

২. ﴿وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ﴾ 'আর তার মিশ্রণ হবে তাসনিমের পানি।'[৫১৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জনৈক সালাফ বলেন, 'তাসনিম হলো জান্নাতের একটি বিশেষ ঝরনা, যেখান থেকে কেবল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারাই পান করার সুযোগ পাবেন। আর সাধারণ জান্নাতিদের জন্য এই পানির মিশ্রণ দেওয়া হয়।' (তাফসিরুস সামআনি)

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿كَلَّاۖ بَلْۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾

'কিছুতেই নয়; বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'[৫১৮]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤]

---

৫১৭. সুরা আল-মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২৭।

৫১৮. সুরা আল-মুতাফফিফিন, ৮৩ : ১৪।

'মুমিন যখন কোনো গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। তারপর সে যদি গুনাহ থেকে তাওবা করে, নাফরমানি থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করে, তবে তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। কিন্তু (তাওবা না করে) সে যদি আরও গুনাহ করতে থাকে, তাহলে একসময় কালো দাগে তার অন্তর পুরোটা কালো হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এটিকে (الرَّان) বা 'মরিচা' বলেছেন।'[৫১৯]

৫১৯. মুসনাদু আহমাদ : ৭৯৫২।

সুরা আল-ইনশিকাক

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৫।

নাম :

(الْاِنْشِقَاقُ) 'ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা সুরার শুরুতেই কিয়ামতের এই আলামতটি উল্লেখ করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের দিন আমল প্রকাশিত হওয়া।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আমলের গুরুত্ব ও ইখলাস অবলম্বনের অপরিহার্যতা। (আয়াত : ৬)
- মুত্তাকিদের পুরস্কার ও কাফিরদের সাজার বর্ণনা। (আয়াত : ৭-১৩)
- জগৎ ও সৃষ্টির অবস্থা পরিবর্তনে আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। (আয়াত : ১৯)
- আল্লাহ তাআলার কুদরতের বর্ণনা। তিনি অন্তর্যামী। (আয়াত : ২৩)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. প্রকৃত সুখ ও চূড়ান্ত আনন্দ হলো, প্রিয়জনদের সঙ্গে জান্নাতের সীমানায় পদার্পণ করতে পারা।

২. দুনিয়ার অবস্থা বদলাতেই থাকবে। তাই দুনিয়ার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়বেন না। (আয়াত : ১৯)

৩. মুসলিম উম্মাহর জন্য গাফিলতি ও অবসরের কোনো সুযোগ নেই। (আয়াত : ৬)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

'তার খুব সহজ হিসেব হবে।'[৫২০]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন যার হিসাব গ্রহণ করা হবে, তাকে আজাব দেওয়া হবে।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ?

তিনি উত্তর দেন, 'ওটি হিসাব নয়। বরং হিসাবের উপস্থাপনমাত্র। যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাবপ্রাপ্ত হবে।'[৫২১]

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾

'নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বে আরোহণ করবে।'[৫২২]

আল্লাহ তাআলা জীবন ও জগৎকে এক অবস্থায় রাখেন না। বরং ক্রমাগত পরিবর্তন করতে থাকেন। যাতে মানুষ দুনিয়ার ওপর ভরসা করে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে না পড়ে এবং দুনিয়াকে স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে না নেয়; বরং দুনিয়াকে একটি মুসাফিরখানা মনে করে।

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাবে।'

---

৫২০. সুরা আল-ইনশিকাক, ৮৪ : ৮।
৫২১. সহিহুল বুখারি : ১০৩।
৫২২. সুরা আল-ইনশিকাক, ৮৪ : ১৯।

কেউ বলেন, 'তোমাদের মাঝে সুস্থতা ও অসুস্থতা আবর্তিত হতে থাকবে।'

কেউ বলেন, 'তোমাদের মাঝে দারিদ্র্য ও সম্পদশালিতা একের পর এক আসতে থাকবে।'

কেউ বলেন, 'তোমাদের মাঝে নিরাপত্তা ও শঙ্কা আবর্তিত হতে থাকবে।'

অবশেষে এসবের মাঝেই আমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হব।

সুরা আল-বুরুজ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২২।

নাম :

(الْبُرُوْجُ) 'রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্র'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন এই আয়াত দিয়ে :

﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾

'শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আসমানের।'[৫২৩]

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আকিদার ওপর অবিচলতা।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আসহাবুল উখদুদের কিসসা। একটি জাতি তাদের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও বাদশাহর বিরুদ্ধে গিয়ে দ্বীনের ওপর অবিচল ছিলেন। বাদশাহ তাদের সবাইকে হত্যা করে। তারা সবাই ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে তারা আরোহণ করেন সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায়। (আয়াত : ১-৯)
- যারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করার অপরাধে (!) মানুষের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায় তাদের শাস্তি। (আয়াত : ১০)
- উভয় জাহানে পরম সাফল্যের পথ হলো, ইমান ও নেক আমল। (আয়াত : ১১)

---

৫২৩. সুরা আল-বুরুজ, ৮৫ : ১।

- অবিশ্বাসী কাফিরদের কতিপয় দৃষ্টান্ত এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পাকড়াও। (আয়াত : ১২-২০)
- কুরআনের মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলার কুরআন সংরক্ষণ। (আয়াত : ২১, ২২)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. হিংসা অন্তরের মারাত্মক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। (আয়াত : ৮)

২. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আলোচনা। আল্লাহর রহমত ও আজাব। (আয়াত : ১২, ১৩, ১৪)

৩. আল্লাহ তাআলা তাওবার দরজা সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রেখেছেন—বান্দার গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন। (আয়াত : ১০)

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই অনুপম দয়া ও মেহেরবানি নিয়ে একটু চিন্তা করো। কাফিররা তাঁর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করেছে, আর তিনি তাদেরকে তাওবা ও মাগফিরাতের দিকে ডাকছেন!' (ইবনে কাসির)

৪. ﴿قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ﴾ 'ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা।'[৫২৪]

এখানে (قُتِلَ) মানে গর্তওয়ালাদের প্রতি অভিশাপ, হত্যা ও আজাবের বদদুআ। কুরআনে (قُتِلَ) এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অনেক উদাহরণ আছে :

- ﴿قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ﴾ 'মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক।'[৫২৫]
- ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ 'ধ্বংস হোক মানুষ, সে অকৃতজ্ঞ!'[৫২৬]

---

৫২৪. সুরা আল-বুরুজ, ৮৫ : ৪।
৫২৫. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১০।
৫২৬. সুরা আবাসা, ৮০ : ১৭।

- ﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩﴾ 'সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।'[৫২৭]

৫. ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝٣﴾ 'এবং (শপথ) প্রতিশ্রুত দিবসের। এবং সে দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়।'[৫২৮]

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন, 'এখানে (الشاهد) মানে জুমআবার আর (المشهود) মানে আরাফার দিন। আর (الموعود) মানে কিয়ামতের দিন।'

---

৫২৭. সুরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ১৮-১৯।
৫২৮. সুরা আল-বুরুজ, ৮৫ : ২-৩।

সুরা আত-তারিক

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৭।

নাম :

(الطَّارِقُ) 'রাতে আগমনকারী, উজ্জ্বল নক্ষত্র'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের কসম করে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মানুষের হাকিকত ও স্বরূপ নিয়ে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তাওহিদের প্রমাণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল আমল সংরক্ষণ করেন। (আয়াত : ৪)
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দলিল। (আয়াত : ৫-৮)
- কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। (আয়াত : ১৩, ১৪)
- কাফিরদের প্রতি আল্লাহর ধমকি। (আয়াত : ১৫-১৭)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, সে আল্লাহর সামনে বিনয়-নম্র হয় এবং আল্লাহর তাওহিদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। (আয়াত : ৫-৭)

২. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। (আয়াত : ৪)

৩. প্রতিটি মুমিনের জন্য কুরআনের সম্মান ও ইজ্জতের হিফাজত করা জরুরি। আর কুরআনকে সম্মান করার অন্যতম একটি নিদর্শন হলো, হাসি-ঠাট্টার কথায় কুরআন টেনে না আনা কিংবা উপহাস ও রসিকতার ছলে কুরআনের আয়াত পেশ না করা। (আয়াত : ১৩, ১৪)

৪. দুনিয়াতে মানুষ যা গোপন করে রাখছে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলা সবকিছু প্রকাশ করে দেবেন। তাই আমাদের সবার উচিত নিজেদের নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সুন্দর করে তোলা। (আয়াত : ৮)

৫. ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ 'তারা ভীষণ চক্রান্ত করে।'[৫২৯]

ভাববেন না, আল্লাহ তাআলা জালিমদের চক্রান্ত সম্পর্কে বেখবর। তিনি তো কেবল তাদের অবকাশ দিচ্ছেন নির্ধারিত সময়ে কঠিনভাবে পাকড়াও করার জন্য।

৬. ﴿يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ﴾ 'যা বেরিয়ে আসে শিরদাঁড়া ও পাঁজরের মাঝখান থেকে।'[৫৩০]

এই আয়াতে প্রতিটি বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিরদাঁড়া ও পাঁজরের সংকীর্ণ হাড়ের ভেতর থেকে বের করে এনেছেন, তিনি আপনাকে জগতের সব ধরনের বিপদ, মুসিবত ও সংকীর্ণতা থেকে বের করে আনতে পারেন। সুতরাং হতাশ হবেন না।

৭. ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ﴾ 'যেদিন গোপন বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হবে।'[৫৩১]

ইমাম ইবনুল মুবারক ﷺ বলেন, 'আমি মালিকের (মদিনার ইমাম) চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান ও সম্মানিত কাউকে দেখিনি। তিনি খুব বেশি সালাত কিংবা সিয়াম পালন করেন এমন না; কিন্তু তার অনেক গোপন আমল আছে।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

আপনার গোপন আমলসমূহকে (বিশেষ করে নিয়ত) সুন্দর করুন, আপনি মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

---

৫২৯. সুরা আত-তারিক, ৮৬ : ১৫।
৫৩০. সুরা আত-তারিক, ৮৬ : ৭।
৫৩১. সুরা আত-তারিক, ৮৬ : ৯।

সুরা আল-আলা

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

নাম :

(الْأَعْلَىٰ) 'সুমহান, সুউচ্চ'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর সুমহান নামের পবিত্রতা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আখিরাতের স্মরণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- বিশ্বজগতের সৃজন ও সুবিন্যাস। (আয়াত : ২)
- সুপরিমিতকরণ ও পথপ্রদর্শন। (আয়াত : ৩)
- সূচনা ও সমাপ্তির একটি নমুনা। (আয়াত : ৪, ৫)
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন সংরক্ষণের সুসংবাদ প্রদান। (আয়াত : ৬)
- লোকদেরকে উপদেশ দানের নির্দেশ। (আয়াত : ৯)
- সাফল্যের পথ। (আয়াত : ১৪, ১৫)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. নিজের কাজকর্ম নিয়ে বান্দার গর্ব করা কিংবা আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তাআলাই আপন অনুগ্রহে বান্দার জন্য কাজকে সহজ করে দেন। (আয়াত : ৮)

২. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে বান্দার সুরুচি, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া উচিত। আল্লাহ রব্বুল আলামিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, কেবল আখিরাতই কল্যাণময় ও চিরস্থায়ী। যদিও দুনিয়াতেও অনেক কল্যাণ আছে; কিন্তু দুনিয়া তো ক্ষণিকের। দ্রুত এই দুনিয়া ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষ্য দুনিয়া-কেন্দ্রিক হতে পারে না। (আয়াত : ১৭)

৩. ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ ‘অতএব, আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ তাদের উপকারে আসে।’[৫৩২]

ইলমের প্রচার ও প্রসারে আদবের দিকে খেয়াল রাখা চাই। অপাত্রে ইলম দান করা ঠিক নয়।

৪. ﴿وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ ‘যিনি সবকিছু সুপরিমিত করেছেন এবং সবাইকে পথ প্রদর্শন করেছেন।’[৫৩৩]

এখানে পথ প্রদর্শনের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা সকল প্রাণীকে তার জীবন ও জীবিকার উপায় বাতলে দিয়েছেন।

৫. ﴿وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۝٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ۝٥﴾ ‘যিনি ঘাস উৎপন্ন করেছেন, তারপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।’[৫৩৪]

আয়াতটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিকে ইঙ্গিত করছে। একসময় তাজা সবুজ ঘাস শুষ্ক হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা চারণভূমিতে পুনরায় তাজা সবুজ ঘাস উৎপন্ন করেন।

---

৫৩২. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ৯।
৫৩৩. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ৩।
৫৩৪. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ৪-৫।

৬. ﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۝ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ 'আমি আপনাকে (কুরআন) পাঠ করাব; ফলে আপনি ভুলবেন না—তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত।'[৫৩৫]

(إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ) মূলত নাসখ তথা রহিতকরণের দিকে ইঙ্গিত করছে। কখনো আল্লাহ তাআলা তাঁর নাজিলকৃত কোনো কোনো আয়াতকে মানসুখ তথা রহিত করে দেন।

নাসখ তথা রহিতকরণ দুই প্রকার :

- (نسخ تلاوة) 'নাসখে তিলাওয়াত : আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কুরআনের মুসহাফ থেকেই আয়াত বাদ দেওয়া। বাদ দেওয়ার পরও কখনো ওই আয়াতের হুকুম বাকি থেকে যায়, আবার কখনো হুকুমও রহিত হয়ে যায়।
- (نسخ حكم) 'নাসখে হুকুম' : মানসুখ বা রহিত হওয়া আয়াতটি যথারীতি মুসহাফে থাকবে; কিন্তু তার ওপর আমল করা হবে না।

৫৩৫. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ৬-৭।

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৬।

নাম :

(الْغَاشِيَةُ) 'মহাপ্রলয়, কিয়ামত, আচ্ছাদন'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরাতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর কিয়ামতের একটি নাম হচ্ছে, (الْغَاشِيَةُ) তথা আচ্ছাদনকারী। কারণ কিয়ামত সব মানুষকেই পরিবেষ্টন করে নেয়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

নেককারদের পুরস্কার ও বদকারদের শাস্তি।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা। (আয়াত : ২-৭)
- মুমিনদের পুরস্কারের বর্ণনা। (আয়াত : ৮-১৬)
- জাগতিক নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। (আয়াত : ১৭-২০)
- শেষ বিচারের দিনের স্মরণ। (আয়াত : ২১-২৬)

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. একজন মানুষ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সে কখনোই অন্যের হৃদয় ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। (আয়াত : ২২)

২. সুরা আলায় আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ 'অতএব, আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ তাদের উপকারে আসে।'[৫৩৬]

সুরা গাশিয়ায় বলেন, ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ 'সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।'[৫৩৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এই সুরাদুটি প্রতিটি জুমআয় পড়তেন। (সহিহু মুসলিম)

৩. চারপাশের পরিবেশ বাগ্‌বিতণ্ডা, গালাগাল ও বেহুদা কথাবার্তার দূষণ থেকে পবিত্র থাকাও একটি নিয়ামত। (আয়াত : ১১)

৪. কুরআনুল কারিমে (أَتَىٰ) ও (جَآءَ) শব্দদুটির মাঝে পার্থক্য হলো :

- (أَتَىٰ) 'আসা' শব্দটি হালকা ও সহজ বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।
- (جَآءَ) 'আসা' শব্দটি কঠিন ও কষ্টকর বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

নিচের আয়াতগুলো নিয়ে ফিকির করুন :

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ 'তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে।'[৫৩৮]

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ﴾ 'তারপর যখন প্রচণ্ড শব্দ এসে পড়বে।'[৫৩৯]

এই আয়াতদুটোতে কিয়ামত আসার কথা বলা হয়েছে (جَآءَتِ) শব্দ ব্যবহার করে।

---

৫৩৬. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ৯।
৫৩৭. সুরা আল-গাশিয়াহ, ৮৮ : ২১।
৫৩৮. সুরা আন-নাজিআত, ৭৯ : ৩৪।
৫৩৯. সুরা আবাসা, ৮০ : ৩৩।

﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾ 'আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বর্ণনা এসেছে?'[৫৪০]

এই সুরায় কেবল কিয়ামতের বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়নি। আর কোনো বস্তুর বিবরণ সহজ বিষয়। তাই (أَتَاكَ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

---

৫৪০. সুরা আল-গাশিয়াহ, ৮৮ : ১।

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩০।

নাম :

(الْفَجْرُ) 'ভোর, সকাল'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ভোরের শপথ করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সর্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ।

সুরার আলোচ্য বিষয় :

- পূর্ববর্তী যুগের অবিশ্বাসীদের কতিপয় দৃষ্টান্ত ও তাদের পরিণতি। (আয়াত : ৬-১৪)
- দুনিয়ার দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যে মানুষের অবস্থা। (আয়াত : ১৫, ১৬)
- সম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার কারণে মানুষ সাদাকা করতে পারে না। (আয়াত : ১৭-২০)
- কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং শেষ বিচারের দিন পাপী ও বদকারদের অনুতাপ ও অনুশোচনা। (আয়াত : ২১-২৪)
- মুমিন ও কাফিরদের প্রতিদান। (আয়াত : ২৫-৩০)

❀ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে গুনাহ ও নাফরমানি করতে দেখেও অবকাশ দেন। অবশেষে নির্ধারিত সময় এলে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। তাই আল্লাহর দেওয়া অবকাশ পেয়ে আমরা যেন প্রতারিত না হই। (আয়াত : ১৩, ১৪)

২. বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রকৃত মাপকাঠি হলো, তাকে ইবাদতের তাওফিক দান করা—দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া নয়। (আয়াত : ১৫, ১৬)

৩. যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদতে অবহেলা করেছে, কিয়ামতের দিন তারা বলবে :

﴿يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي﴾

'হায়, আমার জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!'[৫৪১]

কারণ প্রকৃত জীবন হলো যে জীবনের পরে মৃত্যু নেই। আর তা হলো আখিরাতের জীবন।

৪. ﴿فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ﴾ 'আর সেখানে তারা বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।'[৫৪২]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ রব্বুল আলামিন কত সহিষ্ণু!

এই আয়াতটি নিয়ে ফিকির করুন। আল্লাহ তাআলা জালিম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেননি। অবশেষে তারা যখন ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে সীমা ছাড়িয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

৫. ﴿كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ﴾ 'নাহ, কখনো নয়, তোমরা এতিমদের সম্মান করো না।'[৫৪৩]

---

৫৪১. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৪।
৫৪২. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১২।
৫৪৩. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১৭।

আয়াতটি নিয়ে ভাবুন। এখানে কেবল এতিমকে খাওয়াতে বলা হয়নি—সম্মান করতেও বলা হয়েছে।

৬. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ﴾ 'নিশ্চয় আপনার রব সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।'[৫৪৪]

এই আয়াতটি মুমিনের হৃদয় থেকে তাগুত ও কাফিরদের ভয়কে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়। কারণ মুমিনমাত্রই জানে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। তিনি যথাসময়ে কাফিরদের পাকড়াও করবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করবেন।

৭. আল্লাহ তাআলা প্রথমে ভোরের কথা বলেছেন। তারপর জালিম ও তাগুতদের কথা এনেছেন। এখান থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যেখানেই জুলুমের আঁধার নামে, সেখানে ভোরের আলোও উদ্ভাসিত হয়।

---

৫৪৪. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১৪।

সুরা আল-বালাদ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০।

নাম :

(الْبَلَد) 'নগরী'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা এই নামে শপথ করেছেন। এখানে নগরী থেকে উদ্দেশ্য হলো, মক্কা।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দুনিয়া কষ্ট ও পরীক্ষার স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরায় রিসালাতের সবগুলো উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে :

- রিসালাতের স্থান। (আয়াত : ১)
- রাসুল ﷺ। (আয়াত : ২)
- ইনসান—যাদের কাছে রিসালাত ও পয়গাম পাঠানো হয়েছে। (আয়াত : ৩)
- রিসালাহ (ইমান ও নেক আমল)। (আয়াত : ১৭)

২. একবার ইমাম আহমাদ ﵀-কে প্রশ্ন করা হয়, 'শান্তি কখন, হে ইমাম?' তিনি উত্তর দেন, 'জান্নাতে প্রথম কদমটি রাখার পর।' (তাবাকাতুল হানাবিলাহ)

৩. মানুষ দয়া করার উপদেশ খুব কম দেয়। তবে সবর করার উপদেশ অনেক বেশি দেয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন উভয়টির উপদেশ দেওয়ার কথা বলেছেন। (আয়াত : ১৭)

৪. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ﴾ 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্টের মধ্যে।'[৫৪৫]

বান্দা যদি এই বাস্তবতাটি সব সময় মনে রাখে, তবে সে জীবনের সবকিছু আল্লাহ তাআলার ওপর সোপর্দ করবে এবং আল্লাহর সকল ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে। হারানো জিনিসগুলোর জন্য আর দুঃখ করবে না। দুঃখ-দুর্দশায় হাল ছেড়ে দেবে না।

৫. ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ 'নিকটাত্মীয় এতিমকে।'[৫৪৬]

এখান থেকে বোঝা যায়, নিকটাত্মীয়কে সাদাকা করা অধিক উত্তম। (কুরতুবি)

৬. ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ﴾ 'সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি?'[৫৪৭]

'আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন' এই অনুভূতিটুকু অন্তর থেকে গায়েব হলেই মানুষ ব্যাপক হারে গুনাহে লিপ্ত হয়। তাই গুনাহ থেকে সাবধান! আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

---

৫৪৫. সুরা আল-বালাদ, ৯০ : ৪।
৫৪৬. সুরা আল-বালাদ, ৯০ : ১৫।
৫৪৭. সুরা আল-বালাদ, ৯০ : ৭।

৭. এই সুরাটির ভাঁজে ভাঁজে আপনি পাবেন কষ্ট ও বেদনা। এই শব্দগুলো দেখুন না—

(كَبَدٌ) 'কষ্ট'

(الْعَقَبَة) 'গিরিপথ'

(مَسْغَبَة) 'দুর্ভিক্ষ'

(نَارٌ مُؤْصَدَةٌ) 'বদ্ধ আগুন।'

যেহেতু সুরাটি জুড়েই আছে কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার বয়ান, তাই আর মুমিনদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সুরা আশ-শামস

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৫।

নাম :

(الشَّمْسُ) 'সূর্য'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা সূর্যের শপথ করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

অন্তরকে পরিশুদ্ধকারী সফল এবং কলুষিতকারী ব্যর্থ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই সুরায় ১১টি শপথ করেছেন। একটি সুরায় এটি সর্বোচ্চ। কারণ এখানে যে বিষয়ে কসম করা হয়েছে, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, অন্তর পরিশুদ্ধকারীর সাফল্য এবং কলুষিতকারীর ব্যর্থতা। আর এটিই মানুষ সৃষ্টির মূল কারণ। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।

২. আল্লাহ তাআলা এই সুরায় কেবল সামুদ জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য কোনো জাতির কথা উল্লেখ করেননি। তার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। তারা নিজেদের চোখে দেখতে পেয়েছিল আল্লাহর নিদর্শন। তারপরও তারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহিকে গ্রহণ করেছিল। সূর্য ও সূর্যের আলোর মতো এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও যেহেতু তারা ইমান আনেনি, তাই সুরা শামসে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾

'আমি সামুদ জাতিকে সৎপথ দেখিয়েছিলাম; কিন্তু তারা সৎপথে চলার পরিবর্তে অন্ধ থাকাকেই পছন্দ করেছিল। তাই নিজেদেরই কৃতকর্মের ফলে লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করেছিল।'[৫৪৮]

৩. ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ 'তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং উটনীকে হত্যা করল।'[৫৪৯]

উটনীকে হত্যা করেছে তাদের একজন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা হত্যা করেছে। কারণ তারা সবাই তার এই হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল। (তাফসিরুল কুরতুবি)

৪. সূর্যের কথা উল্লেখের সঙ্গে আত্মিক পরিশুদ্ধির একটি মিল আছে। কারণ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয় ওহির নুরের আলোয় অন্তর উদ্ভাসিত হওয়ার মাধ্যমে।

৫. ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ۝١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ۝٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۝٤﴾ 'শপথ সূর্যের ও তার আলোর। শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পরে আসে। শপথ দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।'[৫৫০]

এই চারটি কসমই মূলত সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ সূর্য উদিত হলেই দিন হয়, পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়; আর সূর্য অস্ত গেলেই রাত নামে এবং চাঁদ দৃশ্যমান হয়। (লুবাবুত তাউয়িল)

---

৫৪৮. সুরা ফুসসিলাত : ৪১ : ১৭।
৫৪৯. সুরা আশ-শামস, ৯১ : ১৪।
৫৫০. সুরা আশ-শামস, ৯১ : ১-৪।

৬. ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞﴾ 'তারপর তাকে পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দিয়েছেন। যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, সে সফল হয়।'[৫৫১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ দুআ করতেন :

اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

'হে আল্লাহ, আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন, আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন, আপনিই অন্তরের উত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনি তার মালিক ও অভিভাবক।'[৫৫২]

---

৫৫১. সুরা আশ-শামস, ৯১ : ৮-৯।
৫৫২. সহিহ মুসলিম : ২৭২২।

সুরা আল-লাইল

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২১।

নাম :

(اللَّيْلُ) 'রাত'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাতের শপথ করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দান-সাদাকা ও কৃপণতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলা দিনের পূর্বে রাতের কসম করেছেন। কারণ রাত দিনের আগে আসে এবং রাতের সৃষ্টিও দিনের আগে। আবার পুরুষের কথা নারীর পূর্বে উল্লেখ করেছেন, কারণ আদমকে হাওয়ার আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আলাইহিমাস সালাম। রাত-দিনের সৃষ্টি যেহেতু নরনারীর সৃষ্টির আগে, তাই রাত-দিনের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোনো লক্ষ্য হাসিল করতে চায়, তার উচিত প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়া। (আয়াত : ৫-৭)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো বস্তু থেকে বাঁচতে চায়, তার উচিত বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা। (আয়াত : ৮-১০)

৩. যে বস্তুকে মানুষ নিজের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী এবং শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস মনে করে, যেমন : সম্পদ, সেটি তার মৃত্যুর সময়

সবচেয়ে দ্রুত তাকে পরিত্যাগ করে। এটি না তার কোনো কাজে আসে, না তার জন্য সুপারিশ করে। (আয়াত : ১১)

৪. সাফল্যের পথ ও পাথেয় :

- ﴿أَعْطَىٰ﴾ 'যে দান করে'—নির্দেশ পালন।

- ﴿اتَّقَىٰ﴾ 'আল্লাহকে ভয় করে'—নিষেধ বর্জন।

- ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ 'উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে'—ওহির সত্যায়ন। (ইবনে সাদি)

৫. ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ 'আর পরকাল ও ইহকাল সব তো আমারই।'[৫৫৩]

'আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব'—এই মূল্যবান উপলব্ধিটি যার অন্তরে সব সময় উপস্থিত থাকে, সে হিদায়াতের পথে অটল থাকতে সক্ষম হয়, কল্যাণ তাকে ঘিরে ধরে এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করা তার জন্য সহজ হয়।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ - وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ - وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾

'যে আত্মশুদ্ধির জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে। তার কাছে এমন কারও অনুগ্রহ থাকে না, যার প্রতিদান দিতে হবে। সে শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি তালাশ করে। আর সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে।'[৫৫৪]

এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর ব্যাপারে। যেসব গোলামকে কুরাইশের কাফিররা নির্যাতন করত, তিনি সেগুলো ক্রয় করে আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করে দিতেন। (ইবনে আবি হাতিম)

৫৫৩. সুরা আল-লাইল, ৯২ : ১৩।
৫৫৪. সুরা আল-লাইল, ৯২ : ১৮-২১।

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

নাম :

(الضُّحَىٰ) 'পূর্বাহ্ন'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্নের শপথ করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

নবি ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. দুঃখ-দুর্দশার সময় বান্দার উচিত আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করা। কারণ দুনিয়াতে আসার পর থেকে সে তো আল্লাহর নিয়ামতের মাঝেই গড়াগড়ি খায়। (আয়াত : ৬-৮)

২. ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ 'আর আখিরাত আপনার জন্য অবশ্যই দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।'[৫৫৫]

এই আয়াতটিকে আপনার জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নিন :

- দুনিয়ার কোনো রিজিক পেলে বলুন, আখিরাতই দুনিয়ার এ রিজিকের চেয়ে উত্তম।

---

৫৫৫. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ৪।

- দুনিয়ার কোনো কিছু হারালে বলুন, আমি যে আখিরাতের অপেক্ষায় আছি, তা এর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

'আপনি আপনার রবের নিয়ামতের কথা ব্যক্ত করুন।'

এখানে রবের নিয়ামতের কথা ব্যক্ত করার মতলব হলো, নিয়ামতের শোকর আদায় করা, আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা এবং বান্দার জীবনযাত্রায় নিয়ামতের প্রভাব প্রকাশ পাওয়া। (আয়াত : ১১)

৪. আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পরীক্ষায় ফেলেন। বান্দা যখন নিজে দুঃখ-কষ্টে ভোগে, তখন সে অন্যের দুঃখ-কষ্টও উপলব্ধি করতে পারে, যেটি তাকে মুসিবতগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার প্রেরণা জোগায়। (আয়াত : ৯, ১০ ও ১১)

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ খেজুর পাতার চাটাইয়ে ঘুমাতেন, ক্ষুধার আতিশয্যে পেটে পাথর বাঁধতেন; অথচ দুনিয়া তাঁর পায়ে গড়াগড়ি খেত। কিন্তু তিনি সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। কারণ তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র এবং নিম্নোক্ত আয়াতের ধারক ও বাহক :

﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾

'আর আখিরাত আপনার জন্য অবশ্যই দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।'[৫৫৬]

৬. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ 'অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।'[৫৫৭]

৫৫৬. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ৪।
৫৫৭. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ৫।

আপনার ঘর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া সৌভাগ্য নয়; বরং সৌভাগ্য হলো, আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট ও ভাগ্যবান করা।

৭. ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠﴾ 'আর ভিক্ষুককে ধমক দেবেন না।'[৫৫৮]

আপনি অর্থ-বিত্ত দিয়ে ফকিরকে যদি সাহায্য নাও করতে পারেন, অন্তত সুন্দর আচার-ব্যবহার দিয়ে তাকে খুশি করুন।

এই আয়াতে ভিক্ষুকদেরকে দান করতে বলা হয়নি, কেবল ধমক না দেওয়ার এবং সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যাতে যারা ফকিরদের সাদাকা করার সামর্থ্য রাখে না, তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয়।

---

৫৫৮. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ১০।

সুরা আশ-শারহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

নাম :

(الشَّرْحُ) 'প্রশস্ত করা, উন্মুক্ত করা'।

কেন এই নাম :

অন্তরের প্রশস্ততা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলোর অন্যতম। তাই আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেই সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

নবি ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ইমানের পরে যে মহা নিয়ামতের মাঝে মুমিন বেঁচে থাকে, তা হলো অন্তরের প্রশস্ততা। কারণ অন্তরের প্রশস্ততার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা কখনোই না-পাওয়ার বেদনায় নিরাশায় ভোগে না, মুসিবতে পড়লে মুষড়ে পড়ে না, ভবিষ্যতের ব্যাপারে অযথা অস্থির হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ নেক আমল করবে, তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের আমলের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেবো।'[৫৫৯]

৫৫৯. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।

২. আখিরাতে বান্দাকে দান করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ক্ষমা ও মাগফিরাত। (আয়াত : ২)

৩. মানুষের চিন্তা, পেরেশানি, অস্থিরতার কারণ তার গুনাহ।

৪. যেখানেই আল্লাহ তাআলার আলোচনা হয়, সেখানেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনাও চলে আসে।

৫. এমনকি আল্লাহ তাআলা কাফিরদের মুখেও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদার আলোচনা উচ্চকিত করেছেন :

- জনৈক অমুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষক রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথম স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন।
- অপর এক কাফির গবেষক বলেছেন, 'একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতেই রয়েছে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান।'

৬. ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝﴾ 'নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।'[৫৬০]

সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ؓ বলেন, 'একটি কষ্ট দুটি স্বস্তিকে কখনো হারাতে পারবে না। সুতরাং হে বিপদগ্রস্ত ভাইয়েরা, সুসংবাদ গ্রহণ করো। কষ্টের পর নিশ্চয় স্বস্তি আসবে।'

৭. বুদ্ধিমান বান্দার উচিত জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করার সাধনা অব্যাহত রাখা। কারণ মানবজীবনের আসল লক্ষ্য ইবাদত। আর এই ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮. হাফস বিন হুমাইদ ﵀ বলেন, 'একবার জিয়াদ ﵀ আমাকে সুরা শারহ তিলাওয়াত করতে বলেন। আমি তিলাওয়াত করি :

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ - ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾

---

৫৬০. সুরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৫-৬।

"আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি? আমি আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ নুইয়ে দিয়েছিল।"[৫৬১]

এতটুকু শুনে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, "হে জিয়াদের মায়ের ছেলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠ নুইয়ে দিয়েছিল?! (অর্থাৎ গুনাহ যেখানে রাসুলুল্লাহর পিঠ নুইয়ে দিয়েছিল, সেখানে তোমার কী হবে?)" এই বলে তিনি শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া)

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বলে রাখা জরুরি :

নবিগণ কি সব ধরনের গুনাহ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র ছিলেন?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'এই ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত যে, নবিগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা পৌছান, তাতে সব ধরনের ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও মাসুম।[৫৬২] নবিগণ কবিরা গুনাহ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে কখনো তাঁদের কারও থেকে সগিরা গুনাহ হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সচেতন করেন এবং তাঁরাও সাথে সাথে তাওবা করে পরিশুদ্ধ হয়ে যান। সাহাবা, তাবিয়িন, ইমামগণ এবং জুমহুর আলিমগণ এই মতই পোষণ করেন।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ঈষৎ পরিমার্জিত)

---

৫৬১. সুরা আশ-শারহ, ৯৪ : ১-৩।
৫৬২. অর্থাৎ নবুওয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা সব ধরনের গুনাহ ও নাফরমানি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

সুরা আত-তিন

মাক্কি সুরা । আয়াতসংখ্যা : ৮ ।

নাম :

(التِّيْنُ) 'ডুমুর ফল'।

কেন এই নাম :

কারণ আল্লাহ তাআলা এই ফলের কসম করে সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ডুমুর মিষ্টতার এবং জলপাই পরিচ্ছন্নতার ইঙ্গিত বহন করে। আর তুর পর্বত অবিচলতার এবং নিরাপদ নগরী নিরাপত্তার ইঙ্গিত বহন করে। (আয়াত : ১-৩)

২. মানুষ আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম সৃষ্টি। (আয়াত : ৪)

৩. মানুষের আসল স্বভাব ও ফিতরত হলো ইসলাম। যে ব্যক্তি ইমান আনে এবং নেক আমল করে, সে তার আসল ফিতরতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত এই সুস্পষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেন—এমনকি পশুপাখিরাও তখন তার চেয়ে উঁচু স্তরে থাকে। (আয়াত : ৪, ৫ ও ৬)

৪. আল্লাহ রব্বুল আলামিনই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও ফায়সালাকারী। তাঁর নাজিলকৃত শরিয়াহ হিকমত ও প্রজ্ঞায় ভরপুর। তাই প্রতিটি বিষয়ে বান্দার উচিত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রাখা, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে অগ্রগামী হওয়া এবং তাঁর নাফরমানি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

৫. জলপাই একটি মুবারক বৃক্ষ। এর ঔষধি গুণ অনেক। হাদিসে এসেছে :

«كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ»

'তোমরা জলপাই তেল খাও এবং চুলে ও শরীরে লাগাও। কারণ এটি বরকতময়।'[৫৬৩]

৬. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ 'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।'[৫৬৪]

আল্লাহর সৃষ্টি করা কোনো মানুষের শারীরিক গঠন নিয়ে উপহাস কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস করা উচিত নয়।

হাদিসে এসেছে, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ সাকিফ গোত্রের এক সাহাবিকে অনুসরণ করেন। তিনি তাকে ধরার জন্য দ্রুতপদে হাঁটতে থাকেন। অবশেষে তার জামা ধরে ফেলেন এবং তাকে বলেন, "তোমার লুঙ্গি ওপরে তোলো।" সাহাবি হাঁটু থেকে কাপড় সরান। তিনি বলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পা বাঁকা আর আমার হাঁটু কাঁপতে থাকে।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলার সকল সৃষ্টিই সুন্দর।" এরপর থেকে ওই সাহাবির লুঙ্গি সব সময় দেখা গেছে হাঁটু ও টাখনুর মাঝখানে।'[৫৬৫]

---

৫৬৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৫১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৩২০।
৫৬৪. সুরা আত-তিন, ৯৫ : ৪।
৫৬৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৪৭২।

সুরা আল-আলাক

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

নাম :

১. (اَلْعَلَقُ) 'জমাট রক্তপিণ্ড'।

২. (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) 'পাঠ করুন আপনার রবের নামে'।

কেন এই নাম :

- (اَلْعَلَقُ) 'জমাট রক্তপিণ্ড' : মানুষের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরে তাদের দুর্বলতা বর্ণনা।
- (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) : আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী বস্তু হলো, আখিরাতের ইলম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম নাজিলকৃত শব্দ হলো, (اِقْرَأْ) 'পড়ুন'। তাই আমরা হলাম জ্ঞান ও পড়াশোনার জাতি। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর ওহিই হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিশুদ্ধ ইলমের মূল উৎস।

২. এই সুরায় আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনের দুটি উপায়-উপকরণের কথা উল্লেখ করেছেন : পাঠ ও কলম। এই দুটি মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও মর্যাদার উৎস। (১, ৪)

৩. ইলম আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনেক বড় নিয়ামত। এই ইলমের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে জানতে পারি; এর সাহায্যেই আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারি। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজে যে ব্যক্তি ইলম ব্যবহার করে, সে মূলত আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। (আয়াত : ৫, ৬ ও ৭)

৪. যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়, সে যেন বেশি বেশি সালাত আদায় করে। (আয়াত : ১৯)

৫. জগতের যত জ্ঞান-বিজ্ঞান সব আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান যতটুকু চান, দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[৫৬৬]

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত পড়ে?'[৫৬৭]

তারপর এই অপরাধের শাস্তি উল্লেখ করে বলেন :

﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾

'সাবধান, সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাকে আমি অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে।'[৫৬৮]

---

৫৬৬. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ৫।
৫৬৭. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ৯-১০।
৫৬৮. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ১৫।

আয়াতটি নিয়ে ভাবুন! যে ব্যক্তি কেবল মুসল্লিদের বাধা দেয়, তার জন্য এই শাস্তি! এবার যারা মুসল্লিদের হত্যা করে কিংবা লোকদেরকে দ্বীনে ইসলাম কবুল করতে বাধা দেয়, তাদের কী শাস্তি হতে পারে?

৭. ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۩﴾ 'বরং সিজদা করুন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন।'[৫৬৯]

বান্দার চেহারা জমিনে; কিন্তু অন্তর আসমানে।

৮. সুরাটি শুরু হয়েছে : (اقْرَأْ) তথা পড়াশোনার কথা বলে। পড়াশোনা ইলম অর্জনের একটি মাধ্যম।

আর শেষ হয়েছে, ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۩﴾ তথা ইবাদতের কথা বলে। ইবাদত হলো ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

---

৫৬৯. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ১৯। (সিজদার আয়াত)
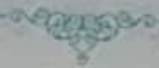
সুরা আল-কাদর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

নাম :

(الْقَدْرُ) 'মর্যাদা, সৌভাগ্য, নিয়তি'।

কেন এই নাম :

কারণ পুরো সুরাটির আলোচনা আবর্তিত হয়েছে লাইলাতুল কদর ও এর ফজিলতকে কেন্দ্র করে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

লাইলাতুল কদরের ফজিলত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় সুবহে সাদিকের উদয়ের মাধ্যমে। (আয়াত : ৫)

২. যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে পুরো রাত ইবাদত করে, সে যেন এক হাজার মাস ইবাদত করে। আর এক হাজার মাসে ৩০০০০ দিন।

আর যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের এক-চতুর্থাংশ ইবাদত করে, সে যেন ৭৫০০ দিন ইবাদত করে।

রাত যত দীর্ঘই হোক ১২ ঘণ্টার চেয়ে বেশি হয় না। যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে মাত্র এক ঘণ্টা ইবাদত করে, সে যেন ২৫০০ দিন ইবাদত করে।

সুতরাং হে ভাই, লাইলাতুল কদরের একটি সেকেন্ডও হেলায় নষ্ট করবেন না।

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে বলেন :

لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ يُصْبِحُ شَمْسُهَا صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ

'স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল একটি রাত, উষ্ণও নয়, শীতলও নয়। রাতের শেষে সূর্য স্নিগ্ধ রক্তিম আভা ছড়িয়ে উদিত হবে।'[৫৭০]

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، حَتَّى تَرْتَفِعَ»

'লাইলাতুল কদরের শেষে ভোরের সূর্য ওপরে না ওঠা পর্যন্ত নিষ্প্রভ থাকবে, যেন সেটি একটি থালা।'[৫৭১]

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাতজেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৫৭২]

---

৫৭০. শুআবুল ইমান : ৩৪১৯, সহিহুল জামি : ৫৪৭৫।
৫৭১. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৭৮।
৫৭২. সহিহুল বুখারি : ১৯০১, সহিহ মুসলিম : ৭৬০।

সুরা আল-বাইয়িনাহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

নাম :

১. (اَلْبَيِّنَةُ) 'দলিল, প্রমাণ'।

২. (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) 'কাফিররা প্রত্যাবর্তন করত না।'

৩. (الْبَرِيَّة) 'সৃষ্টি, সৃষ্টিজগৎ'।

৪. (أَهْلُ الْكِتَاب) 'আহলে কিতাব, ইহুদি ও খ্রিষ্টান'।

কেন এই নাম :

- (اَلْبَيِّنَةُ) 'দলিল, প্রমাণ' : ইসলামের সত্যতার দলিল প্রতিটি সত্যান্বেষী জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষের সামনে স্পষ্ট।
- (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) : কারণ আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।
- (الْبَرِيَّة) 'সৃষ্টি, সৃষ্টিজগৎ' : কারণ কেবল এই সুরাতেই শব্দটি এসেছে।
- (أَهْلُ الْكِتَاب) 'আহলে কিতাব, ইহুদি ও খ্রিষ্টান' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾

'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা কখনোই প্রত্যাবর্তন করত না, যদি না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।'[৫৭৩]

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সকল নবি-রাসুলই দ্বীনে ইসলাম প্রচার করেছেন। আর ইসলাম মানে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আদেশ-নিষেধের সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

২. ইখলাস হলো আকিদার মগজ। (আয়াত : ৫)

৩. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীনের ওপর মৃত্যুবরণ করবে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামি হিসেবে গণ্য হবে। (আয়াত : ৬, ৭)

৪. আল্লাহর ভয় সাফল্য ও মুক্তির পথ। (আয়াত : ৮)

৫. কুরআনুল কারিমে ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে কখনো (أُوتُوا الْكِتَابَ) বলা হয়েছে, কখনো (آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) বলা হয়েছে। এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য কী?

(أُوتُوا الْكِتَابَ) মানে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে। আর (آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) মানে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি। কুরআনে ব্যবহারের ধরনের দিক দিয়ে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, প্রথমটি ব্যবহার করা হয়েছে নিন্দার স্থলে। আর পরেরটি ব্যবহার করা হয়েছে প্রশংসার স্থলে।

কুরআনে এমন ব্যবহার অনেক। বিষয়টি নিয়ে ভাবুন...!

---

৫৭৩. সুরা আল-বাইয়িনাহ, ৯৮ : ১।

৬. রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার উবাই বিন কাব ﷺ-কে বলেন, 'উবাই, আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম করেছেন তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে।' উবাই ﷺ বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার নাম বলেছেন?' তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম বলেছেন।' এই কথা শুনে উবাই ﷺ কেঁদে ফেলেন।[৫৭৪]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ উবাই ﷺ-কে কুরআন শুনিয়েছেন মানুষকে বিনয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য; যাতে আলিমগণ তাদের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে কুরআন শোনাতে অস্বস্তি বোধ না করেন।'

৫৭৪. সহিহুল বুখারি : ৪৯৬০।

সুরা আজ-জালজালাহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

নাম :

১. (اَلزَّلْزَلَةُ) 'ভূমিকম্প'।

২. (اَلزِّلْزَال) 'ভূমিকম্প'।

৩. (إِذَا زُلْزِلَت) 'যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে।'

কেন এই নাম :

- (اَلزَّلْزَلَةُ) ও (اَلزِّلْزَال) 'ভূমিকম্প' : কারণ সুরাটিতে ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে।
- (إِذَا زُلْزِلَت) : কারণ এই আয়াতটি দিয়ে সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

হাশরের ময়দানের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. কুরআনে কারিমের সবচেয়ে সূক্ষ্মতাব্যঞ্জক আয়াত। (আয়াত : ৭, ৮)

২. বান্দার উচিত ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে যত বেশি সম্ভব নেক আমল করা। কারণ কিয়ামতের দিন এই জায়গাগুলোই আমলকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। (আয়াত : ৪)

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ»

'জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও কাছে; জাহান্নামের ক্ষেত্রেও একই কথা।'[৫৭৫]

ইমাম ইবনে হাজার رحمه الله ফাতহুল বারিতে লিখেন, 'মুমিনদের উচিত ছোট ছোট নেক আমলগুলোকেও অবহেলা না করা এবং ছোট ছোট গুনাহগুলোকেও তুচ্ছ না ভাবা। কারণ সে তো জানে না, কোন নেক আমলের অসিলায় আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করেন এবং কোন গুনাহের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।'

৪. ﴿لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ 'তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্য।'[৫৭৬]

মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্বেচ্ছায় দেখবে না। বরং তাদের জোর করে দেখানো হবে। কারণ যারা আখিরাতকে অস্বীকার করেছিল, তারা নিজেদের আমল দেখতে চাইবে না।

৫৭৫. সহিহুল বুখারি : ৬৪৮৮।

৫৭৬. সুরা আজ-জালজালাহ, ৯৯ : ৬।

সুরা আল-আদিয়াত

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

নাম :

(الْعَادِيَات) 'উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজি'।

কেন এই নাম :

কারণ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির কসম করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

মানুষের ধ্বংসের কারণসমূহ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

﴿وَٱلْعَـٰدِيَـٰتِ﴾—সামরিক ঘোড়া, যেগুলোতে সওয়ার হয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ করে।

﴿ضَبْحًا﴾—ঘোড়ার শ্বাসের আওয়াজ।

﴿فَٱلْمُورِيَـٰتِ قَدْحًا﴾—'যারা খুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে।'

﴿فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا﴾—'সেসব ঘোড়া আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।'

﴿فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا﴾—'তখন তারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।'

আল্লাহ রব্বুল আলামিন প্রথমে খুরাঘাতে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে ধুলো উৎক্ষেপণ করে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান প্রভাতে আক্রমণকারী অশ্বরাজির কসম করলেন। এই দীর্ঘ কসম খেয়ে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন? আল্লাহ

তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ﴾ 'নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।'[৫৭৭]

কসমে ছিল ঘোড়া ও ঘোড়ার কর্মযজ্ঞের বর্ণনা। আর জওয়াবে কসম বা কসমের বিষয়বস্তুতে তিনি রবের প্রতি মানুষের আচরণের কথা বলছেন। তিনি মানুষকে আপন রবের প্রতি (كَنُودٌ) বা অকৃতজ্ঞ বলে ঘোষণা করছেন। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার এমন মর্মস্পর্শী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তার নামে কসম খেয়ে মানুষকে অকৃতজ্ঞ বললেন কেন?

এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হলো, ঘোড়া তার আরোহীর জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লড়াইয়ের ময়দানে সাহস ও কুরবানির ঝড় তোলে। কারণ তার পিঠে বসা তার মালিক তাকে খাওয়ায়, পান করায়, সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। তাই সে কৃতজ্ঞ হয়ে বুকে আগুন জ্বালিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। খুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। ধুলিঝড়ের মাঝেও সে তার মালিককে পিঠে নিয়ে প্রবল সাহসে শত্রুর মাঝে ঢুকে পড়ে। সে কেবল তাকে খাইয়ে-দাইয়ে পেলেছে—পুষেছে। কেবল এতটুকুর জন্য সে মালিকের প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ। লড়াইয়ের ময়দানে সে মালিকের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

কিন্তু আমরা মানুষরা কী করি? যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে নিয়ামত দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, তাঁর প্রতি আমরা কেমন আচরণ করছি? আমরা ঘোড়ার মতো আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবনের মায়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব দূরের কথা, আমরা তো আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে স্বীকারই করি না, সব সময় নিজেদের অবস্থা নিয়ে অভাব-অভিযোগ করতেই থাকি। একটু মুসিবতে পড়লেই আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি। এই হলো রবের প্রতি আচরণে মানুষ ও ঘোড়ার মাঝে পার্থক্য!

৫৭৭. সুরা আল-আদিয়াত, ১০০ : ৬।

সুরা আল-কারিআহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

নাম :

(الْقَارِعَةُ) 'কিয়ামত, প্রলয়, দুর্যোগ'।

কেন এই নাম :

সুরাটিতে কিয়ামত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর কিয়ামতের একটি নাম হলো : (الْقَارِعَةُ)

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কিয়ামতের ভয়াবহতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ছোট ছোট নেক আমলগুলোও গুরুত্বের সঙ্গে করা চাই। কারণ কখনো ছোট্ট একটি নেক আমল মিজানের পাল্লা ভারী হওয়ার কারণ হতে পারে।

২. ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩﴾ 'আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, তার মা (ঠিকানা) হবে জাহান্নাম।'[৫৭৮]

আল্লাহ তাআলা এখানে জাহান্নামকে 'মা' বলেছেন। কারণ এটি কাফির ও নাফরমানদের নিজের বুকে টেনে নেবে এবং এটিই হবে তাদের আশ্রয়স্থল, যেমনিভাবে মা তার সন্তানদের বুকে টেনে নেয়।

---

৫৭৮. সুরা আল-কারিআহ, ১০১ : ৮-৯।

৩. ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক তার স্বামী উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ সম্পর্কে বলেন, 'একদিন তিনি রাতে সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। একপর্যায়ে তিনি এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন :

﴿يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ - وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴾

"সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো। আর পাহাড়গুলো হবে ধুনিত পশমের মতো।"[৫৭৯]

এই আয়াতগুলো পড়েই তিনি বলে ওঠেন, "কী ভীষণ মুসিবত!" তারপর লাফিয়ে উঠে জমিনে লুটিয়ে পড়েন। তার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বের হতে থাকে—যেন তা জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে এলে তিনি উচ্চস্বরে বলে ওঠেন, "কী ভীষণ মুসিবত!" তারপর শোয়া থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। "ইয়া আল্লাহ, সেদিন আমার কী অবস্থা হবে, যেদিন মানুষের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় আর পাহাড়ের অবস্থা হবে ধুনিত পশমের ন্যায়।"'

৫৭৯. সুরা আল-কারিআহ, ১০১ : ৪-৫।

সুরা আত-তাকাসুর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

নাম :

১. (اَلتَّكَاثُرُ) 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা'।

২. (أَلْهَاكُمُ) 'তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে'।

কেন এই নাম :

- (اَلتَّكَاثُرُ) 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা' : কারণ এই সুরায় প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতাকে ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- (أَلْهَاكُمُ) : কারণ আল্লাহ তাআলা এটি দিয়েই সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আখিরাত সম্পর্কে গাফিল না হওয়ার উপদেশ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. মৃত্যুর চেয়ে উপকারী ও প্রভাবশালী কোনো উপদেশদাতা নেই। (আয়াত : ২)

২. মানুষের উচিত হায়াতকে কাজে লাগিয়ে যত বেশি সম্ভব নেক আমল করা। কারণ নেক আমল সব সময় তার সঙ্গে থাকবে। তাই সম্পদ ও সন্তানের পেছনে পড়ে নেক আমলের ব্যাপারে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কারণ সম্পদ ও সন্তান দুটিই একদিন তাকে পরিত্যাগ করবে।

৩. (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) 'নিশ্চিত জ্ঞান' : কোনো বিষয়ে আপনি শুনেছেন; কিন্তু নিজে দেখেননি।

(عَيْنُ الْيَقِيْنِ) 'চাক্ষুষ প্রত্যয়' : 'আপনি নিজে দেখেছেন।'

৪. সুস্থতা, নিরাপত্তা, খাবার., পানীয় ইত্যাদির মতো নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে।

৫. ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾ 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।'[৫৮০]

আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন; কিন্তু কোন বস্তুর প্রাচুর্য, তা উল্লেখ করেননি; যাতে সব ধরনের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থবিত্ত, সুনাম-খ্যাতি, জনবল, ঘরবাড়ি, খেতখামার, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য-বিবর্জিত ইলম, তাঁর নৈকট্যের লক্ষ্যহীন আমল ইত্যাদি সবকিছুতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আখিরাত থেকে গাফিল করে দেয়।

৬. ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴾ 'যতক্ষণ না তোমরা কবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।'[৫৮১]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাথে সাক্ষাৎ করো'—তিনি বলতে পারতেন, 'যতক্ষণ না মৃত্যু এসে পড়ে।' তার কারণ হলো, তারা কবরে স্থায়ীভাবে থাকবে না। কবরে তারা অনেকটা সাক্ষাৎকারীর মতো—অল্প সময় সেখানে অবস্থান করে চিরস্থায়ী জগতের দিকে পাড়ি জমাবে। হয় জান্নাত, নয় জাহান্নাম হবে তার স্থায়ী ঠিকানা।

---

৫৮০. সুরা আত-তাকাসুর, ১০২ : ১।
৫৮১. সুরা আত-তাকাসুর, ১০২ : ২।

৭. ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ 'এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।'[৫৮২]

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'সাহাবিগণ নিয়তের হিসেব করতেন। একবার সকালে আহার করতে; আরেকবার রাতে।'

আর আমরা তো তিন বেলা আহার করি। কখনো এই তিন বেলার মাঝেও হালকা নাস্তাও করি।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের জন্য হিসাব সহজ করুন।

৫৮২. সুরা আত-তাকাসুর, ১০২ : ৮।

সুরা আল-আসর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

নাম :

(اَلْعَصْرُ) 'সময়, যুগ'।

কেন এই নাম :

কারণ সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

আর আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করেই সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

পরম সাফল্য ও চরম ব্যর্থতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। কারণ সময় হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। (আয়াত : ১)

২. মানুষ যতই সভ্য, সংস্কৃতিবান ও উন্নত জীবনধারার অধিকারী হোক না কেন, যদি মুমিন ও নেককার না হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (আয়াত : ২, ৩)

৩. আবু মাদিনা দারিমি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন দুইজন সাহাবি ছিলেন, যাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অবশ্যই একে অপরকে সুরা আসর শোনাতেন। সুরাটি শোনাশুনি না করে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতেন না।'[৫৮৩]

---

৫৮৩. আস-সহিহাহ : ২৬৪৮।

৪. ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি মানুষের জন্য সুরা আসর ছাড়া আর কোনো দলিলই নাজিল না করতেন, তবুও এটি যথেষ্ট হতো।' তিনি আরও বলেন, 'এই সুরাটির ব্যাপারে মানুষ গাফিল থাকে।'

৫. এই আয়াতটি নিয়ে ভাবুন :

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ﴾

'তবে তারা নয়, যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে, পরস্পরকে হক কবুল করার উপদেশ দেয় এবং সবর করতে উদ্বুদ্ধ করে।'[৫৮৪]

এখানে ক্রিয়ার বহুবচনের রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্যের গুরুত্ব ও জামাআতবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

৬. ﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ﴾ 'পরস্পরকে হক কবুল করার উপদেশ দেয় এবং সবর করতে উদ্বুদ্ধ করে।'

এখান থেকে বোঝা যায়, হক কবুল করলেই মুসিবত ও পরীক্ষায় পড়তে হয়। আর পরীক্ষায় পড়লে সবর করতে হয়। তাই পরস্পরকে হক গ্রহণের উপদেশ দেওয়ার পাশাপাশি সবর করার উপদেশ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যাতে মুসিবত এলে ধৈর্যের সঙ্গে হকের ওপর অটল-অবিচল থাকা যায়।

---

৫৮৪. সুরা আল-আসর, ১০৩ : ৩।

সুরা আল-হুমাজাহ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯।

নাম :

১. (اَلْهُمَزَةُ) 'নিন্দুক'।

২. (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ) 'প্রত্যেক নিন্দুকের জন্য দুর্ভোগ।'

কেন এই নাম :

- (اَلْهُمَزَةُ) 'নিন্দুক' : কারণ সুরাটিতে নিন্দুকের বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ) : কারণ এই বাক্যটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

সম্পদের অহংকার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সুরা হুমাজাহ ও সুরা মুতাফফিফিন শুরু হয়েছে, ধমকি ও তিরস্কারমূলক শব্দ (وَيْلٌ) দিয়ে, যার অর্থ দুর্ভোগ। এই সুরাদুটিতে মানুষের সম্মান ও সম্পদ হিফাজতের কথা বলা হয়েছে।

২. (اَلْهَمْزُ) কাজেকর্মে বা ইঙ্গিতে নিন্দা করা এবং (اللَّمْزُ) জবানে কারও বদনাম করা গিবতের পর্যায়ে পড়ে। আর গিবত কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ গিবতের মাধ্যমে অপর ভাইকে তুচ্ছ ও অপমান করা হয়। আর এটি তার ওপর সুস্পষ্ট জুলুম।

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

'প্রতিটি উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।'[৫৮৫]

৪. ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝﴾ 'প্রত্যেক নিন্দুক ও গিবতকারীর জন্য দুর্ভোগ। যে সম্পদ সঞ্চয় করে এবং গুণে গুণে রাখে।'[৫৮৬]

যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করে, সে সুন্দর কাজ ও সুন্দর ব্যবহারেও কার্পণ্য করে।

৫. ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ﴾ 'নিশ্চয় তা (আগুন) তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে।'[৫৮৭]

তারা যেহেতু ফকির ও মিসকিনদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদের ধনভান্ডারের দরোজা বন্ধ করে রেখেছে, তাই আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে জাহান্নামে বন্দী করে রাখবেন।

৬. ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ 'যে সম্পদ সঞ্চয় করে এবং গুণে গুণে রাখে।'[৫৮৮]

সঞ্চয় করা মূলত নিন্দনীয় নয়। সাইয়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ»

'রাসুলুল্লাহ ﷺ বনু নাজিরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং পরিবারের জন্য এক বছরের খোরাক জমা করে রাখতেন।'[৫৮৯]

---

৫৮৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৩৬।
৫৮৬. সুরা আল-হুমাজাহ, ১০৪ : ১-২।
৫৮৭. সুরা আল-হুমাজাহ, ১০৪ : ৮।
৫৮৮. সুরা আল-হুমাজাহ, ১০৪ : ২।
৫৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৭।

ইবনুল মুফলিহ ﷺ তার আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, 'এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, এক বছরের খোরাক সঞ্চয় করা বৈধ। আর এভাবে এক বছরের জন্য সঞ্চয় করাকে দীর্ঘ আশাও বলা হবে না। কারণ অভাব পূরণের জন্য উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করা শরিয়াহ ও আকল উভয় দিক থেকেই উত্তম ও পছন্দনীয় কাজ।'

সহিহ হাদিসে এসেছে :

«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»

'কিছু সম্পদ খরচ না করে জমা রেখো। এটি তোমার জন্য কল্যাণকর।'[৫৯০]

প্রতিটি প্রচেষ্টার একটি ফল আছে। আপনি যদি সুরাটি ভালোভাবে ফিকির করেন, তবে আপনার অন্তর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভালোবাসায় ভরে উঠবে। আপনি তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে পাওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পাওয়া নেই।

৫৯০. সহিহুল বুখারি : ২৭৫৭।

সুরা আল-ফিল

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

নাম :

(اَلْفِيْلُ) 'হাতি'।

কেন এই নাম :

আবরাহা এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে বাইতুল্লাহর ওপর হামলা করেছিল। এই সুরায় সেই ঘটনাটির কথা এসেছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কুরাইশের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কাবার মর্যাদা ও সম্মান অনেক বড়! কাবার সঙ্গে জুলুম ও বেয়াদবি করার ইচ্ছা করলেও আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করেন। এবার ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি সরাসরি কাবার সঙ্গে বেয়াদবি করে ফেলে, তার পরিণতি কী হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

'আর যে ব্যক্তি সেখানে ধর্মদ্রোহিতা ও অন্যায় কাজ করতে চায়, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবো।'[৫৯১]

---

৫৯১. সুরা আল-হাজ, ২২ : ২৫।

২. বান্দার সব পার্থিব উপায়-উপকরণ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আসমানি সাহায্য নাজিল হয়।

৩. হিংসার ভয়ংকর পরিণাম। মানুষ কুরাইশদের কাবায় হজের জন্য সমবেত হতো বলে আবরাহা তাদের প্রতি হিংসাকাতর হয়ে পড়েছিল। আর তার পরিণতিও বড় ভয়াবহ হয়েছিল।

৪. সব সময় আপনার নিয়তকে পর্যবেক্ষণে রাখুন। কারণ বিশুদ্ধ নিয়ত আপনার জন্য খুলে দেয় কল্যাণের দ্বার। ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলা আবরাহা ও তার বাহিনীকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের ধ্বংস করেননি; যদিও তারা কাবাকে মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলেছিল। কারণ হস্তিবাহিনীর নিয়ত ছিল, কাবাকে ধ্বংস করা। পক্ষান্তরে কুরাইশদের নিয়ত ছিল আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা; যদিও সঠিক আকিদা ও মানহাজ থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছিল।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾

'তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?'[৫৯২]

এই আয়াতটি নিম্নোক্ত হাদিসের বক্তব্যকে জোরদার করছে :

«إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»

'আল্লাহ রব্বুল আলামিন জালিমকে অবকাশ দেন। কিন্তু একসময় এত কঠিনভাবে পাকড়াও করেন যে, তার পালানোর কোনো উপায় থাকে না।'[৫৯৩]

আবরাহা নামের জালিমটাকে আল্লাহ তাআলা অবকাশ দিয়েছিলেন। সে সকল সামরিক প্রস্তুতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে। অবশেষে যখন সে কাবার কাছে পৌছয়, আল্লাহ তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন।

৫৯২. সুরা আল-ফিল, ১০৫ : ২।
৫৯৩. সহিহুল বুখারি : ৪৬৮৬।

সুরা আল-কুরাইশ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪।

নাম :

১. (قُرَيْش) 'কুরাইশ বংশ'।

২. (لِإِيْلَافِ قُرَيْش) 'কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে'।

কেন এই নাম :

- (قُرَيْش) 'কুরাইশ বংশ' : কারণ এই সুরায় কেবল কুরাইশদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে।
- (لِإِيْلَافِ قُرَيْش) : কারণ এই বাক্য দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

কুরাইশের মর্যাদা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. নিয়ামতের শোকর আদায় করা এবং নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া জরুরি। আর নিয়ামতের শোকর আদায়ের পদ্ধতি হলো, বান্দা নিয়ামতের হিফাজত করবে, কেবল নিয়ামতদাতার সন্তুষ্টির জন্য নিয়ামত ব্যবহার করবে এবং যথাসম্ভব তাঁর আনুগত্য করবে।

২. কুরাইশদের ফজিলত :

- দশটি বছর কেবল তারাই আল্লাহর ইবাদত করেছেন, তখন অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি।

- হস্তির বছর আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট পাখি দিয়ে তাদের সাহায্য করেন; যদিও তারা তখন মুশরিক ছিল।

- তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ একটি সুরা নাজিল করেন, যেখানে কেবল তাদের কথাই আলোচিত হয়েছে।

- তাদের মাঝেই নবি এসেছে।

- তাদের মাঝেই খিলাফাহ এসেছে।

- হাজিদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত ছিল।

৩. কাফির হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের হিফাজত করেছেন। কারণ তারা বাইতুল্লাহর তাজিম ও হিফাজত করত। সহিহ হাদিসে এসেছে :

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ»

'অন্যায়ভাবে একজন মুমিনের হত্যার চেয়ে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিক সহজ।'[৫৯৪]

এই মূল্যবান হাদিস থেকে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করবে?

৪. আবুল আম্বিয়া ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেন :

﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾

'হে আমার রব, এই স্থানকে আপনি নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলমূলের রিজিক দান করুন।'[৫৯৫]

৫৯৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৬১৯, সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৮৭।
৫৯৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১২৬।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর দুআ কবুল করেন :

﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾

'তিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।'[৫৯৬]

---

৫৯৬. সুরা আল-কুরাইশ, ১০৬ : ৪।

সুরা আল-মাউন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭।

নাম :

১. (اَلْمَاعُوْنُ) 'প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী, নিত্য ব্যবহার্য বস্তু'।

২. (أَرَأَيْتَ الَّذِي) 'আপনি কি তাকে দেখেছেন?'

৩. (اَلدِّيْنُ) 'বিচার দিবস'।

৪. (اَلْيَتِيْمُ) 'এতিম'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمَاعُوْنُ) 'প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী' : যাতে মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। একে অপরকে নিত্য ব্যবহার্য ছোটখাটো জিনিস দিয়ে সাহায্য করলে উভয়ের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।
- (أَرَأَيْتَ الَّذِي) : কারণ এই বাক্য দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।
- (اَلدِّيْنُ) 'বিচার দিবস' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ﴾ 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে?'[৫৯৭]

---

৫৯৭. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ১।

- (ٱلۡيَتِيمَ) 'এতিম' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ﴾ 'সে তো ওই ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।'[৫৯৮]

۞ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর হক (সালাত) ও বান্দার হকের (জাকাত, সাদাকা, পরোপকার) ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

۞ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. ﴿ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾ অর্থাৎ যারা সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান হয় না এবং রুকু-সিজদাও যথাযথভাবে আদায় করে না।[৫৯৯] (তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম)

২. ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ 'আর প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী অন্যকে দেয় না।'[৬০০]

(ٱلۡمَاعُونَ) শব্দের তাফসিরে অনেকগুলো মত রয়েছে :

- সম্পদ।
- নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী : কুঠার, ডেকসি, আগুন ইত্যাদি।
- ইবাদত ও আনুগত্য।
- যেসব উপকারী বস্তু দিয়ে মানুষ পারস্পরিক সাহায্য-বিনিময় করে। (তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম)

---

৫৯৮. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ২।
৫৯৯. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ৫।
৬০০. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ৭।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾

'আর মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।'[৬০১]

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, 'আল্লাহ তাআলা মিসকিনকে খাদ্য দেয় না' না বলে 'মিসকিনকে খাদ্য দানে অন্যদেরকে উৎসাহিত করে না' কেন বলেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, যে ব্যক্তি এতিমকে তার প্রাপ্য হক দেয় না, সে কীভাবে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মিসকিনকে খাওয়াবে? বরং সে নিজে যেমন কৃপণ, অন্যদেরকেও কৃপণ হতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এটিই হীনতার চূড়ান্ত। (তাফসিরুর রাজি)

৬০১. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ৩।

সুরা আল-কাউসার

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

❁ নাম :

১. (اَلْكَوْثَرُ) 'হাউজে কাউসার, সুমিষ্ট পানীয়'।

২. (اَلنَّحْرُ) 'কুরবানি'।

❁ কেন এই নাম :

- (اَلْكَوْثَرُ) 'হাউজে কাউসার' : কারণ এই সুরায় হাউজে কাউসারের কথা বলা হয়েছে। এটি উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।
- (اَلنَّحْرُ) 'কুরবানি' : কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 'সুতরাং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।'[৬০২]

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত ও মর্যাদা এবং তাঁর বংশের সংরক্ষণ।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. নিয়ামত পেলে শোকর করা চাই এবং নিয়ামতদাতার ইবাদত করা চাই।

২. (اَلْأَبْتَرُ) মানে সাফল্য ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত; নিয়ামত ও রহমত থেকে বঞ্চিত।

---

৬০২. সুরা আল-কাউসার, ১০৮ : ২।

৩. কিয়ামতের দিন প্রিয় নবি ﷺ তাঁর উম্মতকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। এই পানি দুধের চেয়ে শাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, হাউজের পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারার সমান, এর দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং প্রস্থও এক মাসের পথ;[৬০৩] যে এই পানি একবার পান করবে, তার তৃষ্ণা চিরদিনের জন্য মিটে যাবে। [৬০৪]হে আমাদের রব, আমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত করবেন না।

৪. এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ দৈহিক ইবাদত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক ইবাদতকে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ 'সুতরাং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।'

৫. ইতিহাস সাক্ষী, যে কুলাঙ্গারই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বেয়াদবি ও শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করার চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকেই লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও অপমানিত করেছেন। কিসরার কথাই ধরুন না। সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার রাজত্বকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন।

৬. ইমাম জারকাশি ﷫ বলেন, 'সুরা কাউসারের একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য হলো, এটি তার পূর্ববর্তী সুরা মাউনের বিপরীতে এসেছে। সুরা মাউনে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : কৃপণতা, সালাত পরিত্যাগ, সালাতে রিয়া ও লৌকিকতা এবং জাকাত পরিত্যাগ। তার পরবর্তী সুরা কাউসারে আল্লাহ তাআলা এই চারটি মন্দ বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে চারটি উত্তম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন :

কার্পণ্যের বিপরীতে এসেছে, ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ অর্থাৎ বেশি বেশি দান।

সালাত পরিত্যাগের বিপরীতে এসেছে, ﴿فَصَلِّ﴾ অর্থাৎ সালাতে নিয়মিত হও।

---

৬০৩. সহিহ মুসলিম : ২৪৭।
৬০৪. সহিহুল বুখারি : ৭০৫০।

রিয়া ও লৌকিকতার বিপরীতে এসেছে, ﴿لِرَبِّكَ﴾ অর্থাৎ সালাত আদায় করো তোমার রবের সন্তুষ্টির জন্য, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়।

আর জাকাত পরিত্যাগের বিপরীতে এসেছে, ﴿وَانْحَرْ﴾ অর্থাৎ কুরবানির গোশত দিয়ে সাদাকা করো।'

(আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন)

সুরা আল-কাফিরুন

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬।

নাম :

(اَلْكَافِرُوْنَ) 'কাফিররা'।

কেন এই নাম :

কারণ এই সুরায় আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

শিরকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সকল কাফিরই একই মিল্লাত ও মতাদর্শের অনুসারী; যদিও তাদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর তারা সবাই এই আয়াতে সম্বোধিত : ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ 'বলুন, হে কাফিররা।'[৬০৫]

২. সুরায় এই আয়াতটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে : ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ 'আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদত করো না।'[৬০৬] কারণ কাফিররা মনেপ্রাণে চাইত, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক আল্লাহকে ইবাদত করার প্রশ্নে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করুন। মাঝে মাঝে মূর্তির ইবাদত করারও অনুমোদন দিন। বিনিময়ে কাফিররাও কিছুদিন আল্লাহর ইবাদত

---

৬০৫. সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ১।
৬০৬. সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ৩ ও ৫।

করতে রাজি। এই আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে কাফিরদের এই কামনাকে সমূলে খণ্ডন করা হয়েছে।

৩. যেসব স্থানে সুরা কাফিরুন পড়া মুসতাহাব :

- ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে।
- মাগরিবের সুন্নাতে।
- তাওয়াফের দুই রাকআত সালাতে।

৪. ঘুমানোর সময় সুরা কাফিরুন পড়লে শিরক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।'[৬০৭]

৫. ﴿لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ﴾ 'তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না।'[৬০৮]

আপনার চারপাশের পরিবেশ যতই পাপ, নাফরমানি ও গোমরাহিতে ভরা হোক না কেন, আপনার জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া বৈধ হয়ে যায় না। সুতরাং শক্তিশালী হোন, দৃঢ়পদ থাকুন।

৬. মানুষের প্রকারের নামে কুরআনে কেবল তিনটি সুরা রয়েছে :

- সুরা মুমিনুন।
- সুরা মুনাফিকুন।
- সুরা কাফিরুন।

৭. সুরা নাসরে যা বলা হয়েছে, তা কেবল তখনই হাসিল হবে, যখন সুরা কাফিরুনে যা বলা হয়েছে, তা পাওয়া যাবে। এই আশ্চর্য সামঞ্জস্যটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।

৮. ইসলামে কোনো ধরনের ধোঁয়াশা নেই। হক ও বাতিলের সীমারেখা এখানে সুস্পষ্ট। কুরআনের ভাষায় : ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾ 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের; আর আমার দ্বীন আমার।'[৬০৯]

---

৬০৭. সহিহুল জামি : ৫২৮।
৬০৮. সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ২।
৬০৯. সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ৬।

সুরা আন-নাসর

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

নাম :

১. (اَلنَّصْرُ) 'সাহায্য'।

২. ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।'

৩. (اَلتَّوْدِيْعُ) 'বিদায় জানানো'।

কেন এই নাম :

- (اَلنَّصْرُ) 'সাহায্য' : কারণ সুরাটিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের সাহায্য করার কথা বলেছেন।
- (إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ) : কারণ এই আয়াত দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।
- (اَلتَّوْدِيْعُ) 'বিদায় জানানো' : কারণ এই সুরায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চির বিদায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত আসন্ন।

۞ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আমাদের যুগের জনৈক পাশ্চাত্য কাফির বুদ্ধিজীবী এই সুরাটি নিয়ে চিন্তা করে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হলে বাদশাহরা তাদের ওপর ব্যাপক জুলুম ও নির্যাতন চালায়। তাদের ইজ্জত-সম্মান লুণ্ঠন করে। তাদেরকে গণহারে হত্যা করে। এটিই বাদশাহদের স্বভাব। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ যখন দুশমনদের ওপর বিজয় লাভ করলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—যেন তিনি একজন অপরাধী!'

২. ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ আমার মতো একজন নবীনকে প্রবীণ বদরি সাহাবিদের সঙ্গে দরবারে বসাতেন। এতে জনৈক সাহাবি অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বলেন, "ইবনে আব্বাস যেন আমাদের সঙ্গে না বসে। সে তো আমাদের ছেলের বয়সের।" তখন উমর ﷺ বলেন, "তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে তো আপনারা জানেন!"

একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং এবার সবার সঙ্গে বসান। তারপর সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কুরআনের এই আয়াত ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ সম্পর্কে কী বলেন?"

উত্তরে কেউ কেউ বলেন, "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এলে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা ও ইসতিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" আবার কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকেন।

এবার উমর ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "ইবনে আব্বাস, তুমিও কি একই কথা বলো?" আমি উত্তর দিই, "না।" তিনি জানতে চান, "তাহলে তোমার মত কী?" আমি বলি, "এই সুরাটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াত শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।" তখন উমর ﷺ বলেন, "এই সুরাটি সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, আমিও সেটাই জানি।"'[৬১০]

---

৬১০. সহিহুল বুখারি : ৪২৯৪।

৩. আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই সুরায় (النَّصْر) ও (الْفَتْح) দুটিই উল্লেখ করেছেন।

(النَّصْر) হলো, এমন সাহায্য, যাতে দুশমনরা পরাজিত হয়ে যায়।

(الْفَتْح) হলো, দুশমনদের এলাকা বিজয় করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কেবল (النَّصْر) 'নুসরত' লাভ করতেন; যেমন গাজওয়ায়ে বদরে; আবার কখনো (الْفَتْح) 'বিজয়' লাভ করতেন; যেমন বনু নাজিরের নির্বাসনে।

কিন্তু ফাতহে মক্কা তথা মক্কা-বিজয়ে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে (النَّصْر) ও (الْفَتْح) উভয়টিই দান করেছেন।

সুরা আল-মাসাদ

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

নাম :

১. (اَلْمَسَدُ) 'খেজুর গাছের আঁশ, শক্ত করে পাকানো দড়ি'।

২. (تَبَّتْ) 'ধ্বংস হোক'।

কেন এই নাম :

- (اَلْمَسَدُ) 'খেজুর গাছের আঁশ, শক্ত করে পাকানো দড়ি' : কারণ সুরাটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾

'জাহান্নামে তার (আবু লাহাবের স্ত্রীর) গলায় খেজুর গাছের আঁশের একটি পাকানো রশি থাকবে।'[৬১১]

- (تَبَّتْ) 'ধ্বংস হোক' : এই শব্দটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

আল্লাহর পথে বাধা প্রদানকারী কাফিরের পরিণাম হলো : দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি ও সর্বনাশ।

---

৬১১. সুরা আল-মাসাদ, ১১১ : ৫।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. এই সুরাটি আবু লাহাবের মৃত্যুর দশ বছর আগে নাজিল হয়েছে। সে চাইলে কেবল ইসলাম গ্রহণ করার দাবি করেই কুরআন ও ইসলামকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারত। কিন্তু নাহ! সে তা করেনি। কারণ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনিবার্য। আল্লাহ তাআলা জানতেন, আবু লাহাব কখনোই ইমান আনবে না।

২. একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে হাঁক দেন, (يَا صَبَاحَاهْ)। আরবদের কাছে এই বাক্যটি ছিল শত্রুর আক্রমণের সাইরেন। এই কথাটি বলে তারা দুশমনের আসন্ন হামলার ব্যাপারে সতর্ক করত; যাতে সবাই দ্রুত মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (يَا صَبَاحَاهْ) বলার কারণ হলো, তখনকার সময় শত্রুর অধিকাংশ আক্রমণই (الصَّبَاح) বা সকালে হতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁক শুনে কুরাইশরা দ্রুত পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমি যদি বলি, দুশমন সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের হামলা করতে যাচ্ছে, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' তারা সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি।' এই কথা শুনে দুরাচার আবু লাহাব বলে ওঠে, 'এ জন্যই তুমি আমাদের একত্রিত করেছ? ধ্বংস হোক তোমার।' তখন আল্লাহ তাআলা সুরা 'তাব্বাত' নাজিল করেন।[৬১২]

৩. ইসলামের আদালত ও ইনসাফ দেখুন! কুরআনেই আবু লাহাবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কাফিরদের মধ্যে সেই ছিল রাসুলুল্লাহর সবচেয়ে কাছের আত্মীয়।

৪. ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ﴾ 'তার স্ত্রীও, যে লাকড়ি বহন করে।'[৬১৩]

এই আয়াতে পাপ, অন্যায় ও অনাচারে সহায়তাকারী লোকদের জন্য রয়েছে বিশেষ শিক্ষা। (ইবনে তাইমিয়া)

৬১২. সহিহুল বুখারি : ৪৮০১।
৬১৩. সুরা আল-মাসাদ, ১১১ : ৪।

সুরা আল-ইখলাস

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪।

নাম :

১. (اَلْإِخْلَاصُ) 'নিষ্ঠা, খাঁটি ও বিশুদ্ধ করা'।

২. (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) 'বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।'

৩. (اَلْأَسَاسُ) 'মূল, ভিত্তি, বুনিয়াদ'।

৪. (اَلصَّمَدُ) 'অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ'।

কেন এই নাম :

- (اَلْإِخْلَاصُ) 'নিষ্ঠা, খাঁটি ও বিশুদ্ধ করা' : কারণ সুরাটিতে আল্লাহর বিশুদ্ধ তাওহিদ ও সিফাতের আলোচনা এসেছে।
- (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) : কারণ এই আয়াতটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা সুরাটি শুরু করেছেন।
- (اَلْأَسَاسُ) 'মূল, ভিত্তি, বুনিয়াদ' : কারণ সুরাটিতে তাওহিদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর তাওহিদ হলো ইসলামের মূল বুনিয়াদ।
- (اَلصَّمَدُ) 'অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ' : কারণ সুরাটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اَللّٰهُ الصَّمَدُ﴾ 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।'

❁ সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

তাওহিদ।

❁ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সুরাটি আল্লাহ তাআলার পাঁচটি সিফাত ও গুণ সাব্যস্ত করেছে :

- তিনি একক ও অদ্বিতীয়—তাঁর কোনো শরিক নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।
- তিনি অনাদি—তাঁর শুরু নেই।
- তিনি অনন্ত—তাঁর শেষ নেই।
- তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

২. এই সুরার ফজিলত :

- এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (সহিহুল বুখারি)
- এটি রহমানের সিফাত। যে এটিকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন। (সহিহু মুসলিম)
- যে ব্যক্তি দশবার এটি পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।[৬১৪] (সুনানুদ দারিমি)
- যে ব্যক্তি এটি সুরা ফালাক ও নাসের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।[৬১৫] (সুনানুত তিরমিজি)

---

৬১৪. আস-সহিহাহ : ৫৮৯।
৬১৫. সহিহুল জামি : ৪৪০৬।

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।' (ٱلصَّمَدُ) শব্দটির অনেকগুলো অর্থ রয়েছে :

- মাখলুক তাদের অভাব, সমস্যা ও প্রয়োজনে যাঁর মুখাপেক্ষী হয়।
- এমন এক সার্বভৌম প্রভু, যাঁর প্রভুত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এমন এক মর্যাদাবান মহিমান্বিত সত্তা, যাঁর মহিমা ও মর্যাদা পরিপূর্ণ।
- চিরঞ্জীব চিরন্তন অবিনশ্বর সত্তা।
- ঝলমলে আলো। (ইবনে কাসির)

Scanned with CamScanner

সুরা আল-ফালাক

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

নাম :

১. (اَلْفَلَقُ) 'ভোর'।

২. (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) 'বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের।'

কেন এই নাম :

- (اَلْفَلَقُ) 'ভোর' : কারণ সুরার শুরুতেই তিনি ভোরের কথা বলেছেন এবং এটি দিয়ে শপথ করেছেন।
- (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) : কারণ এই আয়াতটি দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দুনিয়ার অকল্যাণ ও অনিষ্টকর বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর একটি সিফাত (رَبُّ الْفَلَقِ)-এর মাধ্যমে চারটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন :

- জমানার অনিষ্ট; বিশেষ করে রাতের। (আয়াত : ৩)
- কাজের অনিষ্ট; বিশেষ করে জাদুর। (আয়াত : ৪)
- অন্তরের অনিষ্ট; বিশেষ করে হিংসার। (আয়াত : ৫)
- সৃষ্টির অনিষ্ট। (আয়াত : ২)

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

'আর (আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।'[৬১৬]

আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন। এখানে হিংসুক থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যখন সে হিংসা করে—অন্য সময় নয়। কারণ অনেক সময় মানুষের অন্তরে তার ভাইয়ের ব্যাপারে হিংসার উদয় হয়; কিন্তু সে হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ওই ভাইয়ের সঙ্গে কল্যাণকর আচরণ করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'সবার অন্তরেই হিংসা থাকে। মহান লোকেরা হিংসাকে লুকিয়ে রাখে, আর ইতর শ্রেণির লোকেরা হিংসাকে প্রকাশ করে।' (মাজমুউল ফাতাওয়া)

৩. উকবা বিন আমির ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৬১৭]

৪. উকবা বিন আমির ﷺ বর্ণনা করেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন :

يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ، لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

"উকবা বিন আমির, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি সুরা শেখাব, যেগুলোর মতো সুরা তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এমনকি কুরআনেও আর নাজিল হয়নি? প্রতি রাতেই তুমি এই সুরাগুলো অবশ্যই পড়বে : সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস।"'[৬১৮]

---

৬১৬. সুরা আল-ফালাক, ১১৩ : ৫।
৬১৭. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৬৩।
৬১৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪৫২।

সুরা আন-নাস

মাক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬।

নাম :

১. (اَلنَّاسُ) 'মানুষ'।

২. (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) 'বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের।'

কেন এই নাম :

- (اَلنَّاسُ) 'মানুষ' : কারণ শব্দটি এই সুরায় বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।
- (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) : কারণ এই আয়াতটি দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু :

দ্বীন-বিধ্বংসী বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য :

১. সুরা ফালাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একটি মাত্র সিফাত ও গুণ উল্লেখ করে চারটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সুরা নাসে আল্লাহ তাআলার তিনটি সিফাত উল্লেখ করে একটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

কারণ দুনিয়ার মুসিবত যত বেশিই হোক তা ছোট; পক্ষান্তরে আখিরাতের মুসিবত যত কমই হোক অনেক বড়।

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ উকবা বিন আমির -কে বলেন, 'তুমি সালাতে সুরা নাস ও ফালাক পড়ো। কারণ এই দুই সুরার মাধ্যমে আশ্রয়প্রার্থীর মতো কোনো আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় প্রার্থনা করেনি।'

৩. ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣﴾ 'বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহর।'[৬১৯]

আল্লাহ তাআলা প্রথমে উল্লেখ করেছেন (الرَّب) 'রব' সিফাতটি। তারপর উল্লেখ করেছেন (الْمَلِك) 'অধিপতি' সিফাতটি। তারপর (الْإِلٰه) 'ইলাহ' সিফাতটি। এভাবে উল্লেখ করার কারণ কী?

উত্তর : এখানে সিফাতগুলোকে 'ক্রমোন্নতি' বিন্যাসে সাজানো হয়েছে :

- (الرَّب) সিফাতটি মানুষের জন্যও প্রচুর ব্যবহার করা হয়। বলা হয়, (فُلَانٌ رَبُّ الدَّار) 'অমুক ব্যক্তি ঘরের মালিক।' যেহেতু (الرَّب) সিফাতটি ব্যবহার ব্যাপক, তাই সেটি দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

- দ্বিতীয় সিফাতটি কেবল মানুষের বিশেষ এক শ্রেণির জন্য ব্যবহার করা হয়। আর তারা হলেন, শাসক সম্প্রদায়। বাদশাহরা সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচু স্তরের। তাই (الرَّب) সিফাতটির পর (الْمَلِك) সিফাতটি এসেছে।

- (الْإِلٰه) সিফাতটি (الْمَلِك) সিফাতের চেয়েও উঁচু স্তরের। বাদশাহরা কোনোভাবেই ইলাহ স্তরে পৌছতে পারে না। কারণ ইলাহ অদ্বিতীয় এক সত্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই। তাই সবার শেষে এই সিফাতটি আনা হয়েছে।

(আত-তাসহিল লি-উলুমিত তানজিল)

---

৬১৯. সুরা আন-নাস, ১১৪ : ১-৩।

তাদাব্বুরের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাদাব্বুর ইমান বৃদ্ধি করে :

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

'যখন কোনো সুরা নাজিল হয়, তখন কেউ কেউ বলে, "এটি তোমাদের কার ইমান বৃদ্ধি করেছে?" অবশ্যই যারা ইমান এনেছে, এই সুরা তাদের ইমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।'[৬২০]

অন্তরে আল্লাহর ভয়, বিনয় ও আশা সৃষ্টি করে :

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ﴾

'আল্লাহ তাআলা উত্তম বাণী-সংবলিত একটি কিতাব নাজিল করেছেন, যার অংশসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যা বারবার পঠিত হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, এই কিতাবে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি আল্লাহর পথনির্দেশ, যার দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'[৬২১]

---

৬২০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৪।
৬২১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ২৩।

নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে :

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَاۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَهُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾

'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি; এটি তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, যেন আপনি কেন্দ্রীয় (মক্কা) নগরী এবং এর চারপাশের জনপদের লোকদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করতে পারেন। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে, তারা এই কিতাবও বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের সালাতের প্রতি যত্নবান থাকে।'[৬২২]

তাদাব্বুর : আপনাকে ইমানের স্তর থেকে ইহসানের স্তরে নিয়ে যায়।[৬২৩]

- দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।
- হতাশা ও পেরেশানি থেকে বের করে সুখ ও সৌভাগ্যের পথে চালিত করে।
- সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যায়।
- সকল দুর্বলতা কাটিয়ে আপনাকে শক্তিশালী করে তোলে।
- কামনাবাসনার কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে ইবাদত ও আনুগত্যের মধুর রাজ্যে নিয়ে আসে।
- গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা থেকে বের করে হক ও হিদায়াতের পথে ধাবিত করে।
- দুনিয়ার জিল্লতি থেকে মুক্ত করে আখিরাতের ইজ্জতের দিকে নিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

'আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন এ দুটিকে আঁকড়ে ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ।'[৬২৪]

---

৬২২. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯২।
৬২৩. দ্বীনের তিনটি স্তর : ইসলাম, ইমান ও ইহসান।
৬২৪. মুআত্তা মালিক : ৩৩৩৮।

আর কুরআনকে আঁকড়ে ধরার মর্ম হলো, কুরআন বোঝা, কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করা এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

'কুরআন তোমার পক্ষে দলিল হবে, অথবা বিপক্ষে।'[৬২৫]

আপনি যখন কুরআনকে বুঝবেন, কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করবেন এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করে আমল করবেন, তখন কুরআন আপনার পক্ষে দলিল হবে। আর আপনার বিপক্ষে দলিল হবে, যখন আপনি কুরআন থেকে বিমুখ হবেন, কুরআনের শিক্ষা অর্জন করবেন না এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করবেন না।

তাদাব্বুরের সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো, তাদাব্বুর অন্তরে ইমান পয়দা করে এবং কুরআনের দাবি অনুযায়ী আমল করতে অনুপ্রাণিত করে।

---

৬২৫. সহিহ মুসলিম : ২২৩।

আমলই কুরআনের আসল তাৎপর্য

কুরআনের অর্থ ও মর্ম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, হৃদয়কে আলোড়িত করে; তারপর এই আলো ও আলোড়ন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন কুরআনের মাধ্যমে সাহাবিদের কলব, আকল ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বার উন্মোচন করে দেন, তখন গোটা পৃথিবীর সব অর্গল তাঁদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি কুরআনের রহস্য ও তাৎপর্য জানতে চায়, সে যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শরণাপন্ন হয়; কুরআন বোঝার ও কুরআন অনুযায়ী আমল করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। এটিই আমাদের সালাফদের উপদেশ।

- একবার এক ব্যক্তি আবু দারদা ﵁-কে বলে, 'আমার ছেলে কুরআন আয়ত্ত করেছে।' এই কথা শুনে তিনি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেন। তাকে বলেন, 'আল্লাহ মাফ করুন, কুরআন তো সে আয়ত্ত করেছে, যে কুরআনের আনুগত্য করেছে।'

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, 'কুরআন নাজিল করা হয়েছে আমল করার জন্য। অথচ মানুষ আমল বাদ দিয়ে কেবল তিলাওয়াত নিয়েই পড়ে আছে। তারা কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তিলাওয়াত করে, যেন একটি হরফও ছুটে না যায়। কিন্তু কত আমল যে ছুটে গেছে, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

- কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। কুরআন তো কতগুলো বাণী, যেগুলো মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়। তোমরা বরং কুরআন অনুযায়ী কে আমল করছে দেখো।

আমাদের সালাফগণ কুরআন অনুযায়ী আমল করা, কুরআনের এঁকে দেওয়া সীমানা মেনে চলা এবং কুরআনের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন :

- সাইয়িদুনা আবু বকর ﷺ তাঁর গরিব আত্মীয় মিসতাহ বিন আসাসাহকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। ইফকের ঘটনায় সে আবু বকর ﷺ-এর আদরের কন্যা উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ-এর ব্যাপারে অসংলগ্ন মন্তব্য করলে তিনি বলেন, 'আয়িশার ব্যাপারে সে এমন অপবাদ কীভাবে দিতে পারল? আমি আর মিসতাহর পেছনে টাকা খরচ করব না।'[৬২৬] তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আয়াত নাজিল করেন :

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন আত্মীয়দেরকে, নিঃস্বদেরকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান না করার শপথ না করে। তারা যেন ক্ষমা করে আর দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬২৭]

এই আয়াত শুনে আবু বকর ﷺ বলে ওঠেন, 'অবশ্যই! আল্লাহর কসম, আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন।' তিনি মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনরায় চালু করে দিয়ে বলেন, 'আমি এটি কখনোই বন্ধ করব না।'

- একবার হুর বিন কাইস ও তাঁর চাচা উয়াইনা বিন হিসন সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর কাছে আসে। উয়াইনা বলে, 'ইবনে খাত্তাব, আপনি কেমন লোক! আপনি তো বাইতুল মাল থেকে আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান করেন না; আমাদের সাথে ন্যায়বিচার করেন না।' তার কথা শুনে উমর বিন খাত্তাব ﷺ খুবই অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন। তখন হুর বিন কাইস বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর নবিকে বলেন :

﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾

---

৬২৬. সহিহুল বুখারি : ২৬৬১। এই হাদিসে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ আছে।
৬২৭. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২২।

"ক্ষমা করুন, নেক কাজের আদেশ দিন; আর জাহিলদেরকে উপেক্ষা করুন।"[৬২৮]

আর এই মানুষটা তো জাহিল।'

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আয়াত শুনে উমর ﵁ সাথে সাথেই থেমে যান। আল্লাহর কিতাবের কোনো নির্দেশ শুনলেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে যেতেন।'

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।'[৬২৯]

এই আয়াতটি নাজিল হলে সাইয়িদুনা সাবিত বিন কাইস ﵁ বলেন, 'আমিই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম। আমি নিশ্চয় জাহান্নামি; আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।' এই বলে তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরবন্দী হয়ে পড়ে থাকেন। সাহাবিদের মজলিশে সাবিত বিন কাইসকে না দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর খোঁজ করলে কতিপয় সাহাবি তাঁর বাড়িতে যান। তাঁকে বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনার খোঁজ করেছিলেন। কী হয়েছে আপনার?' তিনি বলেন, 'আমিই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উঁচু গলায় কথা বলতাম। আমার সব আমল তো বরবাদ হয়ে গেছে। আমি তো জাহান্নামিদের দলে চলে গেছি।' সাহাবিরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বলেন। তখন তিনি বলে উঠেন, 'নাহ, বরং সে জান্নাতি।'[৬৩০]

- মাকিল বিন ইয়াসার ﵁ বলেন, 'আমি আমার এক বোনকে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিই। কিছুদিন পর লোকটি তাকে তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু

---

৬২৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৯।
৬২৯. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ২।
৬৩০. সহিহ মুসলিম : ১১৯।

আমার বোনের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে পুনরায় তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমি তাকে বলি, "আমি তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার জন্য বিছানা বানিয়েছিলাম, তোমাকে সম্মানিত করেছিলাম—তাকে তালাক দিয়ে এখন তুমি আবার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ? নাহ! আল্লাহর কসম, সে তোমার কাছে ফিরে যাবে না।" কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয় :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তোমরা যখন নারীদের তালাক দেবে, আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়, তখন হয় তাদেরকে যথোচিতভাবে ধরে রাখবে, না হয় যথোচিতভাবে বিদায় করে দেবে। কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না, তাতে তোমাদের সীমালঙ্ঘন করা হবে। যে তা করবে, সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে। আল্লাহর বিধানসমূহের সঙ্গে পরিহাসমূলক আচরণ করো না। তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো এবং তিনি যে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন তাও স্মরণ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখো, আল্লাহ সবকিছুই ভালোভাবে অবগত আছেন।"[৬৩১]

এই আয়াতটি শুনেই মাকিল ﷺ বলে ওঠেন, 'আমি আমার রবের আদেশ শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' তারপর লোকটিকে ডেকে তার সঙ্গে বোনকে পুনরায় বিয়ে করিয়ে দেন।

৬৩১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৩১।

- মারওয়ান বিন হাকাম ﷺ বর্ণনা করেন, জাইদ বিন সাবিত ﷺ তাকে বলেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে দিয়ে ওহির এই অংশটুকু লেখান : (لَا يَسْتَوِي) (الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ...) "যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারা সমান নয়...।" তিনি যখন আমাকে দিয়ে এই আয়াতটি লেখাচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে এলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই জিহাদ করতাম।" তিনি অন্ধ ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন। তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর ওপর। তাঁর উরু মুবারক আমার এতটা ভারী অনুভূত হলো—আমার আশঙ্কা হলো যে, আমার উরু থেঁতলে যাবে। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো (অর্থাৎ ওহি অবতরণ শেষ হলো)। আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন : (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ)—"যাদের কোনো ওজর নেই।" এই অংশটুকু নাজিল হওয়ার পর পুরো আয়াতটি দাঁড়াল—

﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"যেসব ইমানদার অক্ষম নয়, অথচ (জিহাদে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকে তারা এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না। নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীকে আল্লাহ তাআলা বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেককে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বড় পুরস্কার দিয়ে বসে থাকা লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"[৬৩২]

---

৬৩২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৫।

সাহাবিদের কুরআনময় জীবন

স্ত্রীর সাথে কুরআন :

স্বামী ঘরে ফিরলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করতেন, আজ কুরআনের কী কী আয়াত নাজিল হয়েছে? আল্লাহ তাআলা কি কোনো ওহি নাজিল করেছেন?

সাথিদের সঙ্গে কুরআন :

সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﵁ তাঁর জনৈক আনসারি বন্ধুর সঙ্গে পালা ঠিক করে নিয়েছিলেন। উমর ﵁-এর কোনো ব্যস্ততা থাকলে সেই আনসারি বন্ধুটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির থাকতেন এবং ওহি নাজিল হতেই তা শিখে নিতেন। ব্যস্ততা সেরে উমর ﵁ ফিরে এলে তাঁর অনুপস্থিতিতে নাজিলকৃত ওহি তাঁকে শেখাতেন। অনুরূপভাবে আনসারি সাহাবির কোনো ব্যস্ততা থাকলে উমর ﵁ দরবারে রিসালাতে হাজির থাকতেন। কোনো ওহি নাজিল হলে অনুপস্থিত আনসারি বন্ধুকে তা শেখাতেন।

সাহাবিগণ কোথাও জমায়েত হলে আবু মুসা আশআরিকে বলতেন, 'আবু মুসা, আমাদেরকে আমাদের রবের কথা শোনান।' অর্থাৎ আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। উল্লেখ্য যে, সাইয়িদুনা আবু মুসা আশআরি খুবই মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। রাদিআল্লাহু আনহুম।

দাওয়াহ ইলাল্লাহয় কুরআন :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾

'আর আমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে; যাতে আমি এর সাহায্যে তোমাদেরকে এবং যাদের পর্যন্ত এটি পৌঁছেনি, তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।'[৬৩৩]

সাহাবিগণ কাফিরদের শুনিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন, কুরআন তাদের হৃদয়ে কেমন গভীরভাবে রেখাপাত করে! এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উতবাহ বিন রাবিআহর ঘটনা। তিনি তাকে সুরা ফুসসিলাতের শুরুর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনান।
- নাজাশি ও গির্জার বিশপের ঘটনা। সাইয়িদুনা জাফর ﵁ তাদেরকে সুরা মারয়াম তিলাওয়াত করে শোনান।

জিহাদের ময়দানে কুরআন :

জিহাদের ময়দানে কিতাল ও লড়াইয়ের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা সাহাবিদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেমনটি ইমাম ইবনে কাসির ﵀ তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

ইয়ারমুক : এই যুদ্ধে সাইয়িদুনা মিকদাদ বিন আসওয়াদ ﵁ মুজাহিদ বাহিনীর চারপাশে চক্কর দিতে দিতে সুরা আনফাল ও জিহাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

কাদিসিয়া : এই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর প্রতিটি রেজিমেন্টে একজন করে কুরআনের কারি ছিলেন। লড়াই যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করত, ময়দান যখন কঠিন হয়ে উঠত, তখন তারা সুরা আনফাল ও জিহাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতেন।

জাতুস সাওয়ারি : আব্দুল্লাহ বিন সাদ ﵁ মুজাহিদ বাহিনীকে কাতারবন্দি করে প্রথমে প্রয়োজনীয় নাসিহা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। তারপর কুরআন, বিশেষ করে সুরা আনফাল তিলাওয়াতের নির্দেশ দেন।

---

৬৩৩. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৯।

ঘরে কুরআন : সাহাবিগণ তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁদের ঘরকে আবাদ রাখতেন; জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতেন। দৈনন্দিন তিলাওয়াতে তাঁরা কখনোই আলস্য কিংবা ক্লান্তি বোধ করতেন না।

- সাইয়িদুনা উমর বিন খাত্তাব ﷺ ঘরে প্রবেশ করেই কুরআন হাতে তিলাওয়াতে বসে যেতেন।

  একবার জনৈক সাহাবি তাঁর সাক্ষাতে যান। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। অবশেষে অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন, উমর ﷺ তাঁকে বলেন, 'আমি আমার প্রতিদিনের নির্ধারিত অজিফা আদায় করছিলাম।'

- উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমি বিছানায় বসে বসেই আমার প্রতিদিনের হিজব[৬৩৪] আদায় করি।'

- সাইয়িদুনা হাসান ﷺ রাতের প্রথম ভাগে তাঁর তিলাওয়াতের অজিফা আদায় করতেন। আর হুসাইন ﷺ আদায় করতেন রাতের শেষ ভাগে।

- নাফি ﷺ-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, 'ইবনে উমর ﷺ ঘরে কী করতেন?' তিনি উত্তর দেন, 'তোমরা তা করতে পারবে না। তিনি প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য অজু করতেন আর অজু ও সালাতের মাঝে তিলাওয়াত করতেন।'

(ফাজায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ আল-হারাওয়ি)

৬৩৪. হিজব মানে তিলাওয়াতের জন্য কুরআনের নির্ধারিত অংশ।

শাসক ও শাসিত :

প্রবাদ আছে, (اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ) 'যেমন রাজা তেমন প্রজা।'

- খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ঝোঁক ও রুচি ছিল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণে। তার প্রজাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্রবণতা। তার শাসনকালে লোকেরা সাক্ষাতে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করত, 'কিরে! ঘরবাড়ি কেমন বানালে?'

- খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের নারীদের প্রতি ঝোঁক ছিল। তাই তার প্রজারাও ছিল তার মতো। তার সময় লোকজন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করত, 'বিয়ে কয়টা করলে? বাঁদি কয়জন আছে?'

- খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ সব সময় তিলাওয়াত, সালাত ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তার খিলাফতকালে লোকজন পরস্পরের সঙ্গে মুলাকাত হলে বলত, 'তোমার অজিফা কী? দিনে কতটুকু তিলাওয়াত করো? গত রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পেরেছিলে?'

(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির ﵀)
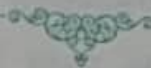
তাফসির ও তাদাব্বুরের জন্য আমরা যেসব কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিই

كتب تمهيدية هامة (প্রস্তুতিমূলক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব) :

١. هنيئا لمن عرف ربه أسماء الجمال وأسماء الجلال (د. خالد أبو شادي).

٢. غربة القرآن (د. مجدي الهلالي).

٣. العودة للقرآن لماذا وكيف؟ (د. مجدي الهلالي).

٤. إنه القرآن سر نهضتنا (د. مجدي الهلالي).

٥. تحقيق الوصال بين القلب والقرآن (د. مجدي الهلالي).

٦. كيف ننتفع بالقرآن (د. مجدي الهلالي).

٧. بناء الإيمان من خلال القرآن (د. مجدي الهلالي).

المرحلة الأولى (প্রথম মারহালা) :

١. زبدة التفسير (محمد الأشقر).

٢. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كريم المنان (ابن سعدي).

٣. التفسير الثمين (ابن عثيمن).

٤. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (أبو بكر الجزائري).

المرحلة الثانية (দ্বিতীয় মারহালা) :

١. القرآن تدبر وعمل (مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي).

٢. التسهيل لتأويل التنزيل (مصطفى العدوي).

٣. تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)

٤. الجامع لأحكام القرآن

٥. التفسير القيم (ابن القيم)

কুরআনের পথিকদের জন্য মূল্যবান নির্দেশনা

১. কুরআন ও কুরআনওয়ালার ফজিলত ও মর্যাদা নিয়ে পড়াশোনা করুন। এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের সাহায্য নিতে পারেন :

- أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الجزائري
- فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي
- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي

২. আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে কাকুতি-মিনতি করে দুআ করুন :

দুআ কবুলের কোনো সময়ই বাদ দেবেন না। প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগান। আল্লাহর দরবারে বিনয়-নম্র হয়ে দুআ করুন—তিনি যেন আপনাকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর রহমত ও নিয়ামত প্রার্থনা করুন। মনে রাখবেন, কড়া নাড়াতে থাকলে দরজা একদিন না একদিন খুলবেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀-এর কাছে যখন কোনো আয়াত কিংবা মাসআলা বুঝতে কষ্ট হতো, তিনি প্রায় এক হাজার বার ইসতিগফার পড়তেন। আর বলতেন, 'হে আদমের শিক্ষক, আমাকে শিক্ষা দিন। হে সুলাইমানকে বুঝদানকারী, আমাকেও বোঝার তাওফিক দিন।' (মাজমুউল ফাতাওয়া)

৩. মুসহাফ দেখে দেখে শোনা যায় এমন আওয়াজে প্রশান্ত হৃদয়ে যত বেশি সম্ভব তিলাওয়াত করুন। কারণ কান ও চোখ হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ তোরণ। শোনা ও দেখা ইলম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মুসহাফ দেখে দেখে বেশি বেশি তিলাওয়াত করলে আপনার দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দুটোই বৃদ্ধি

পাবে; আপনার শ্রবণশক্তি মজবুত হবে এবং আপনি তিলাওয়াতের সর্বোচ্চ সুফল পাবেন।

আমাদের মহান সালাফগণ সাত দিনে একবার খতম করতেন। আবার কেউ কেউ দশ দিনে একবার খতম করতেন।

৪. যেসব আয়াত আপনার হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়, আপনার অন্তরকে আলোড়িত করে, সেগুলো বারবার পড়ুন :

- একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরা মায়িদার এই আয়াত (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[৬৩৫] পড়তে পড়তে সারা রাত কাটিয়ে দেন। এই অবস্থায় সকাল হয়ে যায়।'[৬৩৬]

- সায়িদ বিন জুবাইর ﵀ একবার তিলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে আসেন :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾[৬৩৭]

আয়াতটি তিনি ২০ বারেরও বেশি পুনরাবৃত্তি করেন।

- ইবনে মাসউদ ﵁ বলতেন, 'তিলাওয়াতের সময় কুরআনের আশ্চর্য বিষয়গুলো নিয়ে ফিকির করো এবং তোমার অন্তরকে নাড়া দাও।'

---

৬৩৫. 'আপনি যদি তাদের আজাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮)

৬৩৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৫০।

৬৩৭. 'তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।' (সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮১)

আমি যা করি, আল্লাহ তা অবশ্যই দেখেন

এই কথাটি বারবার বলুন। আপনার সংকল্পকে দৃঢ় করুন। কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়ুন। আপনার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। দেহমনের সব দুর্বলতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন।

আপনি যদি বিশুদ্ধ নিয়তে হিম্মত নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন, তবে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক পদে পদে আপনাকে স্বাগত জানাবে। আপনার অগ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা নিজেই করে দেবেন। আপনার ও কুরআনের মাঝে তিনি তৈরি করে দেবেন মজবুত এক বন্ধন—মৃত্যুও ছিন্ন করতে পারবে না আপনাদের এই ভালোবাসা।

আমি যা করি, আল্লাহ তা অবশ্যই দেখেন

কুরআনের সঙ্গে আপনার ভালোবাসা দিনদিন বৃদ্ধি পাক। আজকের সম্পর্ক যেন গতকালের মতো না হয়। আগামীকালের সম্পর্ক যেন আজকের মতো না হয়। প্রতিটি দিন স্পর্শ করুন প্রেমময় বন্ধনের নতুন মাইলফলক।

আমি যা করি, আল্লাহ তা অবশ্যই দেখেন

কুরআন আপনার সর্বক্ষণের বন্ধু হোক। ঘরে, বাইরে, অফিসে, পার্কে যেখানেই থাকুন কুরআন আপনার সঙ্গী হোক। আপনার বুকপকেটে একটি ছোট্ট মুসহাফ থাকুক কিংবা আপনার স্মার্টফোনের হোমপেইজেই সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করুক কুরআনুল কারিমের অ্যাপ। বাসে, ট্রেনে কিংবা কারে বসে বসে আপনি কুরআন-সমুদ্রে ডুব দিন। লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা পার্কের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে কিংবা আজান ও ইকামতের মাঝে আপনি হারিয়ে যান কুরআনের রাজ্যে।

জীবনটিকে যদি কুরআনময় করে তুলতে পারেন, তবে আপনার জীবনও হয়ে উঠবে সাফল্যময়।

আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে কুরআনওয়ালা বানিয়ে দিন।

দুআ কামনায়

আদিল মুহাম্মাদ খলিল

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

التفاسير

جامع البيان — الطبري

الجامع لأحكام القرآن — القرطبي

تفسير القرآن العظيم — ابن كثير

تفسير ابن أبي حاتم — عبد الرحمن الرازي

الدر المنثور في التفسير بالمأثور — السيوطي

تفسير السمعاني — منصور المروزي

تفسير التستري — سهل التستري

النكت والعيون — الماوردي

لباب التأويل — علي الشيحي

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) — الرازي

الكشاف — الزمخشري

التسهيل لعلوم التنزيل — ابن جزي

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور — البقاعي

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور — البقاعي

التفسير القيم — ابن القيم

التحرير والتنوير	الطاهر ابن عاشور
تفسير المراغي	أحمد المراغي
التفسير الثمين	ابن عثيمن
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان	ابن سعدي
زبدة التفسير	محمد الأشقر

علوم القرآن

البرهان في علوم القرآن	الزركشي
الصحيح المسند من أسباب النزول	مقبل الوداعي
الإتقان في علوم القرآن	السيوطي

السنة

صحيح البخاري	محمد بن اسماعيل
صحيح مسلم	مسلم بن الحجاج
سنن النسائي	أحمد بن شعيب
سنن أبي داؤد	سليمان بن الأشعث
سنن الترمذي	محمد بن عيسى
سنن ابن ماجه	محمد بن يزيد
مسند الإمام أحمد	أحمد بن حنبل
مسند الداري	عثمان بن سعيد

موطأ الإمام مالك	مالك بن أنس
شعب الإيمان للبيهقي	أحمد بن حسين
مستدرك الحاكم	محمد بن عبد الله
حلية الأولياء	أبو نعيم
السنة	الخلال
العظمة	أبو الشيخ الأصفهاني
صحيح الجامع الصغير وزياداته	الألباني
السلسلة الصحيحة	الألباني

السلوك

الآداب الشرعية المنح المرعية	ابن مفلح
طريق الهجرتين	ابن القيم
مفتاح دار السعادة	ابن القيم
مدارج السالكين	ابن القيم
إحياء علوم الدين	أبو حامد الغزالي
مجموع الفتاوى	ابن تيمية

الفقه

المجموع شرح المهذب — النووي

المغني — ابن قدامة

التراجم والسير والتاريخ

البداية والنهاية — ابن كثير

الرحيق المختوم — المباركفوري

طبقات الحنابلة — ابن أبي يعلى

حلية الأولياء — أبو نعيم

আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু কুরআনের সঙ্গে আমাদের বন্ধনটা কেমন যেন প্রাণহীন থেকে যায়। ১১৪টি সুরায় বিন্যস্ত ৩০ পারা কুরআনকে আমাদের কাছে অধরা রহস্যই মনে হয়। কিন্তু কেন? কখনো ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হয়?

আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তিলাওয়াতই হয় প্রাণহীন। তাই কুরআন আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না, আমাদের মনোজগতে সাড়া ফেলে না, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের নুর সৃষ্টি করে না। কিন্তু কেন? কখনো ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হয়?

প্রিয় পাঠক,

ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের অভাবেই এমন হয়। পুরো কুরআনকে কিংবা প্রতিটি সুরায় আলোচিত বিষয়বস্তুগুলোকে আমরা একনজরে দেখতে পাই না; প্রতিটি সুরার নাম, লক্ষ্য, আলোচ্য বিষয়াদি, আলোচনার বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার কোনো সংক্ষিপ্ত মানচিত্র আমাদের স্মৃতিতে নেই। তাই আমরা কুরআনকে বুঝতে পারি না।

আর কুরআন আমাদের হৃদয়ে নাড়া না দেওয়ার কারণ, আমরা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করি। ফাহম ও তাদাব্বুর সহযোগে তিলাওয়াত করি না। প্রতিটি আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমাহগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করি না।

ফাহমে কুরআন ও তাদাব্বুরে কুরআনের এই অভাবকে পূরণ করতে আপনাদের প্রিয় প্রকাশনী রুহামা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ব্যতিক্রমধর্মী এক উপহার, প্রখ্যাত কুরআন-গবেষক শাইখ আদিল মুহাম্মাদ খলিল হাফিজাহুল্লাহর অসাধারণ রচনা : (أَوَّلُ مَرَّةٍ أَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ) 'তাদাব্বুরে কুরআন'—'কুরআন বোঝার রাজপথে আপনার প্রথম স্বপ্নযাত্রা'।

এই বইতে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত প্রতিটি সুরা নিয়ে মোট আটটি পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে। এই মূল্যবান আলোচনাগুলো আপনার হৃদয়ে ১১৪ সুরার একটি সরল ও সহজ মানচিত্র তৈরি করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ৩০ পারা কুরআনকে আর আপনার অধরা রহস্য মনে হবে না। আপনার সঙ্গে কুরআনের সবগুলো সুরার সঙ্গে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠবে। তাই এই বইটি হতে পারে তাফসিরের জগতে প্রবেশের পূর্বে আপনার প্রস্তুতিমূলক কোর্স।